অ্যারিজোনায় এরফান

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৯৪

এক

'তুমি কি পিস্তলটা ব্যবহার করতে জানো, নাকি শো দেখাতে ওটা পরেছ?' এই কথাগুলোই সুর পালটে ঠাট্টার ছলেও বলা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটা যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বলা হয়েছে, তাতে কারও সন্দেহ নেই। ঘটনাস্থল হচ্ছে পশ্চিমের একটা সেলুন। লম্বা বারটার পিছনে, শেলফে ঝকঝকে বোতলের সারি। বাম দিকের দেয়ালটার কাছে কিছু চেয়ার আর টেবিল পাতা আছে। যারা বসে ড্রিঙ্ক করতে পছন্দ করে ওগুলো তাদের জন্যে। মেঝেতে কাঠের গুঁড়ো আর বালি ছড়ানো রয়েছে। দালানটা আকারে 'L' এর মত। বাঁক ঘুরলে পরিষ্কার জায়গাটা, নাচের জন্যে। মাঝখান দিয়ে একটা সিঁড়ি দোতালায় উঠেছে। ছোট-ছোট অনেকগুলো কামরা রয়েছে দোতালায়। পুরোটা ঘিরেই রয়েছে একটা ব্যালকনি—ভিতরের দিকে। ওখানকার কিছু কামরা রয়েছে সেলুনের মেয়েদের—বাকিগুলো ভাড়া দেয়ার জন্যে। ভিতরটা বেশ অন্ধকার থাকায় দিনের বেলাতেই কিছু কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। ওগুলো ঘিরে মথ ঘুরছে।

কথাগুলো যে বলেছিল, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে বারের কাছে। লোকটা লম্বায় প্রায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। ওর পরনে একটি মোটা ফ্লানেল শার্ট আর হাতে বোনা মোটা কাপড়ের প্যান্ট। প্যান্টের নিচের দিকটা গোঁজা আছে ওর উঁচু বুটের ভিতর। চওড়া গানবেল্ট ওর কোমরে—ওটার সাথে ঝুলছে একটা ভারী পিস্তল।

'লোগান আজকে খারাপ মুডে আছে,' নিচু স্বরে মন্তব্য করল একজন দর্শক।

'ওকে ভাল মুডে কখনও দেখিনি,' বলল একজন শ্রোতা।

জেরি লোগান তার শিকারের দিকে চেয়ে আছে—ছেলেটার বয়স উনিশের বেশি হবে না। ওর পরনে কাউবয়ের জামা-কাপড়। কিন্তু কোমরে ঝোলানো পিস্তল আর গানবেল্টটা নতুন। দেখেই বোঝা যায় ছেলেটা পিস্তল কখনও ব্যবহার করেনি। ওর সরু কোমরে ওটা বেয়াড়া ভাবে ঝুলছে। পশ্চিমের লোকেরা এই ধরনের মানুষকেই বলে 'টেন্ডারফুট'—অর্থাৎ অনভিজ্ঞ, আনাড়ি। কিন্তু ছেলেটা তার ভাবে-ভঙ্গিতে টেন্ডারফুট হলেও কথায় সেটা গোপন রাখার চেষ্টা করল।

'তুমি কি আমার সাথে কথা বলছ?' গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে প্রশ্ন করল সে।

'না,' জবাব দিল লোগান। 'তোমার পিছনে উটের পিঠে বসা লোকটাকে বলছি।'

নিজের স্থূল রসিকতায় সে নিজেই সশব্দে হেসে উঠল। সেইসাথে ওর সঙ্গীরাও খিকখিক করে হাসল। ছেলেটা লজ্জায় একটু লাল হলো। বারটেন্ডার কৌতুক

দেখে ধীরে ছেলেটার পাশ থেকে সরে এল।

'ছাড়ো, জেরি,' বলে উঠল সে। 'কেন মিছে ওর পিছনে লেগেছ? এসো, আর একটা ড্রিঙ্ক খাও!'

ঝট করে ঘুরে রোষের চোখে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল লোগান। চুপসে গেল লোকটা। 'আমার ড্রিঙ্ক দরকার হলে আমি নিজেই চাইব। টেলর!' গর্জে উঠল সে। 'এর মধ্যে তোমাকে নাক গলাতে হবে না। ওই পিস্তলবাজের তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে সে নিজেই চাইত—তাই না, বাছা?'

ছেলেটা ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে অসহায় ভাবে বারের সবার মুখের দিকে সাহায্যের আসায় একবার করে তাকাল। কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগোল না। ইয়াভাপাই এলাকার সবাই জানে জেরি লোগানের ড্রিঙ্ক করার পর কেমন মেজাজ থাকে। ওরা সেটাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতই মেনে নিয়েছে। জানে এই সময়ে লোগানের থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। পরে ক্ষয়ক্ষতি যা হয় সেটা মেরামত করার চেষ্টা করে, এবং আরও ক্ষতি হয়নি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। জেরি লোগান ড্রিঙ্ক করার আগে যতটা ভয়ানক, ড্রিঙ্ক করার পরে তার দ্বিগুণ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। পিস্তলবাজিতে যে লোকটার হাত বেশ ভাল এটাও ওরা জানে।

'আমি··· আমি কারও সাথে ঝামেলায় যেতে চাই না,' বলে লোগানকে দুই পা আগে বাড়তে দেখে দু'পা পিছাল সে।

'কি আশ্চর্য কথা,' অবজ্ঞার সাথে বলল জেরি। 'তুমি ঝামেলায় যেতে চাও না, অথচ ঝামেলাই সেধে এসে তোমার কাঁধে চেপেছে।' লোকটার গলার স্বরে রসিকতার লেশমাত্রও নেই। চোখ দুটো সরু করে ছেলেটার দিকে চাইল সে। 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম—ওটা কি শুধুই অলঙ্কার, নাকি ঝড়ের বেগে ওটা ব্যবহারও করতে পারো?'

ছেলেটা, বিশাল লোকটার দৃষ্টির সামনে সম্মোহিতের মত বলল, 'আমি···পারি···আমি ওটা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু···'

'আশ্চর্য!' ছেলেটার কথায় অতিমাত্রায় ভড়কে যাওয়ার অভিনয় করল সে। 'ইঁদুরটার দেখছি দাঁতও আছে!' আরও দু'পা এগিয়ে তরুণকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল জেরি। যেন ঘোড়া কেনার আগে ভাল করে যাচাই করে দেখছে।

'তুমি এই এলাকায় কতদিন হলো এসেছ, শুনি?' প্রশ্ন করল সে।

'এই তো···মাত্র কয়েকদিন হলো,' জবাব দিল ছেলেটা। 'আমি ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছি।' চিবুক একটু উঁচু করল সে। 'আমি কাউবয় হতে চাই।'

'কি বললে?' চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ পেল লোগানের স্বরে। 'তুমি—একজন কাউবয়? এটা আমাকে—'

ছেলেটার চেহারা দৃঢ় হলো। চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে।

'কোথায় যাচ্ছ!' গর্জে উঠল লোগান। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।'

'কিন্তু আমার শোনা শেষ হয়েছে,' উদ্ধত সুরে বলল ছেলেটা। 'আমাকে যেতে দাও।'

'যদি না দিই···?' প্রশ্নটা বাতাসে ঝুলতে দিয়ে ঠাট্টামস্করার খোলস ছেড়ে

লোকটার ভিতরের খুনী সত্তাটা বেরিয়ে এল। ওর ডান হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছে তৈরি।

ছেলেটা ভয় আর বিস্ময় মিশ্রিত চোখে লোগানকে দেখল। নিজের বিপদের মাত্রাটা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি সে। তবে এটুকু বুঝতে পারছে যে হয় তাকে ভীত খরগোসের মত ছুটে পালাতে হবে, অথবা পুরুষের মত পিস্তল ডুয়েলে নেমে ওকে মারা পড়তে হবে। মনেমনে তৈরি হলো ছেলেটা। লোগানের চোখে একটা অশুভ আলো জ্বলছে।

'বোকা ছেলেটা অপমান হজম করে পালাতে পারছে না,' ফিসফিস করে বলল একজন। লোকটার স্বরে আতঙ্ক। 'লোগান ওকে খুন করে ফেলবে।'

কিছু লোক গোলাগুলির আভাস টের পেয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে গুলির আওতা এড়িয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। কেউ ব্যাপারটা মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারছে না। লোগানের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় ছেলেটা দাঁড়াতেই পারবে না—নির্ঘাত মারা পড়বে। কিন্তু লোগানের এই মুডে ওকে বাধা দেয়ার সাহসও কারও নেই।

আড়ষ্ট পরিবেশ। একদৃষ্টে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে লোগান। এবার সে খেঁকিয়ে উঠল। 'পিস্তল বের করো, নইলে মরো!'

বিনা নোটিশে একটা পিস্তল গর্জে উঠল। লোগানের বাম কানের লতি থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। ছেলেটার কথা ভুলে ব্যথায় চিৎকার করে গুলিটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরল জেরি। ওর হাতটা একই সাথে পিস্তল বের করার জন্যে বাঁট ছুঁয়েছে।

'ওটা তোমার জীবনের শেষ ভুল হবে।' শান্ত স্বরের মধ্যে একটা কাঠিনতায় লোগানের হাতটা বাঁটের ওপরই জমে স্থির হয়ে গেল। বক্তা লম্বা গড়নের একটা লোক—বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। রোদে পোড়া বাদামী মুখ, বরফের মত ঠাণ্ডা একজোড়া চোখ। চিবুক আর চোয়ালের গড়নে দৃঢ় নির্ভীকতার ছাপ। ওর পরনের নীল শার্ট, গলায় ঢিলে করে বাঁধা রুমাল, চওড়া কার্নিসের স্টেটসন হ্যাট আর উঁচু গোড়ালির বুট লোকটাকে কাউবয় বলে চিহ্নিত করছে। শুধু ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তল দুটোর খাপ ফিতে দিয়ে ঊরুর সাথে বাঁধা থাকায় মনে হচ্ছে লোকটা হয়তো গানম্যানও হতে পারে। ওর ডান হাতে ধরা পিস্তলের মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে—ওটা সরাসরি লোগানের হার্টের দিকে স্থির হাতে তাক করা রয়েছে। লোকটার কঠিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

'তুমি কি জন্ম থেকেই নীচ, নাকি প্র্যাকটিস করতে হয়েছে?'

রাগে গরগর করছে লোগান। 'তোমার আস্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি! তুমি আবার কে?'

'আমার নাম জেসাপ,' জবাব দিল লোকটা। 'তুমি ঠিকই বলেছ আমার স্পর্ধা অনেক। পরীক্ষা করে দেখতে চাও?'

রাগে বিকৃত হলো লোগানের মুখ। 'পিস্তল বাগিয়ে ধরে সবাই বড়াই করতে পারে,' অবজ্ঞার সাথে বলল সে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জেসাপ। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোগানের দিকে এগিয়ে এল। ওর থেকে চার ফুট দূরে এসে থেমে দাঁড়াল জেসাপ।

একবার ঘুরিয়ে অদ্ভুত কায়দায় পিস্তলটা খাপে ভরল সে।

'দেখো, দেখো, লোগানের অবস্থাটা দেখো,' বলল একজন বয়স্ক লোক। লোগানকে অপদস্থ হতে দেখে খুশি হয়েছে সে। 'মনে হচ্ছে যেন ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।'

ঠাণ্ডা ভাবে লোগানের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে জেসাপ। 'তুমি বলছিলে পিস্তল হাতে বড়াই করা সহজ। এখন ওটা আমার হাতে নেই। এবার বলো তোমার কি বলার আছে।'

হাসি-ঠাট্টার ভাব তার থেকে সম্পূর্ণ উবে গেছে। লোগান বুঝতে পারছে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। চুপসে গেল সে। জানে পিস্তল বের করার চেষ্টা করলে তাকে এখনই মরতে হবে। পিছিয়ে গেল লোগান।

'তোমার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'নেই, না?' অবজ্ঞার সাথে বলল জেসাপ। 'কেবল বাচ্চা ছেলেদের পিছনে লাগাটাই তোমার লাইনে পড়ে। ঠিক আছে, বিরোধের উপযুক্ত কারণ তোমাকে দিচ্ছি।' বারের ওপর থেকে লোগানের গ্লাসটা তুলে ভিতরের তরল পদার্থ লোগানের মুখে ছুঁড়ে মারল জেসাপ। থুতু ছিটিয়ে গালি দিয়ে পিছিয়ে গেল বিশাল লোকটা। দুহাতে চোখ থেকে জ্বালাময় ড্রিঙ্ক মুছে ফেলার চেষ্টা করছে সে। পরপর দু'হাতে তিনটে চড় খেয়ে বারের ওপর গিয়ে পড়ল জেরি।

'কি হলো?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জেসাপ। 'এক মিনিট আগের সেই শক্ত লোকটা কোথায় গেল?'

লোগানের মুখটা লজ্জায় প্রায় বেগুনি হয়ে উঠেছে। সবার সামনে এমন অপমান সইতে পারছে না—হাতের আঙুলগুলো পিস্তলের দিকে এগোবার জন্যে নিশপিশ করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না।

'আমি তাই ভেবেছিলাম,' বলল জেসাপ। 'পুরোমাত্রায় কাপুরুষ।'

বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাত্র অর্ধেক ঘুরেছে জেসাপ, ঠিক ওই মুহূর্তে তৎপর হলো লোগান। খুনের নেশায় মুখটা বিকৃত করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। জেসাপের পাকানো তারের মত শক্তি দেহটা ঝট করে ঘুরল। ঘোরার গতির সাথে কাঁধের পুরো ওজন একত্রিত করে ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল লোগানের চোয়ালে। শব্দটা মাংসের দোকানে কাঠের ওপর কুড়ালের কোপের মতই শোনাল। টাল সামলাতে না পেরে বারের খুঁটির সাথে বাড়ি খেল ওর মুখ। তারপর জ্ঞান হারিয়ে চিৎপাত হয়ে মেঝেতে পড়ল লোগান। জেসাপ এগিয়ে গিয়ে খাপ থেকে ওর পিস্তলটা তুলে নিয়ে বারটেন্ডারের দিকে পিস্তলের বাঁটটা বাড়িয়ে দিল। টেলর অবাক বিস্ময়ে মুখ হাঁ করে ওটা গ্রহণ করল। বারের চারপাশে কথার গুঞ্জন উঠল। প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীর সাথে চোখের সামনে যা ঘটতে দেখল তাই নিয়েই আলাপ করছে।

'মিস্টার জেসাপ,' বলল বারটেন্ডার। 'আমি তোমাকে অন্তর থেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি বাধা না দিলে আজকে ওই ছেলের আর রক্ষা ছিল না। লোগানের হাতে ওকে মরতে হত।'

ভিড় ঠেলে ছেলেটা এগিয়ে এল। 'আমিও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' বলল সে। 'এমন ঘুসি যে ছুঁড়তে পারে তার সাথে পরিচিত হয়ে আমি গর্ব বোধ করছি।'

ছেলেটার দিকে ফিরল জেসাপ।

'তোমার নাম কি, বাছা?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যারি, স্যার। হ্যারি বুথবি।'

'এটা কি সত্যি, তুমি কাউবয় হতে চাও?' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'এটা এমন কিছু ভাল পেশা নয়,' ওকে জানাল জেসাপ। 'এই শহরের যেকেউ পিটিয়ে তোমার ঘিলু বের করে দিতে পারে। মোটেও সময় লাগবে না।'

কাউবয়ের জীবন সম্পর্কে জেসাপের বিকৃত বর্ণনা শুনে সবার সাথে হ্যারিও হাসিতে যোগ দিল।

'আমি ফিলাডেলফিয়া থেকে এতটা পথ এসেছি, শুধু একটা আশায়— কাউবয় হিসেবে কাজ করব,' টেলরকে বলল ছেলেটা। 'আমার বাবা প্রেসকটে কাউবয় ছিল।' বারটেন্ডার নীরবে বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু জেসাপ আগ্রহ নিয়ে ওর কথা শুনছে। 'কাউবয়ের উপযুক্ত জিনিসপত্র কিনেই আমি সব টাকা শেষ করেছি।' জেসাপের দিকে ফিরল সে। 'এতে কি কোন ত্রুটি রয়ে গেছে, মিস্টার জেসাপ?'

হাসল জেসাপ। 'দুদিন ঘোড়ার জিনে কাটালে সব ত্রুটি শুধরে যাবে,' ছেলেটাকে আশ্বাস দিল সে। 'আর শোনো, মিস্টার-মিস্টার না করে আমাকে তুমি এরফান বলেই ডেকো। আমার বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে। পশ্চিমে আমরা কেউ একান্ত প্রয়োজন না হলে মিস্টার ব্যবহার করি না। তাছাড়া কেউ মিস্টার সম্বোধন করলে নিজেকে পুরানো আমলের বুড়ো বলে মনে হয়।'

ছেলেটা হাসল। এই নতুন পরিচিত লোকটা, যে তার জীবন বাঁচিয়েছে, সে ওই লোগান লোকটার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁচে গড়া। বদমেজাজী মস্তান লোকটাই ছিল পশ্চিমের সাথে তার প্রথম পরিচয়।

'যাক, আমার কথা তো সবই বললাম,' বলল সে। 'এখন বলো, তুমি কোথা থেকে আসছ?'

বারটেন্ডার হেসে মাথা নাড়ল। 'আমি ওদিকে অনেক দূর থেকে এসেছি, বাছা।' ছেলেটার কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে সে আবার বলল, 'তোমার পশ্চিমে বাস করতে হলে জেনে রাখা ভাল যে এখানে কাউকে ওই প্রশ্ন করতে নেই। এখানে কে কোথা থেকে এসেছে, বা কোথায় যাচ্ছে প্রশ্ন করাটা বিপজ্জনক, মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।'

'কারণ,' বারের একজন বলে উঠল, 'সে হয়তো ট্রেইলে কোন ঝামেলায় পড়েছিল, এবং ওই বিষয়ে কোন কথা বলতে চায় না...' লোকটার গলার স্বর আপনা-আপনি মিলিয়ে গেল। কারণ হঠাৎ তার মনে পড়েছে এই নবাগত লোকটা, যে লোগানকে এমন চূড়ান্ত ভাবে নাজেহাল করেছে, সে তার কথাটা অন্যভাবেও নিতে পারে। কিন্তু লম্বা কাউবয় হাসল।

'ভয় নেই,' লোকটাকে বলল সে। 'আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি না।'

'শুনে খুশি হলাম,' ঠাণ্ডা স্বরে ওদের কথার মাঝে বলল কেউ।

ঘুরে তাকাল এরফান জেসাপ। লম্বা গড়নের একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সোনালী চুল, তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখ—ঠোঁটে একটা অনিশ্চিত হাসি। ওর পকেটের ওপর

পাঁচকোনা বিশিষ্ট একটা স্টার ঝুলছে—ওতে 'মার্শাল' কথাটা লেখা রয়েছে।

'আমি হেনরি ডেভিস, টাউন মার্শাল,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'এখানে একটু ঝামেলা হওয়ার কথাটা আমার কানে এসেছে। তোমাকে এই শহরে নতুন দেখছি। চলার পথে থেমেছ?'

'দেশ দেখে বেড়াচ্ছি,' হেসে জবাব দিল এরফান। 'তবে ভাবছি, একটা কাজ পেলে এদিকে কিছুদিন কাটিয়ে যাব।'

ভুরু কুঁচকাল হেনরি। 'এই এলাকায় কাজ করার ইচ্ছা থাকলে ভুল পথে এগিয়েছ তুমি,' এরফানকে জানাল সে। 'জেরি লোগান এখানকার সেবার্ র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। আমার মনে হয় না তুমি মেরে ওর দাঁত ভেঙে দেয়ার পর সে তার বসের কাছে তোমার হয়ে সুপারিশ করবে।'

এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়ে জেরি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। দুজন ওকে ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'ছাড়ো আমাকে,' খেঁকিয়ে উঠল জেরি। 'আমি নিজেই উঠতে পারি।'

দাঁড়িয়ে টলছে লোকটা। ওর চোখ দুটো রোষের সাথে জেসাপকে দেখছে। ওর দিকে এগিয়ে গেল মার্শাল।

'তোমার কপাল ভাল এযাত্রা তুমি জানে বেঁচে গেছ,' ঠাণ্ডা স্বরে ওকে বলল ডেভিস। 'এখন তোমার ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাও।'

এক মুহূর্ত মার্শালের চোখের দিকে চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল লোগান।

'ঠিক আছে, মার্শাল, ঠিক আছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি যাচ্ছি।' টলতে টলতে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোগান।

আবার জেসাপের দিকে ফিরল ডেভিস। বারটেণ্ডার টেলরের সাথে কথা বলছে সে।

'তাহলে সেবার্ ছাড়াও পাহাড়ের ভিতর ছোট কয়েকটা র‍্যাঞ্চ আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে,' বলল টেলর। 'মেসকিট পাহাড়ে, এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ। সব থেকে বড় র‍্যাঞ্চটা কার্ল মরিসের। বাকিগুলো নেহাতই ছোট।'

'ওদের কারও লোকের দরকার আছে?'

'ওরা তোমাকে পেলে খুশিই হবে,' জানাল টেলর। 'সেবার্ র‍্যাঞ্চের মত ভাল বেতন ওরা দিতে পারবে না, এটা ঠিক, তুমি শুধু খাবার, একটা থাকার জায়গা আর মোটামুটি চলার মত একটা বেতন পাবে ওখানে।'

'ওই ঝগড়াটে লোকটা যদি সেবার্ র‍্যাঞ্চের কর্মচারীর নমুনা হয়, তবে ওটা এড়িয়ে চলাই ভাল,' মন্তব্য করল জেসাপ।

'ওরা খুব জনপ্রিয় একথা কেউ বলবে না,' বলল টেলর, 'কিন্তু...'

'টেলর, তুমি গুজব ছড়াচ্ছ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডেভিস। 'কাউকে ভুল ধারণা দেয়াটা ভুল।'

'তোমার কথার মানে?' মার্শালকে প্রশ্ন করল এরফান। ছেলেটা শোনার জন্যে আরও কাছে এগিয়ে এল।

'এই এলাকায় একটা ঝামেলা পাকিয়ে ওঠার আভাস পাওয়া যাচ্ছে,' জানাল মার্শাল। 'গত কয়েক বছরে কিছু ছোট র‍্যাঞ্চার এই এলাকায় বসবাস করতে

এসেছে। ওরা মেসকিট পাহাড়ে আস্তানা গেড়েছে। প্রত্যাশিত ভাবেই ওদের মধ্যে ভাল লোকের সংখ্যা খুব কম। জনসন—সেবার্ র‍্যাঞ্চের মালিক—দাবি করছে তার গরু চুরি যাচ্ছে, এবং এজন্যে মেসকিটের লোকগুলোই দায়ী। সে লোগানের মত আরও কিছু কঠিন লোককে কাজে নিয়েছে—আর সেই সাথে হুমকি দিয়েছে লোকজন নিয়ে মেসকিটে গিয়ে ওদের নেতা মরিস সহ সবাইকে উচ্ছেদ করবে।'

'এ ব্যাপারে মরিস আর অন্যান্য র‍্যাঞ্চারদের কি বক্তব্য?'

'ওরা বলে জনসনই বেশি লোভী, একটা বাহানা করে সে ওদের র‍্যাঞ্চ দখল করে নিতে চায়। ওরা নাকি জনসনের গরুর কাছেও কখনও যায়নি। গেলেও তার কোন প্রমাণ আমি এখন পর্যন্ত পাইনি।'

'কিন্তু তবু সেবার্ র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি যাচ্ছে?'

'জনসনের ট্যালি বই অনুযায়ী তাই বটে,' জানাল ডেভিস। 'তবে এটা আমার কাজের আওতায় পড়ে না। আমার কাজ হচ্ছে এই শহরের শান্তি রক্ষা করা। কিন্তু কথা হচ্ছে টুসনের এপাশে আইন রক্ষাকারী আর কেউ নেই। তাই আমাকেই যতটা সম্ভব দেখাশোনা করতে হয়।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি বেশ খারাপ,' চিন্তামগ্ন ভাবে বলল জেসাপ।

'অচিরেই একদিন পুরো এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড দাঙ্গা বেধে যাবে,' বিষণ্ণ সুরে বলল টেলর। 'সেদিন আমি যেন মনট্যানাতে থাকি।'

'ভাল, তোমাদের দুজনকেই এই এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সব খুলে বলার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের অন্য কোন উপায় নেই; আমার ধারণা আজকের ঘটনার পর সেবার্ র‍্যাঞ্চে আমাদের কাজ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

তরুণ হ্যারি বুথবির দিকে ফিরল জেসাপ।

'তোমার কি মত, ফিলাডেলফিয়া? তুমি আমার সাথে মেসকিটে যেতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। ওর চোখ দুটো উৎসাহে চকচক করছে। এরই মধ্যে এরফান জেসাপকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে দেখতে শুরু করেছে সে। 'নিশ্চয়, এরফান,' ওরই কথা বলার ঢঙ অনুকরণ করার চেষ্টা করে জবাব দিল হ্যারি।

'লোকটার কি যেন নাম বললে তুমি; মরিস?' টেলরকে প্রশ্ন করল জেসাপ।

'কার্ল মরিস,' বলল বারটেন্ডার। 'কে এম র‍্যাঞ্চের মালিক। তুমি ওকে বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।' ওখানে পৌঁছানোর পথের নির্দেশ জেসাপকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল সে। হেসে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে মার্শালের দিকে একটা নড করে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে এল জেসাপ। ছেলেটা ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করল।

দরজার দিকে চেয়ে ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখল টেলর। তারপর মার্শালের দিকে চেয়ে বলল, 'হেনরি, আমার মনে হচ্ছে ওই লোক এসব দাঙ্গার কথাবার্তা কয়েকদিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা করে ফেলতে পারবে। অনেকদিন পর আজ আমি খুব ভাল বোধ করছি আবার।' গলা চড়িয়ে সে ঘোষণা করল, 'আজ বারে সবার ড্রিঙ্ক ফ্রি।' সবার মাঝে উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল, কেবল মার্শাল ওদের সাথে যোগ দিল না। বারে হেলান দিয়ে চিন্তামগ্ন ভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দুই

হ্যারি বুথবির মাথায় হাজারটা প্রশ্ন একসাথে জাগছে। কিন্তু জেসাপের সাথে পশ্চিমে রওনা হয়ে একটা প্রশ্নও সে করেনি। বর্তমানে পাশাপাশি চলার সময়ে সে তার সঙ্গীকে খুঁটিয়ে দেখছে। জেসাপের জামা-কাপড় পরিচ্ছন্ন, কিন্তু মোটেও নতুন নয়। ওর জিনটাও খুব সাধারণ, কোনরকম কারুকাজ নেই। তবে নিয়মিত যত্ন নেয়ায় ওটার চামড়া বেশ চকচক করছে। ওর ঘোড়াটার রঙ কালো—তেজী একটা স্ট্যালিয়ন। গরম লোহার ছ্যাকা দিয়ে পুড়িয়ে ব্র্যান্ড করা হয়নি। পশম কামিয়ে শুধু 'ই জে' অক্ষর দুটোর সৃষ্টি করা হয়েছে। হ্যারির মনে পড়ল লোকটার নাম এরফান জেসাপ। হয়তো অক্ষর দুটো তারই নামের অদ্যাক্ষর। সব দেখার পর হ্যারির চোখ দুটো বারবার ঘুরেফিরে উরুর সাথে বাঁধা পিস্তলের ওপর গিয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত নিজের কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তুমি এমন গুলি ছোঁড়া কোথায় শিখলে?' লক্ষ করল ওই প্রশ্নে এরফানের মুখের ভাব গম্ভীর হলো। ছেলেটার মন খারাপ হয়ে গেল, ভাবল, হয়তো পশ্চিমের রীতিবিরুদ্ধ কোন প্রশ্ন করে ফেলেছে সে। কিন্তু একটু পরেই একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল জেসাপের মুখে। সে জবাব দিল, 'ওটা একটা লম্বা কাহিনী, ফিলাডেলফিয়া। তবে এটা জেনে রাখো যে একদিনে এটা শেখা যায় না।'

'আমি তা জানি, এরফান। কিন্তু ভাবছিলাম...তুমি আজ ওখানে না থাকলে আমার কি অবস্থা হত। তোমাকে ঠিকমত ধন্যবাদ জানাবার সুযোগও আমি পাইনি।'

'ধন্যবাদ জানানোর কোন প্রয়োজন নেই,' বলল এরফান। 'ওকে বাধা দেয়ার আমার কারণ ছিল।'

'কারণ ছিল?' বিস্মিত সুরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'কি কারণ?'

হেসে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল জেসাপ। 'লোকটা যদি তোমাকে মেরে ফেলত, তবে অ্যারিজোনা সম্পর্কে তোমার মনে খুব খারাপ ধারণা জন্মাত।'

কথার মানেটা ধরতে কিছুক্ষণ সময় নিল হ্যারি। বুঝতে পেরে ওর হাসিটা ধীরেধীরে বিশদ হয়ে শেষে হাসিতে ফেটে পড়ল ছেলেটা।

'ঠিকই বলেছ,' হাসি চাপতে চাপতে বলল সে। 'মাটির তলা থেকে দেশ দেখাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াত!'

নিজের মনেই হাসল জেসাপ। ফিলাডেলফিয়া এরই মধ্যে পশ্চিমের লোকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কিছুটা পরিচিত হয়ে উঠছে। তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেটা পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন হয়ে গড়ে উঠবে। ছেলেটার আর একটা প্রশ্নে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'এরফান, তুমি আমাকে ফাস্ট ড্র করা শেখাবে?'

'ফিলাডেলফিয়া,' বলল এরফান, 'তোমার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে; না। গান

ফাইটিং সম্পর্কে তুমি যত কম জানো ততই মঙ্গল।'

'তা হয় না, এরফান,' প্রতিবাদ করল সে। 'আমাকে যদি ভাল কাউহ্যান্ড হতে হয় ঠিকমত কিভাবে গুলি ছুঁড়তে হয় সেটাও আমাকে শিখতে হবে।'

'গুলি ছোঁড়া আর ফাস্ট ড্র করা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।' একটা ছোট্ট ক্রীকের ওপর দিয়ে কাঠের ব্রিজটা পার হলো ওরা। ঘোড়ার খুরের আঘাতে কাঠের ওপর মেঘের ডাকের মত আওয়াজ উঠল। 'যেকোন লোক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফাস্ট ড্র প্র্যাকটিস করতে পারে। একদিন তার ধারণা জন্মাবে আয়নার ভিতর নিজের প্রতিবিম্বকেও সে হারাতে পারবে। কিন্তু কারও মোকাবিলা করার সময়ে সামনের লোকটাও গুলি ছুঁড়বে—দুটো এক ব্যাপার নয়।'

'কিন্তু ফাস্ট ড্র করতে পারাটা দরকারী, তাই না, এরফান?'

'নিশ্চয়,' স্বীকার করল জেসাপ। 'কিন্তু পিস্তল বের করার পর তুমি কি করো সেটাই হচ্ছে আসল কথা—সব কথার শেষ কথা। এক মিনিট, একটু দাঁড়াও।'

ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়াল ওরা। মেসকিটের একটা ঝোপের সাথে ঘোড়া বেঁধে রেখে হ্যারিকেও তাই করার নির্দেশ দিল এরফান। তারপর পনেরো গজ দূরে কয়েকটা পাথর জড়ো করে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা কার্তুজের বাক্স বের করে ওটা খালি করে নিয়ে পাথরের স্তূপটার ওপর রেখে আবার ছেলেটার পাশে এসে দাঁড়াল।

'ওই রয়েছে তোমার টারগেট। দেখি তুমি কি করতে পারো।'

আগ্রহের সাথে তৈরি হয়ে দাঁড়াল হ্যারি। গানবেল্টটা একটু ঘুরিয়ে পিস্তলটাকে সুবিধাজনক জায়গায় এনে অপটু হাতে পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল। দূরে আরেকটা পাথরের সাথে বাড়ি খেয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে ওটা অন্যদিকে চলে গেল।

'লক্ষ্যের কাছেও লাগাতে পারোনি,' হাসিমুখে বলল এরফান। 'আবার চেষ্টা করো।'

পিস্তলটা খাপে ভরে রেখে তৈরি হয়ে আবার বের করে গুলি ছুঁড়ল তরুণ। লাগল না। কিন্তু এবার পিস্তল খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না সে। স্তূপটার কাছাকাছি কিছু ধুলো উড়ল। একটা গুলি কাত হয়ে নিচে নেমে আসা একটা ডালে লেগে তুষারের মত পাতাগুলোকে ঝরিয়ে মাটিতে ফেলল। ভয় পেয়ে কয়েকটা জে (Jay) পাখি শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে আকাশে উড়ল। ব্যর্থতায় হতাশ ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল এরফান।

'ফিলাডেলফিয়া, তুমি সবকিছুই ভুল ভাবে করছ। তোমার খাপটা বেশি নিচে, নিজেকে আড়ষ্ট করে ফেলছ। তুমি তাকও করছ না...এবার আমাকে লক্ষ করো।'

কখন যে জেসাপের হাতে পিস্তল উঠে এল চোখে দেখতে পেল না হ্যারি। পরপর পাঁচটা গুলি বেরোল এরফানের পিস্তল থেকে। পাঁচটাই যেন একটানা একটা লম্বা শব্দে মনে হলো। প্রথম গুলিতে বাক্সটা নিচে পড়ল, দ্বিতীয় গুলিতে ওটা লাফিয়ে উঠে ডান দিকে গেল। মাটিতে পড়ার আগেই তৃতীয় আর চতুর্থ গুলিটা বিঁধল ওটার গায়ে। পঞ্চম গুলিতে ওটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ঝট করে সঙ্গীর দিকে ফিরে হ্যারি দেখল ওর পিস্তলটা যথাস্থানে খাপে ঝুলছে।

রুদ্ধশ্বাসে চোখের সামনে যা ঘটছে তা দেখছিল ছেলেটা—এতক্ষণে শ্বাস

ফেলল। ওর চোখ দুটো এখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

'নিজের চোখে না দেখলে এটাও যে সম্ভব তা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। সত্যি কথা বলতে কি দেখার পরেও বিশ্বাস হচ্ছে না!'

ছেলেটার চোখ চকচক করতে দেখে হাসল জেসাপ।

'ফিলাডেলফিয়া,' বলল সে। 'গোপন করার মত কিছুই এতে নেই। ভাল রিফ্লেক্স আর প্রচুর প্র্যাকটিস করলে বেশিরভাগ লোকই এই দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কি করে ব্যবহার করতে হয় জানার চেয়ে কখন পিস্তল ব্যবহার করতে হবে সেটা জানাই আসল।'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'বুঝেছি, এরফান।'

'আমার কথাটা এবার মন দিয়ে শোনো, বাছা। একান্ত ঠেকায় না পড়লে কখনও পিস্তল বের করবে না; যদি বের করতেই হয় লক্ষ্য ভেদ করার জন্যেই তা করবে। কথাটা মনে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়, এরফান,' ওর কথা সমর্থন করল হ্যারি। 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি।'

'ভাল।' মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। 'এবার প্রথমে তোমার গানবেল্ট থেকেই শুরু করা যাক।' বেল্টটা খুলে ঠিক করে এঁটে দিল এরফান। এখন পিস্তলের বাঁটটা রয়েছে ওর ঝুলন্ত হাতের কনুই আর কব্জির ঠিক মাঝামাঝি। ছেলেটার পাশে দাঁড়িয়ে ধীর গতিতে ড্র করার প্রতিটা অঙ্গ আলাদা করে দেখাল কয়েকবার। সেই সাথে মুখে বলল, 'ড্র, কক, এইম—ফায়ার!'

'পিস্তলের নলটাকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করার মত করে ধরতে হবে,' ওকে বলল এরফান। 'চোখের সামনে তুলে ধরে তাক করার সময় তোমার নেই। মনে করো পিস্তলের ব্যারেলটাই তোমার আঙুল। দিক নির্দেশ করো। তারপর ট্রিগার টানো।'

দুজনে একসাথে একই রুটিন বারবার অনুশীলন করছে। ড্র, কক, এইম—ফায়ার; ড্র, কক, এইম—ফায়ার; ড্র, কক, এইম—ফায়ার। ড্র, কক, এইম—ফায়ার। নিজের অ্যাকশন থামিয়ে ফিলাডেলফিয়ার অ্যাকশন লক্ষ করছে এরফান। ছন্দটা রাখার জন্যে মুখে কেবল কথাগুলো বলে চলল। অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস করার পর হ্যারির হাত ভারী হয়ে এল, তারপর আরও ভারী হলো। শেষ পর্যন্ত এরফান ওকে থামাল।

'ওহ্, এরফান, আমার মনে হচ্ছে হাতটার ওজন যেন এক টন হয়ে উঠেছে,' অকপটে স্বীকার করল ছেলেটা।

'এর কারণ হচ্ছে, আগে যেসব পেশী তুমি ব্যবহার করোনি, সেগুলো ব্যবহার করছ,' বলল এরফান। 'কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, নিয়মিত প্র্যাকটিস করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' একটু পাশে সরে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে একবার খুঁটিয়ে দেখল সে।

'এর বেশি তোমাকে আর আমার শেখাবার কিছু নেই। বাকিটা নির্ভর করবে তোমার প্র্যাকটিসের ওপর।'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই হাতের মুঠোয় পিস্তলের অনুভূতিটা ওর কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে এক দিনেই অনেক শিখে ফেলেছে। তাছাড়া এরফান তার বেল্টটা ঠিক জায়গায় এঁটে দেয়ার

পর পিস্তলটাকে ওর কোমরেরই একটা অঙ্গ বলেই বোধ হচ্ছে।

আরও কয়েকবার প্র্যাকটিস করল সে। খুব দ্রুত ড্র করতে পারছে—মনে মনে জানল।

'শেষ আর একবার,' বলল এরফান। 'এবার আমরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ড্র করব। দেখা যাক তুমি কতটা শিখলে।'

আগ্রহের সাথে সম্মতি জানাল ছেলেটা। লোকটা কি করে যেন ওর মনের কথাটাই টের পেয়েছে। 'তোমার সাথে আমি পারব না, এটা ঠিক,' বলল সে। 'কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

ওদের দুজনের পিস্তলই খালি। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। এরফানের শেখানো পিস্তলবাজের ভঙ্গিতেই ছেলেটা দাঁড়িয়েছে—একটু সামনের দিকে ঝুঁকে। জেসাপের সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রথমে ওকে তৈরি হতে বলল জেসাপ—তারপরে বলল, 'ড্র!'

ছেলেটার হাত মাত্র বাঁট ছুঁয়েছে, দেখল এরফানের .৪৫ এর মুখটা ওর দিকে চেয়ে আছে।

'আমি বাহাদুরি দেখাবার জন্যে এটা করিনি, ফিলাডেলফিয়া,' ওকে ঠাণ্ডা স্বরে জানাল জেসাপ। 'এটা হচ্ছে আমার শিক্ষার শেষ অঙ্গ। এই ফাইটটা যদি সত্যিকার হত তবে এতক্ষণে তোমার জন্যে কবরের ব্যবস্থা করতে হত। মনে রেখো, সব সময়েই তোমার চেয়ে ফাস্ট কারও সাথে তোমার দেখা হবেই—সে তুমি যত বড় ওস্তাদই হও, এটা ঘটতে বাধ্য। সুতরাং নিজেকে কখনও সবথেকে ফাস্ট ভাবার বোকামিটা কখনও করতে যেয়ো না। কোনদিন না।'

কথাটা এরফান এত জোর দিয়ে বলল যে হ্যারি তার মনে বড় একটা হোঁচট খেল। সে ভালভাবেই বুঝতে পারছে এরফান কি বোঝাতে চাইছে। এটা যে কত ভয়ানক, তা এরফানের পিস্তলের মুখে নিজের অসহায় অবস্থা থেকেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে।

'এরফান,' একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল ছেলেটা, 'তুমি কি কখনও তোমার চেয়ে ফাস্ট কারও দেখা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, কিছু লোক আছে যাদের বিরুদ্ধে আমি পিস্তল ড্র করতে যাব না,' জবাব দিল সে। 'কখন পিস্তল খাপের ভিতরই রাখা উচিত সেটা বিচার করতে পারাটা কখন পিস্তল বের করতে হবে সেটা জানার মতই জরুরী। কিন্তু আর না। এক দিনের জন্যে তুমি অনেক শিখেছ। চলো এবার রওনা হওয়া যাক, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আমাদের কার্ল মরিসের র‍্যাঞ্চে পৌছতে হবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, প্রথম দিকে ড্র প্র্যাকটিস করার সময়ে কখনও গুলি ভরা পিস্তল ব্যবহার কোরো না, বুঝেছ? আমি চাই না তুমি নিজের পায়ে নিজেই গুলি করো।'

খালি পিস্তল দুটোতে আবার গুলি ভরে নিয়ে নিজের নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল ওরা। ছেলেটার মাথায় এরফান ওকে পিস্তলবাজির যে প্রদর্শনী দেখিয়েছে সেটাই এখনও ঘুরছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল নিয়মিত প্র্যাকটিস করে এরফানের দক্ষতা অর্জন না করতে পারা পর্যন্ত সে থামবে না। এই কম সময়ের মধ্যেই লোকটা তার মনে হিরোর স্থান দখল করে নিয়েছে।

*

চওড়া তৃণভূমি পেরিয়ে চড়াইয়ের দিকে উঠে চলেছে দুজন আরোহী। সামনে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। ওদের ডানদিকে প্রায় সমুদ্রের মতই বিস্তৃত এলাকা জুড়ে খেলছে তাপের ঢেউ।

'মরুভূমি,' ব্যাখ্যা করল এরফান।

মেসকিট হচ্ছে ইয়াভাপাই পর্বতমালার পাদদেশ ঘেঁষে শান্ত ঢেউয়ের মত কতগুলো পাহাড়। ইয়াভাপাই-এর চূড়াগুলো পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় রূপালী দেখাচ্ছে। ওই পাহাড়গুলোতেই কিছুদিন আগেও অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানরা লুকিয়ে থাকত। ওখান থেকেই ওরা দল বেঁধে দক্ষিণে মেক্সিকো পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে লুটপাট করত, মানুষ খুন করত। পরে ইউ এস সৈন্যদল ওদের দমন করে রিজারভেশনে নিয়ে রেখেছে। আজও ওরা সাদা মানুষের আইন মেনে নিয়ে রিজারভেশনেই বসবাস করছে।

আরোহী দুজন ঘন পাইনের জঙ্গলে ঢুকল। বিকেলের হাওয়ার সবুজ পাইনের কড়া গন্ধ ভাসছে। খোলা জায়গার গরম ছেড়ে গাছের ছায়ায় এসে আরাম বোধ করছে ওরা। সামনে ট্রেইলটা চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

'বারটেন্ডার বলেছিল বাম থেকে দ্বিতীয় রাস্তাটা ধরতে হবে,' স্মরণ করল জেসাপ। 'তুমি আমার পিছনে পিছনে এগোও, ফিলাডেলফিয়া।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা টিলার মাথায় উঠে নিচে একটা ছোট র‍্যাঞ্চহাউস দেখতে পেল ওরা। কাঠের তৈরি র‍্যাঞ্চহাউসের চিমনি দিয়ে অলস ভাবে উপরে উঠছে ধোঁয়া। নিচে উঠানে কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে। ফিলাডেলফিয়ার মনে হলো যেন ওদের চলাফেরার গতি বেড়ে গেল। একজন র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকে পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে এল। ওর হাতের শটগানটা বিকেলের রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'তোমার গানবেল্টটা খুলে জিনের মাথায় ঝুলিয়ে রাখো,' সঙ্গীকে বলল জেসাপ। নিজেও তাই করল। তারপর হাত দুটোকে ওদের নজরে রেখে ধীর গতিতে নিচের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল। উঠানে পৌঁছলে একজন ভারী গড়নের ঘন ভুরুওয়ালা লোক এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ওর হাতের শটগানটা নবাগত দুজনকে কাভার করে আছে।

'ওখানেই দাঁড়াও,' আদেশ করল সে। 'জেরেমি—ওদের গানগুলো নিয়ে এসো।'

ছিপছিপে গড়নের একটা লোক, ময়লা সোনালি চুল সামনের দিকে চোখ পর্যন্ত, আর পিছন দিকে কলার পর্যন্ত নেমেছে—সাবধানে এগিয়ে পমেল থেকে গানবেল্ট দুটো তুলে নিল।

'কার্ল মরিসের খোঁজে আমরা এসেছি,' উৎফুল্ল স্বরে বলল এরফান, যেন শটগানটা সে দেখতেই পাচ্ছে না। 'তুমিই কি সেই লোক?' শটগান হাতে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হতে পারে,' জবাব দিল লোকটা। 'কে জানতে চাচ্ছে?'

'আমি এরফান জেসাপ। আমার সঙ্গীর নাম ফিলাডেলফিয়া। শহরে টেলর

নামের লোকটা বলল তুমি হয়তো দুজন ইচ্ছুক কর্মচারীকে কাজ দিতে পারো।'

'তোমাকে দেখে সেবার র‍্যাঞ্চের উপযুক্ত লোক বলেই মনে হচ্ছে,' বলে উঠল মরিস। 'নাকি ওখান থেকেই এসেছ তোমরা?'

'হতে পারত, কিন্তু তা নয়,' বলে হেসে হাত দুটো বুক সমান উঁচু রেখেই অনায়াসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এরফান। 'আমাদের গানগুলো যখন তোমার দখলে, তখন আমাদের বক্তব্য শুনলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।'

'বলো, শুনছি,' জবাব দিল মরিস।

'তোমাকে আগেই বলেছি আমার নাম জেসাপ। এই এলাকায় আমি নতুন এসেছি। টুসন আর এখানের মাঝে কাউহ্যান্ড হিসেবে আমি কাজ করেছি। এখন আমার টাকা ফুরিয়ে এসেছে, কাজ না পেলে না খেয়ে মরতে হবে, তাই কাজ খুঁজছি। এই ছেলেটা ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছে, কিন্তু ওর বাবা ছিল কাউম্যান—কাজ চালাতে পারবে।'

জেরেমি নামের লোকটা মরিসের কাছে ঘেঁষে ওকে নিচু স্বরে কি যেন বলল।

'জেরেমি ঠিক কথাই বলেছে, মিস্টার,' বলল সে। 'তুমি দুটো পিস্তল ব্যবহার করো, এবং দেখেই বোঝা যায় ওগুলো অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। তুমি টম জনসনের সেবার র‍্যাঞ্চে কাজের খোঁজে না গিয়ে এখানে এসেছ কেন?'

'কারণ, জেরি লোগানকে আজ শহরে পিটিয়েছে ও—তাই!' নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া।

অবাক চোখে জেসাপের দিকে তাকাল মরিস।

'তুমি লোগানকে পিটিয়েছ?' নিজের উরুতে খুশিতে চাপড় মারল মরিস। 'তুমি যদি তাই করে থাকো, তবে যোগ্য সম্মানই তুমি পাবে এখানে। ছেলেটা যা বলছে সেটা কি সত্যি?'

'লোগানকে একটু লাগাম পরাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল,' স্বীকার করল এরফান। 'লোকটা এই ছেলেকে বুট হিলে কবরে পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাই আমাকেই আগে বেড়ে ওকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হলো।'

'ওহ্, ঘটনাটা যদি তুমি দেখতে!' উৎসাহের সাথে বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া। 'লোগানকে একেবারে—'

'থামো, বাছা, বড়াই করার মত কিছুই ঘটেনি,' ওকে বাধা দিয়ে বলল জেসাপ। 'একটা দাঁত ছাড়া কিছুই হারায়নি ও। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি হাত দুটো নিচে নামাতে চাই, স্যার। নইলে ওগুলো ওইভাবেই আঁকড়ে যাবে।'

'নিশ্চয়, জেসাপ, কিছু মনে কোরো না, বাধ্য হয়েই আমাদের সাবধান থাকতে হয়। এসো, এদিকে এসে বসো।' পথ দেখিয়ে বারান্দায় রাখা বেঞ্চটার দিকে এগোল সে। 'জেরেমি, তুমি সুজানকে এদের জন্যে কফি দিতে বলো।' জেরেমি ঘরে ঢুকল। 'এখন, মিস্টার জেসাপ…' আরম্ভ করেছিল মরিস।

'…বন্ধুরা আমাকে এরফান ডাকে, স্যার,' বাধা দিয়ে বলল সে।

'ঠিক আছে, বাছা, তাই ডাকব। আমার নাম কার্লটন, কিন্তু এখানে সবাই আমাকে কার্ল বলেই ডাকে। সুজি—ও আমার মেয়ে। তার মায়ের মত সেও বলে

কার্লটনটাই বেশি ভাল—ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিক। যাক ওসব কথা, এরফান, তুমি বলছিলে কাজ খুঁজছ তুমি। কাউহ্যান্ডের কাজ নিশ্চয় জানা আছে তোমার?'

'তা আছে, কার্ল,' জবাব দিল সে। 'আমি টেক্সাসের লোক।'

'আর এই ছেলেটা, সেও কি কাজ জানে?'

'না, তবে কাজ শিখতে ইচ্ছুক,' বলল এরফান। 'ও, খাবার, থাকার জায়গা, আর হয়তো শহরে খরচ করার জন্যে সামান্য কিছু ডলারের বিনিময়ে কাজ করবে, তুমি কি বলো, ফিলাডেলফিয়া?'

কাজ জানে না বলায় আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে ওর। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছে, এই সময়ে মরিসের মেয়ে সুজান কফি নিয়ে বেরিয়ে এল। বয়স সতেরো হবে, চমৎকার কাঠামো। জিনস, শার্ট, আর বুটে সুন্দর মানিয়েছে ওকে। বিকেলের রোদ ওর কোঁকড়া লালচে চুলে একটু সোনালি আভা ধরিয়েছে। বড়বড় বাদামী দুটো চোখ। চোখের সাথে ম্যাচ করেই যেন তিনটে বাদামী তিল রয়েছে ওর মুখে। যে কোন পুরুষের চোখেই মেয়েটাকে আকর্ষণীয় মনে হবে।

'সুজি, এ হচ্ছে এরফান জেসাপ। ও আমাদের এখানে কাজ করবে। তরুণ ছেলেটাও। বিশ্বাস করো, আর না করো, ওর নাম ফিলাডেলফিয়া। আর ও হচ্ছে আমার মেয়ে।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল মেয়েটা।

সুজানের কণ্ঠস্বর একটু নিচু আর উষ্ণ। হেসে মেয়েটা গরম কফির ধূমায়িত মগ দুটো ওদের সামনে নামিয়ে রাখল। প্রতিবাদ করতে মুখ হাঁ করেছিল ফিলাডেলফিয়া—মুখ আর বন্ধ করার সুযোগ পায়নি—সম্মোহিতের মত মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে সে। এরফান আর কার্ল দুজনেই ওর প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেছে। কার্ল মরিস ফিলাডেলফিয়ার কাঁধে চাপড় দিয়ে পরিবেশটাকে হালকা করে হেসে উঠল।

'বাছা,' বলল সে, 'আমার মেয়ের দিকে কাউবয়দের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা এই প্রথম নয়। মেয়েটা দিন-কে-দিন যেন আরও সুন্দর হচ্ছে।'

'চোখ জুড়ানোর মতই একটা চেহারা, সন্দেহ নেই,' স্বীকার করল এরফান। তারপর ছেলেটাকে খোঁচাল, 'তুমি মিস সুজান আসার আগে কি যেন বলতে চেয়েছিলে?'

ঢোক গিলে লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠল ছেলেটা। বুঝতে পারছে সুজানকে দেখে তার অভিভূত হওয়ার ব্যাপারটা সবার কাছেই ধরা পড়ে গেছে। এরফানের হাসি দেখে বুঝল, সে যে কিসের প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সেটাও এরফানের অজানা নেই। কিন্তু তরুণ ছেলেটাকে আর অপ্রস্তুত না করে প্রসঙ্গ পালটে মরিসকে একটা প্রশ্ন করল সে।

'আমি একটা ছোট র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছি, এরফান,' জবাবে বলল কার্ল। 'এমন কিছু না হলেও এটা আমার একার পক্ষে সামলানো অসম্ভব। সাতশো মত গরু আছে আমার। প্রতিবেশীরা যে যখন পারে আমাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু ওদের নিজেদেরও র‍্যাঞ্চ রয়েছে। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা আরও বেশি গরু এনে

র‍্যাঞ্চটাকে আরও বড় করব, কিন্তু কাজ করার মত ভাল লোক আমি পাই না। সবাই ভাল বেতন আর সুযোগ সুবিধার জন্যে সেবার র‍্যাঞ্চে জনসনের কাছেই যায়।'

'আচ্ছা, এই জনসন লোকটা কে?' প্রশ্ন করল ফিলাডেলফিয়া। 'শহরে আমি যতক্ষণ ছিলাম, কেবল ওই নামই শুনেছি—জনসন এটা করেছে, জনসন ওটা চায়। মনে হয় যেন শহরটা ওরই সম্পত্তি।'

'কথাটা আসলে সত্যি,' স্বীকার করল কার্ল। টম জনসন এই এলাকার সবথেকে ক্ষমতাশীল লোক। পিট কিচেন যখন অ্যাপাচি চীফ কোচীজের বিরুদ্ধে লড়ছিল সেই আমল থেকেই সে এখানে আছে। হয়তো সেই কারণেই টম মনে করে ইয়াভাপাই উপত্যকার ওপর তার বিশেষ অধিকার রয়েছে। অবশ্য ওর দাবি যে অযৌক্তিক নয় সেটা আমি বুঝি। লোকটা যখন প্রথম এখানে আসে, তখন এখানে টিকে থাকাই কঠিন ছিল। সে এর জন্য অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছে, রক্ত দিয়েছে, অনেক পরিশ্রমও করেছে—কিন্তু আমরা এখানে আসার আগে আইনসম্মত উপায়ে এর ওপর তার ক্লেইম ফাইল করেনি। আমরা আইন-সঙ্গত দাবি নিয়ে এখানে বসবাস শুরু করার পর ওর টনক নড়েছে। এখন গায়ের জোরে ছাড়া আমাদের উচ্ছেদ করার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু আমরা ন্যায্য অধিকার নিয়েই এখানে এসেছি। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা এর জন্যে লড়ব।'

'একগাদা কথা তুমি বললে, কার্ল,' মন্তব্য করল জেরেমি ক্লাইড। লোকটা বুড়োর কথা বলার ফাঁকে ওখানে এসে হাজির হয়েছে। 'আইনের চোখে জমি আমাদের হলেও জনসন ওটাকে কোন বাধা বলে স্বীকার করছে না। সে ইঙ্গিতে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, হয় সরো, নইলে মরো।'

'ওর সাথে তোমাদের কোন সংঘর্ষ হয়েছে?'

'সরাসরি কিছু হয়নি,' বলল মরিস। 'তবে অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মাঠের ফসল নষ্ট করা, গরু স্ট্যামপিড করিয়ে আমাদের কাজ বাড়ানো, একটা বা দুটো ঘোড়া খোয়া যাওয়া—এইসব। বড় কিছু নয়। স্বভাবতই আমরা মার্শালের কাছে নালিশ জানিয়েছি। এটা তার দায়িত্ব না হলেও সে জনসনের সাথে এসব নিয়ে কথা বলেছে। ওই বুড়ো গাধাটা বলেছে এসব ব্যাপারে সে নাকি কিছুই জানে না।'

'সেবার র‍্যাঞ্চে কতজন লোক আছে?' জানতে চাইল জেসাপ।

'মোট পঁচিশজনের মত হবে। জনসন, ওর ছেলে টিমোথি—বখে যাওয়া বেয়াড়া এক ছেলে—একজন রাঁধুনী, আর বাকি লোক তার কর্মচারী। গতবছর ওরা দুজন লোককে কাজে নিয়েছে, যারা আমার বিশ্বাস গরুর চেয়ে পিস্তল সম্পর্কেই বেশি জানে। অবশ্য ওরা টিমোথির সুপারিশেই ঢুকেছে।'

'এখানকার বাকি র‍্যাঞ্চাররা কত দূরে ছড়িয়ে আছে?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'বেশি দূরে নয়, এরফান, বেশি দূরে নয়। জেরেমিই আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। ওর ব্র্যান্ড হচ্ছে স্টার অ্যান্ড বার'—শব্দ করে হাসল কার্ল— 'জেরেমি ক্যালিফোর্নিয়ার লোক। ওর র‍্যাঞ্চ এখান থেকে পাঁচ মাইল পুবে। ওর পাশেই চার্লি ওয়াটের সার্কেল্ ডায়মণ্ড। ওদের দক্ষিণে অ্যালেক্স কারসনের রানিং কে র‍্যাঞ্চ। কটা ব্র্যাডলের লেইজি বি—উত্তর-পশ্চিমে। এখান থেকে ছয় মাইল। নদীর

কাছেই। ওটা আসার পথে নিশ্চয় দেখেছ।'

'হ্যাঁ, ওটা শহরের কিছুটা পুবে। আমরা একটা ছোট ক্রীকও পার হয়েছি আসার পথে।'

'ওটা বোর্‌রাচো ক্রীক। বোর্‌রাচো মেক্সিকান ভাষায় "মাতাল"।'

এরফান আর ফিলাডেলফিয়ার শোনার আগ্রহ আছে দেখে কার্ল ব্যাখ্যা দিল, 'ওটার বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় ওটাও একটা দু'গজ চওড়া আর দু'ইঞ্চি গভীর ক্রীক। কিন্তু ওর তলাটা লক্ষ করে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ওটা একটা ফ্ল্যাশ স্ট্রীম।'

'ঠিকই ধরেছ, বাছা। পাহাড়ে একটু ভারী বৃষ্টি হলেই ওই ছোট্ট ক্রীকটা দানবের মত গর্জে ওঠে। ওই সময়ে একটা বড় গাছকে শিকড় শুদ্ধ তুলে নিয়ে পঞ্চাশ গজ নিতে ওর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড লাগে। আর মানুষ মারতে ওর সময় লাগে তার অর্ধেক। তুমি, বাছা—!' আঙুল ফিলাডেলফিয়ার দিকে তুলে নির্দেশ করল কার্ল। 'ওই ক্রীক থেকে দূরে থেকো, বুঝেছ? যদি পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়, তবে ছুটে পঞ্চাশ গজ দূরে সরে আসার আগে দাঁড়িও না।'

'আমি কথাটা মনে রাখব, স্যার,' ওকে কথা দিল ফিলাডেলফিয়া।

'আর শোনো, তোমাকে ওই আধমাইল লম্বা নামে আমি ডাকতে পারব না। তোমাকে ফিলি ডাকলে তোমার কোন আপত্তি আছে?'

হাসিমুখে মাথা নাড়ল ছেলেটা। এই সময়ে সুজান আবার কফির মগ নিয়ে বেরিয়ে এল। যাওয়ার আগে সে জানাল রাতের খাবার তৈরি।

উঠে দাঁড়াল কার্ল। 'তোমরা খাওয়ার আগে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। খাওয়ার পর আবার কথা হবে। কোথায় তোমাদের মালপত্র রাখবে সেটাও দেখাব। আগামীকাল আমরা বেরোব, এই এলাকা আর এখানকার লোকজনের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব।'

জেসাপও উঠল, সাথে ছেলেটাও। ওর চোখ বারবার দরজা থেকে ঘুরে আসছে। ওই দরজা দিয়েই অদৃশ্য হয়েছে মেয়েটা।

প্রথম দর্শনেই ঘায়েল, ভাবল এরফান। বেচারি ফিলাডেলফিয়া। ব্যাপারটা তোমার জন্যে খুব সহজ হবে না, ছোট্ট বন্ধু। মেয়েটা ধরা দেয়ার আগে তোমাকে অনেক খেলাবে।

ছেলেটার চোখ দেখে বুঝল ওই খেলায় সে খুশি মনেই যোগ দেবে।

তিন

পরদিন সকালে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে চার্লি নেওয়াটের সার্কল ডায়মণ্ডের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা তিনজন। পথে জেরেমি ক্লাইডকে 'হ্যালো' বলার জন্যে একটু থামল। লোকটা তার কোরালের কাছে কাজে ব্যস্ত ছিল। ওর কাঠের বাড়িটা বেশ পুরানো।

চার্লি নেওয়াট একটু নার্ভাস প্রকৃতির লোক, কালো চুল, বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। কথা শুরু করে বাক্যটা শেষ না করেই থেমে যাওয়াটা ওর অভ্যাস। সে একটু তোতলাও বটে। ওখানে কফি খেয়ে দক্ষিণে কারসনের রানিঙ কে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা। ভারী গড়নের শক্ত লোক অ্যালেক্স কারসন। চুলে পাক ধরেছে। সদা হাসিখুশি আর মিশুক লোক। লোগান এরফানের হাতে মার খেয়েছে শুনে খুব খুশি হলো সে।

'ওই লোকটা একটু দুরন্ত হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলাম,' বলে উঠল অ্যালেক্স। 'আমি নিজেই কাজটা করতাম, কিন্তু কার্ল কিছুতেই তা হতে দেয়নি। সেবার র‍্যাঞ্চের কারও সাথে লাগতে যাওয়ায় ওর ভীষণ আপত্তি।'

'তোমার র‍্যাঞ্চটা বেশ সুন্দর,' মন্তব্য করল এরফান। 'কতগুলো গরু আছে তোমার?'

'আমার কোন গরু নেই,' জানাল অ্যালেক্স। 'ঘোড়া নিয়ে আমার কারবার। প্রায় ষাটটা ঘোড়া আছে আমার। আর্মির জন্যে ঘোড়া সাপ্লাই করি আমি।'

'ভাল ব্যবসা,' বলল জেসাপ। 'বেশি খোয়া যাচ্ছে?'

'অভিযোগ করার মত এমন কিছু না,' বলল অ্যালেক্স। 'সব সময়েই দুটো একটা খোয়া যেত। তবে ইদানীং মাত্রাটা কিছু বেড়েছে। আমাকে রাগে পাগল করার মত না হলেও টম জনসন আছাড় খেয়ে হাত বা পা ভাঙুক, এটা চাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

'তুমি কি কাউকে চুরি করতে দেখেছ?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'না,' ওকে বাধা দিয়ে জবাব দিল মরিস। 'এদিক দিয়ে ওরা খুব সেয়ানা। আমরা কেবল ছাড়াছাড়া একটা দুটো ট্র্যাক ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। ট্র্যাক অনুসরণ করতে করতে গিয়ে প্রতিবারই মেসকিটের পাইন জঙ্গলে গিয়ে ট্র্যাক হারিয়েছি। ওখানে পাইনের নরম কাঁটা এত পুরু হয়ে বিছিয়ে আছে যে ছাপ দেখে ট্র্যাক করা অসম্ভব।'

'তুমি কি একাই চালাও এই র‍্যাঞ্চ, মিস্টার কারসন?' প্রশ্ন করল ফিলাডেলফিয়া।

'ঠিক তা নয়, বাছা,' জবাব দিল সে। 'আমার একজন বিশাল আকারের মুটোশ কর্মচারী আছে, যে আমার একটা কথাও বোঝে না। আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে কাজ চালাই। ও যা বাকি রাখে সেটা আমি করি।'

ওকে সন্ধ্যায় মরিসের র‍্যাঞ্চে সাপার খেতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ব্র্যাডলের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল ওরা। চার্লি আর জেরেমিকে আগেই বলা হয়েছে। ওরা দুজন সব থেকে ছোট র‍্যাঞ্চার। ওদের ঠিক র‍্যাঞ্চারও বলা যায় না, কারণ গরু পালার চেয়ে ওরা কৃষি কাজই বেশি করে। প্রধানত গম আর বার্লির চাষ করে ওরা, ওরা একে অন্যকে সাহায্য করে। ওদের কোন কর্মচারী নেই।

দুপুরের দিকে ওরা ব্র্যাডলের লেইজি বি র‍্যাঞ্চে পৌঁছল। ব্র্যাডলে তার দু'জন কর্মচারীকে সবার জন্যে লাঞ্চ তৈরি করতে সাহায্য করল। দুপুরের খাওয়াটা বাগানেই সারা হলো। বেঁটে আর মোটাসোটা লোক ব্র্যাডলে। কথা শুনলেই বোঝা যায় লোকটা স্কটিশ। ওর কর্মচারী দুজন হচ্ছে জ্যাক পিটারসন আর ফ্রেড স্কট।

দুজনেই লম্বা আর রোদে বছরের পর বছর কাজ করে মুখ আর হাতের রঙ পাকা চামড়ার মত।

'কয়েক বছর আগে ফ্রেড সেবার র‍্যাঞ্চে কাজ করত,' ব্র্যাডলে তার অতিথিদের জানাল। 'কিন্তু সান্তা ফে থেকে টিমোথি জনসন ফিরে আসার পর সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে।'

'সাধে ছেড়েছি, ওই বিচ্ছু ছেলেটার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ছেড়েছি,' মন্তব্য করল ফ্রেড।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল জ্যাক। 'পৃথিবীর জঘন্যতম নীচ লোক হিসেবে সে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।'

'মনে হচ্ছে লোকটার কোন বন্ধু নেই,' বলল জেসাপ। 'আমি এখানে আসার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ওর সম্পর্কে কাউকে একটা ভাল কথা বলতে শুনিনি।'

'তা তুমি শুনবেও না, বাছা,' প্রৌঢ় ব্র্যাডলি বলল। 'বুড়ো জনসন নিজেই ওকে দেখতে পারে না। ছেলেটাকে শুধরাবার অনেক চেষ্টা করে শেষে সেও হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

'টিমোথি তার বেশিরভাগ সময় ফিনিক্স বা টুসনে মেয়েদের নিয়ে ফস্টি-নষ্টি করেই কাটায়,' জানাল মরিস। 'এখানে থাকলেও সেলুনের দোতালায় মেয়েদের কামরাতেই মদ খেয়ে পড়ে থাকে।'

'আশ্চর্য,' নিচু স্বরে বলল জেসাপ। 'টম জনসন সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে, মনে হয়েছে বুড়ো এসব হ্যাঙ্কি-প্যাঙ্কি সহ্য করার লোক নয়।'

'কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু বয়স হয়েছে ওর, মনে হয় এখন সে আর টিমোথিকে নিয়ে মাথা ঘামায় না,' জানাল ফ্রেড। 'ওকে টাকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে বুড়ো, তাই সব সময়েই সে ধারে ডুবে থাকে। জুয়া খেলে যা পয়সা পায় তা সে মদ আর মেয়েমানুষের ওপর খরচ করে।'

'যাক, তোমরা আয়েশী লোক, তোমাদের কাজ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে,' বলল ব্র্যাডলে। 'আমি কাজে যাচ্ছি—তোমরা যাওয়ার আগে নিজেদের থালা-বাসন ধুয়ে রেখে যেয়ো।' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পরেই বাইরে কুড়াল দিয়ে গাছ কাটার শব্দ শুরু হলো। ফ্রেড আর জ্যাক অতিথিদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

'লোকটা দেখছি লৌকিকতার মোটেও ধার ধারে না,' বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া।

'এতে মনে করার কিছু নেই, বাছা।' হেসে উঠল মরিস। 'ওটা আমাদের থেকে ধন্যবাদ শোনা এড়াবার একটা বাহানা। কেউ ওকে ধন্যবাদ জানালে সে খুব অস্বস্তি বোধ করে। তাই কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেল।'

বাসন ধুয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ঘোড়ার পিঠে উঠে যেখানে তিনজন কাজ করছে সেদিকে ঘোড়া নিয়ে এগোবার আগে মরিস হেসে বলল, 'ঘটনাটা লক্ষ করো।' ঘোড়া নিয়ে ব্র্যাডলের পাশে গিয়ে থামল সে। 'তোমাকে আমরা আটটার দিকে আশা করব, ব্র্যাডলে।' মুখ তুলে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আর, ব্র্যাডলে—' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলল লোকটা। 'চমৎকার লাঞ্চের জন্যে তোমাকে অনেক, অনেক

ধন্য—এই!'

কথা শেষ করার সুযোগ পায়নি মরিস। দাঁত বের করে হেসে হঠাৎ হাত তুলে মরিসের ঘোড়ার নাকের ওপর একটা ছোট চাপড় মারল সে। ঘোড়াটা চমকে লাফিয়ে উঠে পিছনের দু'পায়ে ঘোরার চেষ্টা করল। ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত হতে হলো মরিসকে। অতিথিদের দিকে চেয়ে হাসল ব্র্যাডলে।

'ও নিশ্চয় তোমাদের বলেছে আমি ধন্যবাদ জানানো পছন্দ করি না?' হাসি মুখেই বলল সে। 'এখন তোমরা জানলে ও ঠিকই বলেছিল। গুডবাই।'

আর দ্বিতীয় কিছু না বলে, কুড়াল নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হলো সে। ওদিকে ফ্রেড আর জ্যাক ঘোড়া বাগে আনতে মরিসের নাজেহাল অবস্থা উপভোগ করছে।

'এই, কার্ল!' চিৎকার করে ডাকল জ্যাক। 'ডোন্ট মেনশন ইট!'

'হামবাগ!' বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উঠান ছেড়ে নিজের র‍্যাঞ্চের পথ ধরল মরিস। নতুন কর্মচারী দুজন ওকে অনুসরণ করল। দুজনের মুখই হাসিতে কুঞ্চিত।

সেই দিনই সন্ধ্যায় সবাই জড়ো হয়েছে মরিসের র‍্যাঞ্চে। খাওয়ার পর প্রশস্ত বৈঠকখানায় বসে কফি উপভোগ করছে ওরা। কামরার মাঝখানে বিরাট একটা তেলের বাতি ঝুলছে। ওটা কোমল আলো ছড়াচ্ছে। পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে—রাতের বেলায় এসব পাহাড়ী এলাকায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। পরিবেশটা চমৎকার; ঝকঝকে মেঝেতে কয়েকটা বিভিন্ন জন্তুর লোমসহ চামড়া বিছানো হয়েছে। মিস সুজান মরিসের হাতের ছোঁয়ার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ঝালর দেয়া কুশনে, কুঁচি দেয়া পর্দায়, আর তাকের ওপর চকচকে কাঁসার ফুলদানীতে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা পাহাড়ী ফুলের সমাহারে।

'ওহ, এটাই হচ্ছে জীবন,' মন্তব্য করল জ্যাক পিটার্স। 'তুমি যদি কখনও লেইজি বি র‍্যাঞ্চে এসে তোমার হাতের পরশে ওটাকে একটু ফিটফাট করে দিয়ে যাও, আমরা ধন্য হব মিস সু।'

'তোমার কাজের তৎপরতা দেখে র‍্যাঞ্চটার ঠিক নামই রেখেছ ব্র্যাডলে,' সহকর্মীকে খোঁচা দিল ফ্রেড। 'তুমি যদি এত লেইজি না হতে তাহলে আর কারও সাহায্য তোমাকে চাইতে হত না।'

'আমি আরও কাজ করলে যে তোমার করার মত আর কিছুই থাকবে না,' পাল্টা জবাব দিল জ্যাক। 'আমি ভেবেই পাই না সারাদিন তুমি কি করো।'

'চাপাবাজি না করে, যে কাজ তোমার করা উচিত ছিল, সেগুলোই আমাকে করতে হয়।'

'শোনো, ওর কথা শোনো।' হাসল জ্যাক। 'নিশ্চয় এই কারণেই জনসন ওকে তাদের র‍্যাঞ্চ থেকে খেদিয়ে দিয়েছিল—ওকে দিয়ে কোনমতেই কোন কাজ করাতে পারেনি।'

'এই জনসন লোকটা,' কথার মোড় ঘোরাল এরফান। 'আমি বুঝে পাচ্ছি না তোমাদের জমি নেয়ার জন্যে সে উঠে পড়ে কেন লেগেছে। এর কোন প্রয়োজন তো ওর নেই। কার্ল আমাকে বলেছে নদীর পশ্চিমে পুরো এলাকাটাই তার।'

'ওটা তো নিছক লোভের বশেই,' মন্তব্য করল অ্যালেক্স কারসন। 'কিছু লোক

থাকে, আশপাশের সবকিছু গ্রাস করতে না পারলে তাদের মন ভরে না।'

'কিংবা হ্যাংড়ামি,' ইতস্তত করে বলল চার্লি নেওয়াট। 'সে স-সবসময়েই...' ওর গলার স্বর মিলিয়ে গেল।

'আশ্চর্য, চার্লি!' হাসতে হাসতে বলল মরিস। 'আজ পর্যন্ত কোন বাক্য তোমাকে শেষ করতে শুনলাম না। তবু তোমার কথাটাই হয়তো অর্ধেকের বেশি ঠিক। লোকটা এখানে এতদিন আছে বলেই জনসন মনে করে সে'ই এখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা।'

'এরফানের কথার পিছনে যুক্তিটা আমি দেখতে পাচ্ছি,' বলল ব্র্যাডলে। 'একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এর পিছনে একটা কারণ থাকতেই হবে। কিন্তু সেটা যে কি নিশ্চিত বলতে পারছি না। এখানকার ঘাসের প্রয়োজন ওর মোটেও নেই।'

'আচ্ছা বলো তো, এই ঝামেলাটার শুরু কবে থেকে?' এরফান জানতে চাইল।

'তা প্রায় আঠারো মাস, কিংবা ওর কাছাকাছি একটা সময়ে হবে,' মরিস জানাল। 'জনসন অনেক তর্জন-গর্জন করেছিল যখন আমরা প্রথম এই জমির ওপর ক্লেইম ফাইল করি। কিন্তু কোন ঝামেলা সে করেনি।'

'তারপরেই এইসব গরু-ঘোড়া চুরি যাওয়া শুরু হলো?' যোগান দিল জেসাপ।

'ঠিক তাই,' বলে উঠল ব্র্যাডলে। 'কার্লের এখানে দুজন লোক তখন কাজ করত, কিন্তু ওরা কাজ ছেড়ে দিল। দুজন সেবার রাইডার এখান থেকে মাইলখানেক দূরে ওদের ধরে খুব পিটিয়েছিল। কে মেরেছে সেটা কিছুতেই ওদের মুখ থেকে বের করা গেল না, কিন্তু সেবারের লোক ছাড়া ওরা আর কে হতে পারে?'

'আমরা আঁচ করলাম সম্ভবত ওটা লোগানের কাজ, কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম না,' জানাল কার্ল।

'ওরা রাতের বেলা আমার গমের মাঠে ঘোড়া চালিয়ে ফসল নষ্ট করল, কিন্তু আমি...' আবার কথার মাঝখানেই থেমে গেল নেওয়াট।

'ওদের থামানোর কোন চেষ্টাই করতে পারোনি,' কথাটা শেষ করল কার্ল। 'চার্লি যতবার দরজা দিয়ে মাথা বের করার চেষ্টা করেছে, ওর দিকে একটা করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।'

'হেনরি ডেভিস এখানে ফিরে এসে মাথা নেড়ে জানাল এটা কার কাজ তার কোন হদিস করতে পারেনি সে,' বলল ব্র্যাডলে। 'আমি কিছু ঘোড়া হারালাম। ওদের ট্রেইল করে মরুভূমির কিনার পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু বাতাসে বালু উড়ে খুরের চিহ্ন মুছে ফেলেছে। তাই আর এগোইনি গেল না।'

'এই এলাকায় কোন সোনা বা রূপা আছে?' প্রশ্ন তুলল জেসাপ।

'চিহ্নমাত্র নেই,' জবাব দিল ব্র্যাডলে। 'অনেক প্রসপেক্টরই এসেছে, ইয়াভাপাই এলাকার চারপাশে খুঁজে দেখেছে—কিন্তু একগ্লাস মদ কেনার মত সোনাও কেউ পায়নি। আমরা সোনার খনির ওপর বসে আছি ভাবলে ভুল করবে।'

কাঁধ উঁচাল জেসাপ। 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তাহলে ওই জনসন লোকটাই লোভী।'

কথায় কথায় অনেক ধরনের আলাপ আলোচনাই হলো। সুজান ওদের কফির কাপগুলো আবার ভরে দিয়ে গেল। কফি ঢালার ফাঁকে কামরার প্রত্যেকটা লোককে খুঁটিয়ে লক্ষ করল জেসাপ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখানে বন্ধুদের সমাবেশ হয়েছে। এরা একে অন্যের দুর্বল আর সবল দিকগুলো মেনে নিয়েই পরস্পরের বন্ধু। এদের মধ্যে একটা লোকও খারাপ নেই, ভাবছে জেসাপ। ওদিকে ফিলাডেলফিয়ার পিছনে লেগেছে সবাই। কার্ল মরিসের কেন যেন ছেলেটাকে দারুণ রকম ভাল লেগেছে। সবাইকে দেখে সহজেই বোঝা যায় ওরা জনসনের হুমকির মুখেও কোথা থেকে এতটা জোর পাচ্ছে। এটা একতার জোর।

ট্রেইলে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দে মুহূর্তে সবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেইনিং পাওয়া যোদ্ধার মত নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে যে যার জায়গায় পজিশন নিল। সুজান ঘরের বাতির আলো কমিয়ে দিল, কারসন ফায়ারপ্লেসের সামনে লম্বা একটা কাঁচা লোহার ঢাকনা টেনে দিয়ে আগুনের আলো ঠেকাল। জানালার ধারে অস্ত্র হাতে প্রত্যেকে তৈরি। এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখে অবাক হলো এরফান। নিচু স্বরে মরিসকে কথাটা জানাল।

'দু'মাস আগেই বিপদ এলে কে কি করব তার প্ল্যান আমরা তৈরি করেছি,' জানাল মরিস। 'এখন এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। জনসন যদি আমাদের সবাইকে একত্রে পায়, তাহলে আমাদের মরতে হবে। তাই ওদেরও একটু চমকে দেয়ার জন্যে এই ব্যবস্থা। আমরা ওদের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত।'

কামরার চারপাশটা এক নজরে দেখে নিল এরফান। দেখল বড় সোফাটার পিছনে হাঁটু গেড়ে বসেছে সুজান—ওকে গার্ড দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফিলাডেলফিয়া। এই ত্রাসময় পরিবেশেও মনে মনে হাসল জেসাপ।

বাইরে থেকে একটা ডাকে আড়ষ্ট পরিবেশটা শিথিল হলো। 'ওটা হেনরি ডেভিস না?' জ্যাক পিটার্স প্রশ্ন করল।

'গলার স্বরে তাই মনে হচ্ছে,' স্বীকার করল মরিস। দরজার কাছে এগিয়ে সে হাঁকাল, 'কে তুমি? ডেভিস?'

'হ্যালো, কার্ল। হ্যাঁ, আমিই ডেভিস। দরজা খোলো!'

'আলোটা বাড়িয়ে দাও,' আদেশ দিল মরিস। তারপর দরজার পিছনের হুড়কা নামিয়ে দরজা খুলল সে। 'ভিতরে এসো, হেনরি।'

চিকন গড়নের মার্শাল দরজার বাইরে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ভিতরে ঢুকল। এই প্রথম মার্শালকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল জেসাপ। পিস্তলটা ওর কোমরের বাম দিকে ঝুলছে—খাপটা উরুর সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা। বামহাতি পিস্তলবাজ, ভাবল সে। ওর হাবভাবে বোঝা যায় ওটার ব্যবহার সে জানে।

'গুড ইভনিং।' সবার দিকে চেয়ে দেখল সে। 'তোমাদের খোশগল্পে বাধ সাধলাম বলে দুঃখিত।'

'তোমার এতদূর উত্তরে আসার কি কারণ, হেনরি?' প্রশ্ন করল অ্যালেক্স কারসন।

'রুটিন অনুযায়ী রাউন্ডে বেরিয়েছি, অ্যালেক্স,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল সে। 'দেখতে এলাম আমাদের বন্ধু দুজন ঠিকমত পৌঁছেছে কিনা।'

'অর্থাৎ আমরা এখানে কাজ করছি না সেবার্-এ সেটাই দেখতে এসেছে!' বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া। বিরক্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মার্শাল।

'আমি জানি সেবার্-এ যাওনি তোমরা,' বলল সে। 'আমি ওখান থেকেই আসছি।'

'লোগানের কি অবস্থা?' ফ্রেড স্কট প্রশ্ন করল। 'খুব অসুস্থ?'

'মরবে না,' ডেভিস জানাল। 'তবে সামনের একটা দাঁত হারিয়ে চেহারা আর আগের মত সুন্দর নেই।'

খুশিতে হেসে উঠল জ্যাক। তারপর লাফিয়ে এগিয়ে এসে এরফানের সাথে হ্যান্ডশেক করল। 'তুমি ইয়াভাপাই-এ এসে আমাদের একটা বড় উপকার করেছ, এরফান। ওকে একটু দুরস্ত করা নেহাত দরকারী হয়ে উঠেছিল।'

হাসল জেসাপ। 'আমার ধারণা ছিল ওটা মার্শালের লাইনের কাজ। তোমার কি কখনও লোগানকে একটু ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন হয়নি, মার্শাল?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জেসাপের দিকে তাকাল ডেভিস। কিন্তু ওকে হাসতে দেখে কাঁধ উঁচাল।

'জেসাপ, তুমি এই এলাকায় নতুন, তাই কথায় আমি বাহাদুরি দেখাচ্ছি মনে হলে ক্ষমা কোরো। সাধারণত লোগান মাতাল হলে একটু বড়াই করে বটে, কিন্তু তারপর কোথাও গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলেই আবার ঠিক হয়ে যায়। মাঝেমাঝে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। কেউ একটা-দুটো দাঁত হারায় বা হাত ভাঙে—কিন্তু গুরুতর অপরাধ সে কখনও করেনি।'

'সে আমাকে গুলি করে মারার জন্যে তৈরি হচ্ছিল!' বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া।

'কি ঘটত তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো তাই, হয়তো না,' বলল ডেভিস। 'কিন্তু যা'ই ঘটুক, লোগান হচ্ছে সেবার্-এর ফোরম্যান—এবং ওর সাথে লাগতে গেলে কথাটা আমাকে মনে রাখতে হবে। এমন না—' জেসাপ একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, ওকে হাত তুলে থামাল মার্শাল। 'এমন না যে আমি পক্ষপাতিত্ব করছি। মোটেও না। সবার স্বার্থেই আমি এটা করছি। আমি যদি সেবার্-এর ওপর বেশি চড়াও হই, আর জনসন তার সমস্ত ব্যবসা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে রিভারটনে নিয়ে যায়, তবে ইয়াভাপাই শহর মরে শুকিয়ে হাওয়ায় উড়ে যাবে। কার্লকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি সবাইকে সমান চোখে দেখার চেষ্টা করি। শহরের বাইরেও আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় তা আমি করি।'

'কথাটা সত্যি, এরফান,' কার্ল মরিস বলল। 'সবদিক বিচার করে দেখলে মার্শাল সবার জন্যেই সাধ্যমত করে।'

ডেভিসের হাসিটা বন্ধুসুলভ হলো। ওটা সুজানকে কফি হাতে ঘরে ঢুকতে দেখে আরও বিশদ হলো। আগত লোকটার পরিচয় জানাজানি হতেই সে কফি তৈরি করতে ভিতরে গেছিল।

'সৌভাগ্য আমার,' হেসে বলল ডেভিস। 'আমার কষ্ট করে আসাটা সত্যিই সার্থক হলো। টুসনের এপাশে সবথেকে সুন্দরী মেয়ের হাতে তৈরি কফি পেলাম। কেমন আছ তুমি, মিস সুজান?'

প্রশংসা পেয়ে একটু লাল হয়ে সে বলল, 'ধন্যবাদ, হেনরি। বেশ কিছুদিন আমরা তোমার দেখা পাইনি।'

আড়চোখে ফিলাডেলফিয়াকে এক নজর দেখল এরফান। ছেলেটা ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে মার্শালের দিকে চেয়ে আছে। মনেমনে আবার হাসল জেসাপ।

'স্বীকার করতেই হবে,' বলে চলল ডেভিস, 'সেবার্ র‍্যাঞ্চের হারানো গরুর খোঁজে খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

'জনসনের কি আরও গরু চুরি গেছে?' দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকাল কার্ল মরিস।

'এখানে সেখানে কয়েকটা,' ওদের জানাল মার্শাল ডেভিস। 'এমন বেশি কিছু নয়, তবু খেয়াল করার জন্যে যথেষ্ট। তোমরা কেউ পাহাড়ে কোন ছাড়া গরু ঘোরাফেরা করতে দেখেছ?'

কেউ কথা বলল না; ফ্রেড আর জ্যাক মাথা নাড়ল।

'না, তোমরা দেখতে পাবে এটা আমিও আশা করিনি,' বলল ডেভিস। 'কিন্তু সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে গরুর কোন ট্র্যাকও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'অদ্ভুত কাণ্ড। তুমি কি মনে করছ…?' অভ্যাস মত থেমে গেল নেওয়াট।

'আরে না, চার্লস। তোমরা আমাকে কথা দিয়েছ তোমরা কেউ চুরি করছ না—ওটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তোমাদের আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তবু জনসনের গরু চুরি বন্ধ হচ্ছে না। ওকেও দোষ দেয়া যায় না। ওর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে তো নিশ্চিত এটা তোমাদেরই কাজ। আমি ওকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছি যে তা নয়। পুরোপুরি একটা অচল অবস্থা।'

'বুড়ো ছাগল একটা,' বিড়বিড় করে বলল কার্ল মরিস।

'আমি কেবল সে যা বলেছে সেটাই তোমাদের জানালাম,' মন্তব্য করল ডেভিস। 'আমি বলছি না ওর সাথে আমি একমত। আমি কেবল আশা করছি লোকটা খেপে উঠে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার আগেই যেন আমি এর সমাধান করতে পারি।'

'আমাদের সাথে লাগতে এলে সে যেন মরার জন্যে তৈরি হয়ে আসে,' গর্জে উঠল মরিস। 'কারণ আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

'প্রার্থনা করছি যেন ব্যাপারটা ততদূর না গড়ায়,' বলল ডেভিস। 'মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের দুই দলকে আলাদা রাখার চেষ্টা আমার জন্য মোটেও সুখের হবে না। তবে এর মধ্যে তোমাদের কেউ শহরে গেলে অস্ত্র বাসায় রেখে যাওয়াই হয়তো ভাল হবে।'

'অসম্ভব!' খেঁকিয়ে উঠল কার্ল। 'কোন হারামজাদার ভয়ে আমি আমার অস্ত্র বাড়িতে শিকেয় তুলে রাখতে যাব না!'

'বন্ধু হিসেবেই আমি প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম, কার্ল।' উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হ্যাটটা তুলে নিল মার্শাল। 'মিস সুজান, কফির জন্যে ধন্যবাদ। আশা করি শীঘ্রি শহরে তোমার দেখা পাব। তাহলে তোমাকেও আমি মিসেস রবার্টসের রেস্তোরাঁয় কফি খাইয়ে আপ্যায়ন করতে পারব। ওরা আজকাল বেশ ভাল কফি সার্ভ করে।'

'তোমাকে তাহলে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, হেনরি,' হেসে বলল

ফ্রেড। 'তোমার আগে অন্তত সতেরোজন একই সুযোগের অপেক্ষায় আছে।'

হাসল ডেভিস। 'নিশ্চয়,' স্বীকার করল সে, 'কিন্তু তাদের কয়জন ইয়াভাপাই শহরের বাসিন্দা?'

সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে গেল সে। উপস্থিত লোকগুলো ঘোড়ার পিঠে উঠে ট্রেইল ধরে ওর অদৃশ্য হওয়া দেখল।

'মার্শালকে তোমার কেমন বলে মনে হয়, এরফান?' লোকটা চলে গেলে প্রশ্ন করল কার্ল।

'গভীর জলের মাছ,' মন্তব্য করল জেসাপ।

'ওকে আমার মোটেও সহ্য হয় না,' বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া।

'ওকে অপছন্দ হওয়ার পিছনে তোমার বিশেষ কোন কারণ নেই তো, ফিলি?' দাঁত বের করে হেসে প্রশ্ন করল জ্যাক। ফ্রেড হো হো করে হেসে উঠল। লজ্জায় লাল হলো ফিলাডেলফিয়া।

'তোমার মন্তব্যটাই হয়তো ঠিক,' জেসাপকে বলল কার্ল। 'প্রয়োজনে লোকটা খুব দ্রুত পিস্তল চালাতে পারে। শহরটাকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে শক্ত হাতে—কঠিন লোক।'

'প্রৌঢ় বয়সে অমন পিস্তল চালাতে আমিও পারব। আর আমিও কঠিন হতে জানি!' বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া—যদিও ডেভিসের বয়স বত্রিশের বেশি হয়নি।

ফিলাডেলফিয়ার কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল কার্ল মরিস। 'তোমার অস্থির হওয়ার কিছু নেই, ফিলি। সু শহরে কদাচিৎ যায়!'

'বাবা!' কপট রাগে ফুঁসে উঠল সুজান। 'ওভাবে কথা বোলো না যেন আমি কামরাতেই নেই! হেনরি ডেভিস একজন ভদ্রলোক, এটা ভুলো না।'

'ভুলিনি, সু,' একটুও অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল কার্ল। 'তুমিও ভুলো না, ভদ্রলোকের মাত্র অর্ধেকটা "ভদ্র", আর বাকিটা শুধুই "লোক"।'

ওই কথার জবাবে বলার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে ঝাঁকি দিয়ে চিবুক উঁচিয়ে কামরা ছেড়ে ভিতরে চলে গেল সুজান।

চার

সুজান মরিস লাগাম টেনে তার ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল। ফিলাডেলফিয়াও তার ঘোড়া থামিয়ে নেমে ঘোড়াদুটোকে পাশেই একটা গাছের সাথে বাঁধল। জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে সুজানের মুখটা গোলাপী হয়েছে। বাতাসে ওর লালচে চুল এলোমেলো হয়ে ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা ছোট্ট ক্রীকের ধারে থেমেছে ওরা। খোলা প্রেইরিতে খাঁড়ির পাড়ে কয়েকটা বড় গাছ ছায়া দিচ্ছে। নিচে ক্রীকের পানি উৎফুল্ল শব্দ তুলে নেচেনেচে ইয়াভাপাই নদীর দিকে বয়ে চলেছে।

'ওহ, অনেক দিন পরে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দারুণ আনন্দ পেলাম,' বলল সুজান। 'তোমার ভাল লাগেনি, ফিলি?'

'হ্যাঁ, আমারও খুব ভাল লেগেছে,' উৎসাহের সাথে জবাব দিল সে। 'দৃশ্যটাও চমৎকার।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে চাইল মেয়েটা। 'দিনদিন তোমার কথার ধরন এরফান জেসাপের মত হয়ে উঠছে, তুমি জানো?'

তরুণের চেহারা আরক্ত হলো। 'সে অন্তত ভাল মানুষ, মিস সুজান।'

'সে নিশ্চয় তোমার মনে খুব গাঢ় ছাপ ফেলেছে। তুমি ওর ভক্ত হয়ে উঠেছ।'

'আমার জীবন বাঁচিয়েছে সে,' বলল ফিলাডেলফিয়া।

'হ্যাঁ, তা আমি জানি,' চিন্তাযুক্ত মনে জবাব দিল সুজান। 'কিন্তু ওই পাজি লোগান লোকটা তোমার পিছনে কেন লাগতে গেল বুঝি না।'

'সেটা নিছক ভাগ্য,' না ভেবেই জবাব দিল ছেলেটা। 'তবে এখন চেষ্টা করলে ব্যাপারটা আগের মত একতরফা হবে না।'

'ওহ, ফিলি, সত্যি! ওই পিস্তল নিয়ে রোজ প্র্যাকটিস করলেই তুমি সব বিপদ থেকে রেহাই পাবে এমন ভাবা তোমার উচিত না। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র কেবল ঝামেলাই বাড়ায়।'

'এটা ঠিক নয়, মিস সুজান,' প্রতিবাদ করল সে। 'কিছু লোক আছে, যারা অস্ত্র ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না। ওদের কিছু বোঝাতে হলে অস্ত্রই একমাত্র উপায়।'

'ফিলি!' মেয়েটার স্বরে আতঙ্ক। 'এটা তোমার সত্যিকার মনের কথা হতেই পারে না!'

'পারে, এবং এটাই সত্যি,' জোর দিয়ে বলল ফিলাডেলফিয়া। 'এবং আমি প্র্যাকটিস বজায় রাখব, কারণ ওদের কারও সাথে আমার মোকাবিলা করতে হতে পারে।'

মেয়েটা ওর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চেহারা দেখে বুঝল ফিলাডেলফিয়া ঠাট্টা করছে না। 'তোমাকে দেখে এখন কেউ বিশ্বাস করবে না যে তুমি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই পশ্চিমে এসেছ। তোমার কথাবার্তা পুরো ওয়েস্টার্ন হয়ে গেছে।' হাসল সে। 'মনে হয় এখানেই তোমার জন্ম।'

কথাটা প্রশংসা হিসেবে নিয়ে দারুণ খুশি হলো ফিলাডেলফিয়া। সত্যিই কদিন রোদে পুড়ে কঠিন পরিশ্রমে ফ্যাকাসে মুখের তরুণ ছেলেটার চেহারাও পাল্টে গেছে। এখন সেবার র‍্যাঞ্চে কেউ টেলরের সেলুনে ওকে কোণঠাসা করেছিল বিশ্বাসই হয় না। ওর নতুন জামা-কাপড় অ্যারিজোনার কড়া রোদে রঙ জ্বলে হালকা হয়েছে। স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে কিছুটা ভরাট হয়েছে।

মেয়েটা হঠাৎ অন্য একটা প্রশ্ন করল। 'তুমি অ্যারিজোনায় কেন এলে, ফিলি?'

'ছেলেবেলা থেকেই আমার এখানে আসার ইচ্ছে ছিল,' জানাল সে। 'আমার বাবা প্রেসকটের একজন কাউবয় ছিল।'

'সত্যি?' তুমি আমাকে আগে কখনও বলোনি।'

'ওই সম্পর্কে সাধারণত আমি কথা বলি না। জানো, বাবাকে আমি কোনদিন দেখিনি। সে কেমন ছিল তাও জানি না।'

'ওহ, আমি দুঃখিত,' আন্তরিকতার সাথে বলল মেয়েটা। 'আমার কৌতূহল

প্রকাশ করা উচিত হয়নি।'

'না, না, ঠিক আছে, ম্যাম,' ওকে আশ্বাস দিল ফিলাডেলফিয়া। 'আমার মায়ের জন্ম ফিলাডেলফিয়ায়। সে বাবাকে বিয়ে করার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফিনিক্সে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে মায়ের সাথে বাবার পরিচয় হয়। তখন বাবা ছিল একজন সাধারণ কাউবয়, তবে নিজের র‍্যাঞ্চ গড়ার স্বপ্ন ছিল তার। বিয়ে করার পর মায়ের পরিবার তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।'

মেয়েটা কোন কথা বলছে না। কিন্তু তার নিচের দিকে চেয়ে থাকা ভঙ্গি দেখে আরও শোনার ইচ্ছা আছে বুঝে বলে চলল সে।

'মায়ের জীবনটা নিশ্চয় কঠিন কষ্টের মধ্যেই কেটেছে। তখনকার সময়ে জীবন আরও কঠিন ছিল। আমার জন্মের সময়ে মা এত অসুস্থ হয়ে পড়ল যে বাবা তাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। যাওয়ার সময়ে আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল মা। আমার ভাই বাবার সাথে প্রেসকটেই থাকল।'

'সে আর ফিরে আসেনি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সুজান।

'কি যে ঘটেছিল তা আমার সঠিক জানা নেই,' স্বীকার করল তরুণ। 'এই ব্যাপারে কোন কথা বলত না মা। আমার ধারণা তার পরিবারের লোকজনই তাকে আর ফিরতে দেয়নি। আর বাবাও কখনও মাকে আনতে ফিরে যায়নি। বাবার সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছুই মনে নেই—কেবল মনে আছে লম্বা মানুষ ছিল সে, কালো চুল, তার হাত দুটো আমাকে আদর করত। মনে হয় সে মারা গেছে।'

'তুমি অ্যারিজোনায় এসে তার খোঁজ করোনি?'

'নিশ্চয় করেছি,' বলল ফিলাডেলফিয়া। 'কিন্তু আমি সামান্যই জানি। মা ওই ব্যাপারে কোন কথা বলত না। আমারও আর কাউকে জিজ্ঞেস করার উপায় ছিল না। আমি কেবল জানতাম তার র‍্যাঞ্চের নাম ছিল জে-বার। বাবার নামটাও আমার জানা নেই। মায়ের মৃত্যুর পর আমি তার কিছু চিঠি খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু ওগুলোর শেষে কেবল লেখা ছিল, "তোমার প্রিয় স্বামী", ওতে আমার মোটেও সাহায্য হয়নি। প্রেসকটের কেউ আমাকে জে-বার-এর কালো চুলওয়ালা মালিকের কোন সন্ধান দিতে পারেনি। অসহায় একটা অবস্থা—নিজের বাবাকে জানতে তো পারলামই না, তার নামটাও আমি জানি না।'

'ওহ, ফিলি, আমি সত্যিই দুঃখিত,' বলল সে। 'খুঁচিয়ে তোমার ব্যথাটাকে উস্কাতে চাইনি আমি।' সুজানের চোখ দুটো যেন একটু সজল হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো ফিলাডেলফিয়ার।

'তা নয় সু, বরং জানতে চেয়ে আমার মনটাকেই একটু হালকা করেছ তুমি,' বলল ফিলাডেলফিয়া।

বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত সুজান বুঝতে পারছে ওর কথার মধ্যে অব্যক্ত অনেক কিছুই রয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর সে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা একটু যেন আনমনা।

ঘোড়ার বাঁধন খোলার সময়ে মেয়েটা বলল, 'তোমার মায়ের অনুভূতিটা আমি বুঝি। মাঝেমাঝে আমারও মনে হয়, আমার কি ঘটবে?'

'কি বলছ তুমি? আমার তো মনে হয় তুমি এখানে সুখেই আছ!' বলে উঠল

ফিলাডেলফিয়া।

'তোমার কথাটা আংশিক সত্য,' জবাব দিল সুজান। 'আমি এখানকার লোকজনকে পছন্দ করি। এলাকাটাও চমৎকার, কিন্তু বিয়ে...' মেয়েটার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ওর চিবুক উঁচু হলো। 'আমি বরং আমার বাবার দেখাশোনাই করব,' বলল সে। 'কোন কাউবয়ের বউ হয়ে জীবন কাটানোর শখ আমার নেই। আমি জগৎটাকে দেখতে চাই। জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই আমি। চমৎকার জামা-কাপড় আর একটা সুন্দর বাসা চাই আমার। বয়স হওয়ার আগেই আমি বুড়ির মত ছেলে-মেয়ের দেখাশোনা করতে চাই না।'

কথাগুলো ফিলাডেলফিয়ার সমস্ত স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিল। উঠে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাড়ির পথে রওনা হলো সু। ফিলাডেলফিয়া ওকে অনুসরণ করল। ছোট মাঠটা পার হওয়ার সময়ে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ উঠল। অন্তিম আর্তনাদ করে সুজানের ঘোড়াটা পড়ে গেল। সাথে সুজান। লাগাম টেনে চট করে ঘোড়া থামাল ফিলাডেলফিয়া। দ্বিতীয় গুলিটা মাথা ঘেঁষে ওর পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। একটা ছোট টিলার আড়াল থেকে গুলি আসছে। চিন্তা না করেই পিস্তল বের করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ওদিকে ঘোড়া ছুটাল সে। সেই সঙ্গে পিস্তল বের করে গুপ্তঘাতকের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ে পিস্তলটা খালি করে ফেলল। আরও একটা গুলির শব্দ উঠল, উল্টে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ল ফিলাডেলফিয়া। মাথার চামড়া কেটে ক্ষীণ ধারায় রক্ত বেরিয়ে আসছে। অর্ধচেতন অবস্থায় মাটিতে শুয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনল সে তারপরেই সব অন্ধকার হয়ে এল।

কার্ল মরিসের সাথে গরু সামলাচ্ছিল জেসাপ এই সময়ে দূর থেকে গুলির শব্দ ওদের কানে পৌঁছল। প্রথমে রাইফেলের শব্দ, পরে ফিলাডেলফিয়ার পিস্তলের আওয়াজ, সবশেষে আবার রাইফেলের গর্জন। দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইল।

'মনে হচ্ছে শব্দগুলো ওই দিক থেকে এল,' মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু টিলাগুলো দেখিয়ে বলল এরফান।

মাথা ঝাঁকাল মরিস। 'সম্ভবত ক্রীকের ধার থেকে—হায় খোদা। ফিলি আর সু ওদিকেই গেছে! জলদি চলো!'

ঝড়ের বেগে ছুটল ওরা। 'ক্রীক...সুজান প্রায়ই ওখানে যায়...' ছুটতে ছুটতেই চিৎকার করে বলল কার্ল। মাইল তিনেক যাওয়ার পর গাছের সারি ওদের নজরে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা অ্যামবুশের ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল। সুজানকে উঠে বসে মাথা ঝাঁকাতে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মরিস। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ছেলেটা পরীক্ষা করে দেখল জেসাপ। গুলিটা মাথার পাশে আঘাত করে বেরিয়ে গেছে।

'আঁচড় লেগেছে মাত্র,' বিড়বিড় করে বলল জেসাপ। 'কিন্তু কে...?'

ভুরু কুঁচকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ওয়াটার বটলটা নামিয়ে ছেলেটার মুখ হাঁ করিয়ে ওকে জোর করে পানি খাওয়াল এরফান। কার্ল তার মেয়েকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

'কেউ ওদের দুজনের দিকেই গুলি ছুঁড়েছে,' রাগে হুঙ্কার ছেড়ে বলল কার্ল। 'সুজানের ঘোড়াটা মারা পড়েছে, আর, আর ছেলেটা আহত হয়েছে।'

কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে উঠে বসল ফিলাডেলফিয়া।

'সু!' চিৎকার করে ডেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে।

'চিন্তার কারণ নেই, বাছা,' ওকে আশ্বস্ত করল মরিস। 'সুজান ভালই আছে।'

ছেলেটা শান্ত হলো। নিজের গলা থেকে রুমাল খুলে পানিতে ভিজিয়ে ছেলেটার ক্ষতের ওপর বেঁধে দিল এরফান। অল্প কথায় কি ঘটেছিল তা জানাল ছেলেটা।

'ওরা খুব নিচে নেমেছে দেখা যাচ্ছে,' বলল কার্ল। 'এখন মেয়েছেলে আর বাচ্চাদের দিকে গুলি ছোঁড়া শুরু করেছে।'

'বাবা, ফিলি বাচ্চা ছেলে নয়,' আবেগ জড়ানো স্বরে প্রতিবাদ জানাল সুজান। 'আজকে ও না থাকলে...' থেমে গিয়ে বিনা কারণেই রাঙা হলো মেয়েটা।

একটা হাসির আভাস ক্ষণিকের জন্যে এরফানের ঠোঁটে জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল সে। 'দেখা যাক অ্যামবুশকারী কোন চিহ্ন রেখে গেছে কিনা।'

ফিলাডেলফিয়া যে টিলাটা দেখিয়েছিল সেদিকে এগোল জেসাপ। চারপাশটা তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। ওখান থেকে ক্রীকের ধারে যাওয়ার ট্রেইলটা সহজেই কাভার করা যায়।

'লোকটা এই এলাকার সাথে পরিচিত,' নিজের মনেই বলল সে। 'এখানেই কোথাও ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছিল।' অল্পক্ষণের মধ্যেই এক জোড়া বুটের ছাপ দেখে বুঝল কোথায়। ঘোড়াটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল বের করতে ওর বেশি সময় লাগল না। হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করার মাঝেই কার্ল, সুজান আর ফিলাডেলফিয়া ওখানে এসে হাজির হলো। ছেলেটা এখন পুরোপুরি সামলে উঠেছে।

'ছাপ দেখে লোকটাকে সনাক্ত করার কোন উপায় নেই,' ঘোষণা করল এরফান। 'লোকটা যাওয়ার আগে গুলির খালি খাপগুলো তুলে নিয়ে গেছে। আর ওই বুটের গোড়ালির ছাপ যে কোন লোকের হতে পারে।'

'জনসনের কোন লোক ছাড়া আর কে হতে পারে সে?' প্রশ্ন করল মরিস। 'আর কে আমার মেয়ের দিকে গুলি করতে পারে?'

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে মিস সুজানকেই মারতে চেয়েছিল লোকটা?' প্রশ্ন করল এরফান।

'তাছাড়া আর কি?' বলে উঠল ফিলাডেলফিয়া। 'আমি এই এলাকার কাউকে চিনি না! আমাকে কেউ গুলি করতে চাইবে কেন?'

'আমার মনে হয় তুমি ওভাবে চার্জ করে ছুটে এসে লোকটাকে ভড়কে দিয়েছিলে। হয়তো মিস সুজানকে ভয় দেখানোই ছিল ওর উদ্দেশ্য। সে তার বাবাকে কথাটা জানাবে—এবং মেসেজটা জায়গা মত পৌঁছবে।'

'তুমি ভাবছ হয়তো এটা একটা ওয়ার্নিং ছিল, এরফান?' প্রশ্ন করল বুড়ো। 'ওরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল যে অন্যভাবেও আমার ওপর আঘাত...'

'আমি বলছি না যে ওটাই ঠিক,' বলল জেসাপ। 'কিন্তু ওটাও একটা সম্ভাবনা।'

আবার ছাপগুলোর দিকে মনোযোগ দিল সে। কিছুক্ষণ দেখে সিদ্ধান্ত নিল।

'আমি ট্র্যাক করে দেখতে চাই লোকটা কোন দিকে গেছে,' বলল জেসাপ। 'কার্ল তুমি ফিলাডেলফিয়া আর মিস সুজানকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও।'

মাথা ঝাঁকাল মরিস, মুখটা গম্ভীর। 'সুজি, তুমি আমার সাথে ডাবল-রাইডিং করবে। ফিলি, চলো যাই।'

'আমি এখন ফিরছি না,' জোর প্রতিবাদ জানাল ফিলাডেলফিয়া। 'আমি এরফানের সাথে যাব।' ওকে বোঝাবার জন্যে ফিরে তাকাল জেসাপ, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ছেলেটা বলল, 'আমার সাথে তর্ক কোরো না, এরফান—গুলিটা আমি খেয়েছি, তাই কে আমাকে গুলি করেছে জানার অধিকার আমার আছে।'

হাসল জেসাপ। 'তা তোমার আছে। ছেলেটা তাহলে থাক, কার্ল, তুমি সুজানকে নিয়ে ফিরে যাও। আমরা দেখছি এই গুপ্তঘাতক আমাদের কোথায় নিয়ে যায়।'

ওরা চলে গেলে একটা সিগারেট তৈরি করল এরফান। একটা ছোট পাথরের ওপর বসে নীরবে সিগারেট ফুঁকছে সে। গভীর চিন্তায় ভুরু কুঁচকে উঠেছে ওর।

'মরিস খুব বড় একটা হোঁচট খেয়েছে,' সঙ্গীকে বলল ফিলাডেলফিয়া। মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। আবার নীরবতা। কিন্তু ছেলেটা দমবার পাত্র নয়, সে আবার মুখ খুলল। 'আমার বিশ্বাস সে ভাবতেও পারেনি ওরা মিস সুজানের ওপর হামলা চালিয়ে ওকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে।'

'মমম,' শব্দ করল এরফান। এখনও সে চিন্তায় মগ্ন।

'আশ্চর্য! তোমার থেকে একটা জবাব বের করতে মানুষের কি করতে হবে বলো তো?' খেপে উঠল ফিলাডেলফিয়া। 'তোমার মাথায় গুলি করে ফুটো করে দিতে হবে?'

চোখ তুলে তাকাল এরফান। হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ওর মুখ। 'তোমার কপাল ভাল যে লোকটা তোমার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল, তাই বেঁচে গেছ।'

'তার মানে?' জানতে চাইল ফিলাডেলফিয়া।

'খুব সহজ,' জবাব দিল এরফান। 'অন্য কোথাও গুলি লাগলে তোমার ক্ষতি হতে পারত। আমার বিশ্বাস লোকটা বুঝতে পারেনি সে তোমার সবথেকে নিরেট জায়গায় গুলি করছে।'

জবাবে বলার মত কিছু খুঁজে পাওয়ার আগেই উঠে নিজের ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল জেসাপ। মনের সুখে ঘাস চিবাচ্ছে ওর কালো ঘোড়া—নিগার।

'ওখানে বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?' তাড়া দিল এরফান।

জবাবে ফিলাডেলফিয়া যা বলল সেটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু। হাসল এরফান, 'পশ্চিমের ভাবধারা খুব দ্রুত শিখে ফেলছ দেখছি! চলো, রওনা হওয়া যাক। তাড়াহুড়ায় পালাতে হয়েছে বলে হয়তো ওকে ট্রেইল করা কিছুটা সহজ হবে।'

পাঁচ

সামনের কয়েক মাইল পর্যন্ত সহজেই ট্রেইল অনুসরণ করে এগোল জেসাপ। সে লক্ষ করল লোকটা দক্ষিণে যাওয়ার সময়ে ট্রেইল লুকাবার কোন চেষ্টাই করেনি। একটা ছোট টিবির ওপর উঠে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ওরা। সামনে প্রায় মাইলখানেক দূরে লম্বা রেখার মত ইয়াভাপাই নদীর পাড় ঘেঁষে এগিয়ে গেছে সবুজ গাছের সারি। একটু পুবের দিকে সাদা ক্ষত চিহ্নের মত দেখা যাচ্ছে মেসকিট থেকে সেবার্ র‍্যাঞ্চে যাওয়ার ট্রেইল। এরফান ওটার দিকে ফিলাডেলফিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করাল।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমাদের বন্ধু তীরের মত সোজা ওই ট্রেইলের দিকেই এগিয়েছে,' বলল সে। 'একবার ওই ট্রেইলে উঠতে পারলে ট্র্যাক করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকাল ফিলাডেলফিয়া। 'আর কি লাভ হবে—এখন আমরা ফিরে গেলেও পারি।' ওর কাঁধ কুঁজো করে ঘোড়ার পিঠে বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে হতাশ হয়েছে ছেলেটা।

'ধৈর্য ধরো, ফিলাডেলফিয়া,' বলল এরফান। 'চলো নদীর পাড়ে গিয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। অ্যামবুশকারী নদী পার হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু যদি পার হয়ে থাকে তবে হয়তো অসাবধানে কোন চিহ্ন রেখে যেতেও পারে।'

টিলার ঢাল ধরে নিচে নেমে এল ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেইলটার কাছে হাজির হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এরফান। ট্রেইলের শক্ত মাটির ওপর দাগগুলো কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে মাথা নাড়ল সে। 'অসম্ভব, এখানকার চিহ্ন দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। এসো, নদীর পানির ধারে গিয়ে দেখা যাক।'

ট্রেইলটা যেখানে নদীতে নেমেছে সেখানে ইয়াভাপাই বেশ চওড়া আর অগভীর। হেঁটেই পার হওয়া যায়। বালুর পাড় দুটো সামান্য ঢালু হয়ে পানিতে নেমেছে। নিগারকে একটা ঝোপের সাথে বেঁধে গোড়ালির ওপর বসে বালুর চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে জেসাপ। ধীরে, সাবধানে একফুট করে এগিয়ে আবার দেখছে।

ফিলাডেলফিয়া অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। নদীর পাড়ে অসংখ্য খুরের ছাপ দেখা যাচ্ছে, সব একই রকম। ঘোড়ার ছাপের সাথে গরুর ছাপও রয়েছে, হয়তো কিছু বুনো জন্তুর ছাপও রয়েছে। পানি খেতে অনেক বুনো জন্তুও নদীর ধারে আসে।

'এরফান, তুমি এতগুলো ছাপ থেকে একটাকে আলাদা করে কিভাবে চিনবে? ওগুলো তো সব একই রকম দেখাচ্ছে,' হতাশ সুরে মন্তব্য করল ফিলাডেলফিয়া। এরফান মুখ তুলে চেয়ে হাসল। 'একটা সহজ উপায় আছে, হয়তো ওটা কাজে আসতে পারে,' জবাব দিল সে। 'তুমি একটু চিন্তা করে দেখো সমাধান পাও

কিনা।'

ভুরু কুঁচকাল ফিলাডেলফিয়া। বিশেষ ধরনের নাল না থাকলে চিহ্ন দেখে কিভাবে চেনা সম্ভব? সবগুলো একই রকম দেখাবে। সে বললও তাই—কিন্তু ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেসাপ। 'লোকটা এখানেই নদী পার হয়েছে,' ঘোষণা করল সে।

আশ্চর্য হয়ে ছেলেটা ওর দিকে তাকাল। 'ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখে লোকটার চেহারার বর্ণনাও হয়তো তুমি দিতে শুরু করবে,' অবিশ্বাসের সুরে খোঁচা দিল ফিলাডেলফিয়া।

মাথা নাড়ল এরফান। 'হয়তো পারব, কিন্তু তা করব না,' বলল সে। 'এসো, তুমি নিজের চোখেই দেখো।' যেই ছাপটা পরীক্ষা করছিল সেটার দিকে নির্দেশ করল সে। 'কি দেখতে পাচ্ছ?'

কাঁধ উঁচাল ছেলেটা। 'অন্যান্যগুলোর মতই আরেকটা খুরের ছাপ।'

'না,' জোর দিয়ে বলল এরফান। 'তুমি তাকাচ্ছ ঠিকই কিন্তু দেখছ না। আরও খুঁটিয়ে দেখো।'

হাঁটু গেড়ে বসে মুখটা ছাপের খুব কাছে নিয়ে আবার তাকাল সে। এত কাছে থেকে সে ভিজে ছাপটা কিনার ঘেঁষে কিছু গাঢ় রঙের ছিটেফোঁটা কণা দেখতে পেল। নখ দিয়ে চিমটি দিয়ে একটা কণা তুলে নিয়ে নিজের হাতের তালুতে রেখে পরীক্ষা করে হেসে উঠল সে।

'পাইনের কাঁটা,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ফিলাডেলফিয়া। 'ক্ষমা চাইছি, এরফান, কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়—তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে এটাই সেই লোক?'

'ভাল করে চেয়ে দেখো, ওটা যদি গতকালের ছাপ হত তাহলে বালু থেকে পানি শুঁষে পাইনের কাঁটা ভিজে উঠত—কিন্তু ওগুলো এখনও শুকনো রয়েছে। যদিও এটাকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে ধরা যায় না, তবু আমাদের জন্যে ওটাই যথেষ্ট। চলো, নদী পার হওয়া যাক।'

একটু ইতস্তত করল ফিলাডেলফিয়া। 'নদীর দক্ষিণে ওটা সেবার্ র‍্যাঞ্চের এলাকা, তাই না?'

'ওটা যে ক্যালিফোর্নিয়া নয় এ'সম্পর্কে আমি নিশ্চিত,' হেসে বলল এরফান। ঘোড়ায় চড়ে পানি ছিটিয়ে নদী পার হওয়ার সময়ে সে বলল, 'ওখানে একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, দেখা যাক ওতে কি লেখা আছে।'

নদী পার হয়ে সাইন-বোর্ডটার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। লাল পেইন্ট দিয়ে লেখা অক্ষরগুলো প্রখর রোদে কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু পড়া যায়।

এটা সেবার্ র‍্যাঞ্চের এলাকা
তুমি আমন্ত্রিত না হলে ফিরে যাও!

গরু ব্র্যান্ড করার লোহা আগুনে গরম করে রূঢ় মেসেজটার নিচে সেবার্ র‍্যাঞ্চের ছাপ দেয়া হয়েছে। 'খুব অতিথিপরায়ণ লোক এই জনসন,' হেসে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল এরফান।

ট্র্যাকের দিকে আর খেয়াল না করে সোজা ট্রেইল ধরে সেবার্ র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ঘোড়া ছুটাল এরফান। একটু ইতস্তত করে ফিলাডেলফিয়াও ওর পিছু নিল।

'ভীমরুলের চাকে খোঁচা মারায় ওর জুড়ি নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে। একটা টিলার মাথা পেরিয়ে নিচে নামার সময়ে ওদের ডাইনে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটল। লোকটা কাছে আসার চেষ্টা না করে ওদের সমান্তরাল ভাবে একই গতিতে এগোচ্ছে।

'খবরদার; পিস্তলের কাছেও হাত নিও না,' ছেলেটাকে বলল এরফান। 'ওর হাতে একটা উইনচেস্টার রয়েছে, আর ওটা আমাদের দিকেই তাক করা আছে।'

ভাল করে লক্ষ করে ফিলাডেলফিয়া দেখল এরফানের কথাই ঠিক। লোকটার জিনের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা রাইফেলটার মুখ ওদের দিকেই তাক করা আছে। তবে কাছে আসার কোন চেষ্টা করল না সে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আরেকটা টিলার মাথায় উঠে দূরে র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখতে পেল ওরা। বিরাট একটা কটনউড গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলের রোদে র‍্যাঞ্চহাউসটার দেয়াল ঝকঝক করছে। এবার অনুসরণকারী লোকটা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অর্ধচক্রাকারে ঘুরে ট্রেইলের ওপর উঠে ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। লোকটা একটু বেঁটে হলেও, শক্তিশালী। কপালটা অস্বাভাবিক রকম ছোট। চোয়ালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। ওরা পনেরো ফুটের মধ্যে পৌঁছলে লোকটা সশব্দে রাইফেল কক করল।

'ওখানেই থামো,' আদেশ করল সে। আর পিস্তলগুলো খুলে নিচে ফেলো।'

ফিলাডেলফিয়ার দিকে চেয়ে নড করল এরফান। তারপর নিজের পিস্তলের বেল্ট খুলে নিচে ফেলল। ছেলেটাও তাই করল। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'তোমাদের এখানে কেন এসেছ?' কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'জনসনের সাথে কথা বলতে এসেছি,' শান্ত স্বরে জানাল জেসাপ।

'কি বিষয়ে?'

'তোমাকে দিয়েই যদি কাজ হত তবে তোমার বসের সাথে দেখা করতে চাইব কেন?' অবজ্ঞার সাথে পালটা প্রশ্ন করল জেসাপ।

রাগে লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ঘোড়াটাকে ধীরে হাঁটিয়ে এরফানের পাশে এনে রাইফেলের নল দিয়ে একটা খোঁচা মারল সে।

'ফের যদি বেয়াড়া কথা বলো তবে গুলি করে তোমার পেট ফুটো করে দেব,' হুমকি দিল লোকটা। হাসল এরফান। মুখে শয়তানের মত একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে লোকটা আবার খোঁচা মারল। কিন্তু এরফান চট করে রাইফেলের নলটা চেপে ধরে হেঁচকা টানে ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল লোকটা কিন্তু বলার সময় পেল না, তার আগেই ঝপ করে মাটিতে পড়ল। মুখ তুলে সে চেয়ে দেখল ওরই রাইফেলটা এখন ওর দিকে তাক করে ধরে হাসছে এরফান।

'এইভাবেই মহান লোকেদের পতন ঘটে,' বলল সে। তারপর কঠিন স্বরে ওকে তিন পা পিছিয়ে গিয়ে গান বেল্ট খুলে ফেলার আদেশ দিল। অনন্যোপায় হয়ে আদেশ পালন করার পর ওকে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠতে বলল এরফান।

'ফিলাডেলফিয়া, তুমি আমাদের পিস্তলগুলো তুলে আনো—ওরটা ওখানেই পড়ে থাকতে দাও,' বলল এরফান।

এতক্ষণ মুখ হাঁ করে বসে এরফান কিভাবে সশস্ত্র লোকটাকে কাবু করল তাই অবাক চোখে দেখেছিল ছেলেটা। এরফানের কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে নেমে নিজের বেল্টটা কোমরে পরে নিয়ে এরফানেরগুলো ওর হাতে তুলে দিল। তারপর এরফানকে বেল্ট পরার সুযোগ দিতে পিস্তল হাতে লোকটাকে কাভার করে থাকল।

গানবেল্টটা কোমরে বাঁধা হলে জেসাপ লোকটাকে এগোবার নির্দেশ দিল। 'কোন চালাকি করতে যেয়ো না,' সাবধান করল সে। 'কোথাও অনধিকার প্রবেশ করলে আমি একটু নার্ভাস থাকি।'

ঢাল বেয়ে নিচের বাড়িটার দিকে এগোল ওরা। উঠানে পৌঁছানোর আগে কেউ অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে বলে টের পায়নি। তারপর হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠে বাঙ্ক হাউসের দিকে ছুটল অস্ত্র আনার জন্যে। উইনচেস্টারটা ঘুরিয়ে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল এরফান। ওগুলো লোকটার পায়ের দুপাশে ইঞ্চি খানেকের মধ্যে ধুলো উড়িয়ে উঠানে বিঁধল। লোকটা জমে স্থির হলো।

'সবাই স্থির থাকো,' আদেশ করল জেসাপ। গুলির শব্দে কয়েকজন উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশালাকার লোগানকে চিনতে এরফান বা ফিলাডেলফিয়ার দেরি হলো না। ওর পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে একজন লম্বা গড়নের লোক। মাথার চুলগুলো পেকে প্রায় সাদা হয়ে গেছে। কঠিন ধূসর একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ, পরনে সাধারণ র‍্যাঞ্চের পোশাক। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় লোকটা আদেশ দিতেই অভ্যস্ত।

'আমি আন্দাজ করছি তুমিই টম জনসন।' ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে হিচিং রেইলের পাশে এসে থামল জেসাপ।

'অস্ত্রগুলো মাটিতে ফেলে না দিলে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই তোমার মৃত্যু হবে,' হুমকি দিল র‍্যাঞ্চার। 'আমি তোমাকে আবারও সাবধান করছি, মিস্টার; আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি তোমাদের অস্ত্র মাটিতে না পড়ে, তবে কাঠের কফিনে চড়ে তোমাদের এই র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোতে হবে।'

'তুমি যদি বোকার মত গোনা শুরু করো, আমি নিশ্চিত, দুই পর্যন্ত পৌঁছার আগেই লোগান আর তোমাকে শেষ করার ক্ষমতা আমার আছে,' শান্ত স্বরে জানাল জেসাপ। জনসন আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু ওকে থামিয়ে এরফান বলে চলল, 'যুদ্ধের কথাবার্তা ছেড়ে তুমি যদি একটু চুপ করে আমার কথা শোনো তাহলেই বুঝবে তোমার কান পেতে শোনার মত কিছু বক্তব্য আমার আছে।'

জনসনের মুখটা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা তার মুখের ওপর এভাবে কথা শোনায় অভ্যস্ত নয়—কিন্তু সে এত বোকাও নয় যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেখার চেষ্টা করবে এই নির্ভীক যুবক ধাপ্পা দিচ্ছে কিনা।

'ঠিক আছে, তোমার কি বলার আছে বলো,' ধমকে উঠল জনসন। 'কম কথায় কাজ সারো।'

স্বাভাবিক স্বরে, কোথাও বেশি জোর না দিয়ে কি ঘটেছে এবং কেন সে নদী পেরিয়ে সেবার র‍্যাঞ্চে ঢুকেছে জানাল এরফান।

'এর সাথে সেবার-এর কি সম্পর্ক?'

বক্তা জেসাপের কথা বলার ফাঁকে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতর থেকে বারান্দায় এসে

দাঁড়িয়েছে। পাতলা গড়নের যুবকের পরনে দামী জামা-কাপড়। বিকেলের রোদে ওর পালিশ করা বুট জোড়া ঝিলিক দিচ্ছে। সুশ্রী যুবক, কিন্তু চেহারায় একটু দুর্বলতার ছাপ রয়েছে। ওর লম্বা হাত দুটো প্রায় মেয়েদের মত—জীবনে সে কোন পরিশ্রমের কাজ করেছে বলে মনে হয় না। জনসন পিছন ফিরে কথাটা কে বলল দেখে আবার জেসাপের দিকে ফিরল।

'আমার ছেলে টিমোথি,' পরিচয় করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল সে। 'কিন্তু সে ঠিক কথাই বলেছে। এতে আমাদের কি করার আছে?'

'মিস্টার যে এই ছেলেটাকে মারার চেষ্টা করেছিল সে ইয়াভাপাই-এর দিকে যায়নি, সোজা এখানেই এসেছে।'

'তুমি কি বলতে চাও সেবার র‍্যাঞ্চে আমরা নারী হত্যাকারীদের জায়গা দিয়েছি?' ঠাণ্ডা স্বরে প্রশ্ন করল টিমোথি। এরফান ওর কথার কোন জবাব দিল না দেখে রেগে আগুন হলো সে। ওর ঠোঁট দুটো পরস্পরের ওপর চেপে বসে সরু আর রক্তশূন্য হলো। বাপের দিকে ফিরল টিমোথি। 'এটা তুমি সহ্য করবে, বাবা?'

কথাগুলো জনসনকে বেশ নাড়া দিল। ওর চোখ দুটো সরু হলো—ওখানে রাগের আভাস ফুটে উঠেছে।

'আমার ছেলে নিশ্চিত যে তোমার র‍্যাঞ্চার বন্ধুরাই এই এলাকার সব বদকর্মের জন্যে দায়ী—ওর দাবি যে ভুল, এমন কোন প্রমাণ আমি পাইনি। ওদের অনেক শত্রু রয়েছে, এবং তারা সবাই এই র‍্যাঞ্চে বাস করে না। একটা কথা তোমাকে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি: সেবার মেয়েদের বিরুদ্ধে লড়ে না।'

'আমার বাবার জবাব তুমি শুনেছ।' থুতু ফেলল টিমোথি। 'ওর কিছু পুরানো আমলের ধারণা রয়েছে, ন্যায্য বিচার, আর আতিথেয়তা সম্পর্কে। কিন্তু আমার নেই। তোমার কপাল ভাল গুলি খেয়ে না মরে এতদূর পৌঁছতে পেরেছ। দুই সেন্ট...'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো সেন্ট ছুঁড়ে দিল এরফান। পয়সা দুটো ধাতব শব্দ তুলে টিমোথি জনসনের পায়ের কাছে পড়ল। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

'ওই রইল তোমার দুই সেন্ট,' গর্জে উঠল জেসাপ। 'এখন বলো?' ওর চোখ দুটো ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। ভঙ্গিতে অশুভ ইঙ্গিত।

পাংশু মুখে এক পা পিছিয়ে গেল টিমোথি। 'তুমি কি এটাও সহ্য করবে, বাবা?' অসহায় ভাবে প্রশ্ন করল সে।

বুড়ো র‍্যাঞ্চার জেসাপের থেকে চোখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকাল। হতবুদ্ধি অবস্থা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'টিমোথি, তাপ সহ্য না হলে রান্নাঘরে যেয়ো না। বিপদে পড়লেই আমার পিছনে আশ্রয় নিতে এসো না।'

'আমি গানফাইটার নই,' বলে উঠল টিমোথি। ওর বদমেজাজী মুখটা গোমড়া দেখাচ্ছে।

'তাহলে ওদের মত কথা বোলো না,' সংক্ষেপে জবাব দিল ওর বাবা। 'এবার তোমাকে বলছি, মিস্টার...?'

'জেসাপ,' যোগান দিল এরফান। 'এই ছেলেটাকে ফিলাডেলফিয়া নামে ডাকা হয়।'

এই প্রথম ছেলেটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল টম। ফিলাডেলফিয়া একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঘটনা কোনদিকে গড়ায় দেখছিল। সেইসঙ্গে জনসনের লোকগুলোর ওপর নজর রেখেছে—প্রয়োজন হলে এরফানকে কাভার দেবে। ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে বুড়োর দিকে তাকাল সে। মুহূর্তে জনসনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নিজেকে স্থির রাখার জন্যে বারান্দার খুঁটি আঁকড়ে ধরল সে। কাঁপা আঙুল ফিলাডেলফিয়ার দিকে তুলল।

'তুমি,' বলল টম জনসন, 'তোমার নাম কি?' জবাব শুনে সে মাথা নাড়ল। 'না, তোমার আসল নাম।'

'হ্যারি বুথবি, স্যার,' জবাব দিল ফিলাডেলফিয়া। 'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'হঠাৎ···হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে তোমাকে দেখে···আমার একজন পরিচিত মানুষের কথা মনে পড়েছিল।' গা ঝাড়া দিয়ে আবার সিধে হয়ে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার, যেন একটা অতীতের স্মৃতি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। 'মনে হয় আলোর খেলাতেই। এখন শোনো, জেসাপ, আমার ছেলের কথায় হয়তো তোমার ধারণা হতে পারে সেবার র‍্যাঞ্চ কেবল মুখেই বড়াই করে, কাজে ঠনঠন। কিন্তু আসলে তা নয়, আমার ছেলে যা বলেছে, ঠিকই বলেছে। তোমার র‍্যাঞ্চার বন্ধুকে গিয়ে বোলো দেখাশোনা করার মত কেউ না থাকলে সে যেন মেয়েকে ঘরেই আটকে রাখে। আমাকে তাই বলে ভুল বুঝো না, আমি সবসময়ে এত ক্ষমাশীল তা মনে কোরো না। এবার তোমরা বিদেয় হও—কিন্তু আবার যদি তোমরা কেউ সেবার র‍্যাঞ্চের ত্রিসীমানায় আসো তবে আমার লোকজন দেখামাত্র গুলি ছুঁড়বে। বুঝেছ?'

বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। 'আমি দুঃখিত,' বলল সে, 'তোমার সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম তাতে ভেবেছিলাম তুমি যুক্তির কথা বুঝবে। কিন্তু গরু চরিয়ে তোমার মাথাও যে ষাঁড়ের মত হয়ে গেছে তা বুঝিনি। না,'—একটা হাত তুলল সে—'আবার খেপে ওঠার কোন কারণ নেই। আমরা যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার আগে বলে যাচ্ছি, জনসন, সুস্থির মাথায় একটু চিন্তা করে দেখো—যদি অ্যামবুশকারী লোকটা সেবার র‍্যাঞ্চে না এসে থাকে, তবে কোথায় গেল?'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উঠান ছেড়ে ফেরার পথ ধরল এরফান। ফিলাডেলফিয়া ওর পিছনে। বুড়ো র‍্যাঞ্চার ভুরু কুঁচকে চিন্তামগ্ন হয়ে চেয়ে রইল। ওর কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল লোগান। 'আমি দুজন লোক নিয়ে ওদের অনুসরণ করি, কি বলো, বস্?' আগ্রহে চকচক করছে লোকটার চোখ। 'ওদের একটু আদব-কায়দা শিখিয়ে দিই?'

ঘুরে বিশাল ফোরম্যানের মুখোমুখি দাঁড়াল জনসন। রাগে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। 'আমি এইমাত্র ওদের বলেছি মেয়েদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ি না,' গর্জে উঠল সে। 'দুজনের পিছনে ধাওয়া করে একদল লোকও আমি পাঠাব না। আমরা যখন লড়ব—সামনাসামনিই লড়ব। এখানে আমার নির্দেশ অনুসারেই কাজ চলবে। বুঝেছ?'

রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছিল লোগানের চেহারা। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে সামান্য একটা অবজ্ঞার আভাস ছাড়া আর কিছু রইল না। 'তুমিই বস,' বলল সে।

'হ্যাঁ। কথাটা ভুলেও ভুলো না,' বলে দৃঢ় পায়ে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল বুড়ো। লোগান আড়চোখে ঘৃণার দৃষ্টিতে ওর পিঠের দিকে একবার চেয়ে উঠানে থুতু ফেলে

নিজের কাজে গেল।

র‍্যাঞ্চ থেকে চোখের আড়ালে পৌঁছেই লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল জেসাপ। বিস্মিত মুখে ফিলাডেলফিয়াও থেমে দাঁড়াল।

'কি হলো, এরফান? থামলে কেন?' জানতে চাইল সে।

'অ্যামবুশকারী লোকটা কোথায় গেল তা আমাদের এখনও জানা হয়নি,' শান্ত স্বরে বলল এরফান। 'সেটাই একটু চেক করে দেখার জন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি।'

ফিলাডেলফিয়া তার সঙ্গীর দিকে এমনভাবে চাইল যেন এরফান এইমাত্র চাঁদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

'এরফান—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওরা যদি তোমাকে ধরতে পারে তবে জ্যান্তই তোমার চামড়া ছিলে শকুনকে খাওয়াবে!'

হাসল এরফান। 'ধরা দেয়ার ইচ্ছা আমার নেই।'

'তাহলে আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি,' দৃঢ় স্বরে বলল ছেলেটা।

'না, তোমাকে সাথে নেয়া যাবে না,' হেসে জবাব দিল জেসাপ। 'পিস্তলে তোমার দ্রুত উন্নতি হয়েছে স্বীকার করছি, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের মত দেখা না দিয়ে কিভাবে চলতে হয় সেটা তোমাকে শেখাবার সুযোগ আমার হয়নি। তুমি এখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করো—আমি যখন ফিরব আমাদের তাড়াতাড়ি পালাতে হতে পারে। তৈরি থেকো।'

একটা পাথরের স্তূপ দেখাল এরফান, যার পিছনে ঘোড়া নিয়ে সে না ফেরা পর্যন্ত ছেলেটা লুকিয়ে থাকতে পারবে। তারপর পা থেকে বুট আর মোজা খুলে নিঃশব্দে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল। কিছুক্ষণ ওদিকে চেয়ে থাকল ছেলেটা—তারপর ঘোড়াগুলোকে বেঁধে আবার যখন তাকাল, দেখল জেসাপের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দু'শো গজের মধ্যে পৌঁছে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের আশপাশের এলাকাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল এরফান। ডান দিকে বাঙ্ক হাউসের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। উঠানের ওপাশে ওটার চেয়ে উঁচু একটা বড় ঘর দেখা যাচ্ছে। ওটাই আস্তাবল হবে বলে আঁচ করল সে। একটা সরু শুকনো নালা আস্তাবলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে। ওটা ধরে এগোলে সবার চোখ এড়িয়ে আস্তাবলের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে ছুটে দশ গজের মধ্যে পৌঁছে আস্তাবলের ভিতর থেকে পরিষ্কার কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল সে। ওদের স্বর থেকে একজনকে লোগান বলে চিনতে পারল।

'ওকে ভাল করে ডলে তারপর খাইয়ে কোরালে ছেড়ে দিও,' নির্দেশ দিল সেবার র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। 'হিউবার্টের মেয়ারটারও যত্ন নিয়ো।'

'ঠিক আছে, জেরি,' জবাব দিল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পরেই আস্তাবলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল লোগান। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কোমরের গানবেল্টটা টেনে নিজের পছন্দমত জায়গায় বসিয়ে খোলা উঠান পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল।

দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে আশেপাশে কেউ নেই দেখে নিঃশব্দে ছুটে আস্তাবলের দেয়াল ঘেঁষে দরজার দিকে এগোল। দরজার কাছে পৌঁছে মাটিতে শুয়ে ভিতরে উঁকি দিল। এটা একটা পুরানো কৌশল, কেউ দরজার দিকে চেয়ে থাকলেও মেঝের কাছে একটা মাথা দেখার আশা করবে না। দেখা গেল লোকটা দরজার দিকে পিছন ফিরে বাদামী রঙের একটা ঘোড়ার গা ডলায় ব্যস্ত।

উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ছায়ার মত ভিতরে ঢুকল এরফান। লোকটার পিছনে পৌঁছার পর ওর উপস্থিতি টের পেয়ে সে ঘুরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কানের পাশে এরফানের ·৪৫ এর বাঁটের আঘাতে জ্ঞান হারাল। মাটিতে পড়ার আগেই ওকে ধরে ফেলল জেসাপ। লোকটাকে একটা খালি স্টলে খড়ের গাদার ওপর শুইয়ে ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল। লক্ষ করল ঘোড়ার গায়ে ঘাম শুকানোর দাগ দেখা যাচ্ছে। খুর তুলে দেখল কোন পাইনের কাঁটা নেই বটে, কিন্তু নদীর কাদা লেগে আছে খুরে। 'এখন কথা হচ্ছে তোমার মালিকটা কে?' আপন মনেই বলল জেসাপ।

পরবর্তী কয়েক মিনিট স্টলে ঝোলানো জিনটা পরীক্ষা করে দেখল এরফান। কিন্তু জিন বা স্যাডলব্যাগ ঘেঁটে মালিকের পরিচয় জানা গেল না। আস্তাবলে মাত্র আর একটা ঘোড়াই আছে—ওটা একটা মেয়ার। লোগানের কথা থেকেই সে জেনেছে ওটার মালিক হিউবার্ট। দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল ওর খুরে পাইনের কাঁটা বা কাদা কিছুই নেই। এবং ওকে বেশি খাটানোও হয়নি। 'তুমি নও সুন্দরী,' ঘোড়াটাকে বলল সে। 'ওই বাদামী ঘোড়ার মালিকই আমাদের সেই লোক।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বাদামী ঘোড়াটার কাছে ফিরে পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে ঘোড়াটার পিছনে এক মিনিট সময় কাটিয়ে হেসে ছুরিটা আবার পকেটে রাখল।

'তোমাকে আবার দেখলে আমি ঠিকই চিনতে পারব, বাছা,' বলে দরজার কাছে এসে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল এরফান। পথ পরিষ্কার দেখে খোলা উঠান পেরিয়ে ছুটে আবার নালায় নামল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলার মাথায় পৌঁছে ফিলাডেলফিয়ার সাথে মিলিত হলো সে।

ছয়

টম জনসন র‍্যাঞ্চহাউসের বিশাল বৈঠকখানায় নীরবে বসে আছে। মুখোমুখি তার সামনে বসে টিমোথি অধৈর্যভাবে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

'তুমি ভাল করেই জানো যে ওই মেসকিটের লোকগুলোই আমাদের গরু চুরি করছে,' বলে চলল সে। 'সুজান মরিসকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করেছিল বলে একটা মিথ্যা অভিযোগ এনে আমাদের নাম কলঙ্কিত করার চেষ্টা ওদের একটা চালাকি। এখন হয়তো ওরা মার্শালের কাছে গিয়ে তোমার নামে বানিয়ে বানিয়ে

অনেক নালিশ জানাবে। তুমি যা বলোনি তাও বলবে। তুমি নিজেই ভেবে দেখো ওই পাজি লোকগুলো কি ধরনের মিথ্যা রটাতে পারে।'

বুড়ো জনসন নীরবেই বসে রইল। এরফানের ঠাণ্ডা অবিচল ব্যবহার ওকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। লোকটার ব্যবহারে ওকে মিথ্যাবাদী একবারও মনে হয়নি, তবে জনসন তার জীবনে অনেক লোককেই দেখেছে যাদের আপাতদৃষ্টিতে সৎ বলে মনে হলেও এক ডলারের জন্যে তারা নিজের মাকেও খুন করতে দ্বিধা করবে না। অস্থির বোধ করছে সে। তাঁর নিজের মনের যেসব প্রশ্ন মনথেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল টম সেগুলোকেই লোকটা উস্কে দিয়ে গেছে। সন্দেহগুলোকে কথায় রূপ দেয়ার মত সময় বা সুযোগ তার আসেনি বটে, কিন্তু ওগুলো রয়েছে। টিমোথি তখনও কথা বলে চলেছে।

'তোমার মান্ধাতার আমলের ন্যায় বিচারের চিন্তাধারা আজকালকার দুনিয়ায় অচল,' বলল সে। 'এই লোকগুলো ওসবের ধার ধারে না—ওরা তোমার র‍্যাঞ্চ গ্রাস করার ধান্ধায় আছে। আমাদেরই শক্ত হাতে ওদের দমাতে হবে।'

ক্লান্ত চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকাল টম। 'হঠাৎ সেবার্ র‍্যাঞ্চের জন্যে তোমার এত দরদ উথলে উঠল কেন?' জানতে চাইল সে। 'র‍্যাঞ্চ চালানোর কাজ শেখার কোন আগ্রহ তো কখনও দেখিনি? বরং টেলরের সেলুনে বিল চড়াবার কাজেই তুমি তোমার সবটুকু সময় ব্যয় করো।'

এই চিরাচরিত অভিযোগ সে বাবার মুখ থেকে আগেও অনেকবার শুনেছে। পুরানো কথা তুলে প্রসঙ্গ পালটাতে সে রাজি নয়।

'ওসব কথা বাদ দাও এখন,' বলল টিমোথি। 'তুমি কেবল মনে রেখো আমি কি বললাম। ওই লোকগুলোকে তুমি এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়লে ওরা এক মাইল জায়গা দখল করে নেবে। তোমার চোখের সামনেই ওরা তোমার থেকে সেবার্ র‍্যাঞ্চ কেড়ে নেবে! তুমি যে কেন লোকজন নিয়ে ওদের উচ্ছেদ করছ না সেটা আমি মোটেও বুঝি না।'

'এত টাকা-পয়সা খরচ করে তোমাকে আমি পুবের ভাল স্কুলে পাঠালাম—ওরা কি তোমাকে এইসব শিক্ষাই দিয়েছে? জোর যার মুল্লুক তার?'

'না, বাবা,' জবাব দিল টিমোথি। 'এটা ওরা শেখায়নি, কিন্তু দুনিয়ার হালচাল আমি নিজে যা দেখছি তাই শিখেছি। স্কুলের আর সব ছেলেদের বাবারা সেবার্ এর মত র‍্যাঞ্চ দিনে পঞ্চাশটা করে কিনতে পারে পুরো এক বছর—তবু ওদের টাকায় কোন টান পড়বে না। আইন মেনে ওরা সেই টাকা কামায়নি। যখনই আইন ওদের বিরুদ্ধে গিয়েছে, আইনটাকেই নিজের সুবিধা মত পালটে নিয়েছে।'

'আশ্চর্য! তোমাকে ওই স্কুলে পাঠানোটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় ভুল হয়েছে,' আক্ষেপ করে বলল টম জনসন। 'ওখান থেকে ফেরার পর থেকে তুমি টাকাটাকেই জীবনের সব পাওয়ার বড় পাওয়া বলে মনে করো।'

'টাকা নয়, বাবা, ক্ষমতা!' প্রতিবাদ করল টিমোথি। 'আর টাকাই হচ্ছে ক্ষমতা! এটা তোমার মোটা মাথায় আমি ঢোকাতে পারলাম না। তুমি ইচ্ছা করলেই মেসকিটের চোরগুলোকে মাছির মত খেদিয়ে দিতে পারো, কেউ কোন প্রতিবাদ করার সাহস পাবে না, তা তুমিও ভাল করেই জানো।'

'হয়তো সেইজন্যেই আমি তা করিনি, খোকা,' ভারী স্বরে বলল জনসন। ক্ষমতা থাকা এক জিনিস, আর তার অপব্যবহার করা আর এক জিনিস।'

'ভাল, কিন্তু আমি সেবার্ চালালে ভিন্ন চালে চালাতাম, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি!'

র‍্যাঞ্চার ছেলের দিকে মুখ তুলে তাকাল। রাগে চোখ দুটো মুহূর্তে উজ্জ্বল হলো। 'তুমি সেবার্ চালাচ্ছ না,' গর্জে উঠল সে। 'যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তুমি তোমার নীতি নিয়ে থাকো, আমি আমার মত চলব।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠে দরজার কাছে গিয়ে থেমে ফিরে তাকিয়ে মাথা নাড়ল টিমোথি। 'তোমাকে আমি কোনদিনই বুঝতে পারলাম না,' বলল সে। গলার স্বরে উদ্ধত ভাবটা লুকাবার চেষ্টা করল না। বেরিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে। জনসন শুনতে পেল ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন কর্মচারীকে ডেকে তার ঘোড়া আনতে বলল।

পাকা চুলে ভরা মাথাটা নাড়ল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'দুদিক থেকেই কথাটা খাটে, বাছা,' বিষণ্ণ স্বরে আপন মনেই বলল টম। আবার আগের চিন্তায় ফিরে গেল ওর মন। আবার নিজের মনেই জেসাপের বলা কথাগুলো উলটেপালটে বিচার করে দেখল। কেউ সুজান মরিসকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কেন? এর পিছনে একটা কারণ থাকতেই হবে। কোন শিকারি মেয়েটাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল? কিন্তু তাহলে ছেলেটাকে জখম করার কি কারণ? ওই ছেলেটা! মুহূর্তের জন্যে ছেলেটার সাথে একজনের চেহারার মিল···মাথা নাড়ল সে। পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব! এটা নিশ্চয় সেবার্ র‍্যাঞ্চের নামে কলঙ্ক লেপে দেয়ার একটা অপচেষ্টা। যেখানেই ছোট র‍্যাঞ্চাররা বাসা বাঁধে সেখানেই সেই একই ঘটনা—বড় র‍্যাঞ্চাররা গরু হারাতে শুরু করে। এমন বিরাট কিছু নয়। ওরা ভাবে খাওয়ার জন্যে একটা-দুটো গরু মারা ঠিক চুরি নয়। বড়লোকের টেবিলের উচ্ছিষ্ট খাবারের মত। কিন্তু ধীরে ধীরে ওদের সাহস বেড়ে ওঠে। প্রতিবাদ না করলে সেটা একটা-দুটো থেকে বেড়ে পাঁচ-দশটায় গিয়ে দাঁড়ায়। মাসে পাঁচ-দশটা গরু কয়োটি আর নেকড়ের পেটেও যায়। কিন্তু পরে ওরা দশ-বিশটা চুরি করে কোন ছোট শহরে নিয়ে বিক্রি করা শুরু করে। তখন আর এটা খাবার জন্যে নেয়ায় সীমাবদ্ধ থাকে না। সৈনিকরাও দাম ঠিক থাকলে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। শেষে ওরা বুঝে নেয় কাজ করে খাওয়ার চেয়ে চুরি করে টাকা কামানো অনেক সহজ। পেশাদার গরুচোরে পরিণত হয় ওরা। কার্ল মরিস লোকটাকে যখন সে প্রথম দেখে, লোকটাকে ওর ভাল বলেই মনে হয়েছিল। পরে যখন জানল লোকটা ল্যান্ড অফিসে ক্লেইম ফাইল করে মেসকিট এলাকায় র‍্যাঞ্চ করেছে—যেটা সে এতদিন নিজের সম্পত্তি বলেই মনে করত—তখন ওর স্বার্থে আঘাত লাগল। হয়তো টিমোথির কথাই ঠিক। লোকজন নিয়ে মেসকিটে গিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয়াই তার উচিত। ওদেরই কেউ তার গরু চুরি করছে। হয়তো সুজান মরিসকে মারার চেষ্টাও ওদেরই কারও কাজ। মাথা নাড়ল সে। যদি কেউ ওখানে গিয়ে ওদের সাথে কথা বলতে পারত—কিন্তু তা হয় না। এই এলাকায় সেবার্ র‍্যাঞ্চেরই সবথেকে বেশি অধিকার। কোন আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন লোক মরিসের কাছে গিয়ে ছোট হয়ে মাফ

চাইতে যাবে না।

ব্রায়ার পাইপ ধরিয়ে অনেকক্ষণ একা কামরায় বসে ভাবল সে। তার করণীয় কিছু নিশ্চয় থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত দেহে উঠে কামরার কোনায় রাখা টেবিলে গিয়ে বসল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—একটা কলম আর কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসল জনসন।

সাত

ঘোড়ার পিঠে লোকটা দুপুরের দিকে দক্ষিণ থেকে ইয়াভাপাই শহরে প্রবেশ করল। লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মানুষটা সীমান্তের মাপকাঠি অনুযায়ী বিশাল না হলেও কাঠামো দেখে বোঝা যায় সে শক্তিশালী। তামাটে রঙের স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার পিঠে রূপার কারুকাজ করা মেক্সিকান জিনটা রোদে ঝিলিক দিচ্ছে। ওর জামা-কাপড় ধুলোময় হলেও দামী। ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই ঘোড়ার পিঠে দু'দিনের পথ অতিক্রম করে টুসন থেকে এসেছে সে। শহরটাকে দেখে ওর ঠোঁটে একটা আবছা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল।

আসলেও শহরটা এমন কিছুই নয়। ওই সময়ের আরও একশো পশ্চিমের শহরের মতই নগণ্য সাধারণ চেহারা। চওড়া ধুমময় একটাই মাত্র রাস্তা শহরটার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। দুপাশে দুটো-সারিতে ছোপরার সাথে কিছু পাকা বাড়িও আছে বটে, কিন্তু সেগুলোও শ্রীহীন। কাঠের বাড়ি একটা-দুটো রয়েছে, তবে কাঠগুলো প্রখর অ্যারিজোনার রোদে রঙ চটে বেঁকে গেছে। কয়েকটা বাড়িতে ব্যাঙ্ক আর টেলরের সেলুনের মত কাচের জানালা আছে। দুপুরে খড়খড়ি বন্ধ করে সূর্যের তাপের থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। রাস্তার দুপাশেই পায়ে হেঁটে চলার জন্যে কাঠের ফুটপাত রয়েছে; ওগুলো এখানে সেখানে কিছুটা ভাঙা—মেরামত করা হয়নি। মাত্র কয়েকটা বড় দালানের সামনেই কেবল ঘোড়া বাঁধার জন্যে হিচিঙ রেইলের ব্যবস্থা আছে। প্রায় সব বাড়ির পাশেই খালি টিন, বোতল, আর আবর্জনার স্তূপ গড়ে উঠেছে। ওগুলো পরিষ্কার করার জন্যে কারও মাথাব্যথা নেই। ইয়াভাপাই নদীর পাশে উপত্যকার সরু সীমান্তে গড়ে উঠেছে ওই শহর। নদীর নামেই ওটার নাম। টেলরের সেলুন থেকেই এর শুরু। জেনারেল স্টোর, ব্যাঙ্ক, ল্যান্ড অফিস, রেস্টুরেন্ট, এসব পরে গড়ে উঠেছে। র‍্যাঞ্চের কাউবয়দের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই এর সৃষ্টি। উত্তরে সেবার আর দক্ষিণে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে বড় আরও দুটো র‍্যাঞ্চ রয়েছে।

টেলরের সেলুনের দিকে এগোল নবাগত লোকটা। ঘোড়াটাকে হিচিঙ রেইলে বেঁধে ফুটপাতে উঠে ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ভিতরটা অন্ধকার আর কিছুটা শীতল। হালকা পদক্ষেপে সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে সে। ওর ডান হাত হাঁটার সময়ে দুলছে বটে, কিন্তু কখনও পিস্তলের বাঁটের থেকে তিন-চার ইঞ্চির বেশি সরছে না। ওর পিস্তলের খাপটা ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। খাপ আর বেল্ট একই চামড়া থেকে কেটে তৈরি করা হয়েছে। জিনের মত বেল্টটাতেও রূপার কাজ করা—দামী জিনিস। হাতে সেলাই করা খাপটা পিছন দিকে বিশেষ কায়দায় গভীর ভাবে কাটা হয়েছে যেন বাঁটের বেশির ভাগ অংশ বেরিয়ে থাকে। অত্যন্ত দ্রুত পিস্তল ড্র করার জন্যেই ওটা বিশেষ ভাবে তৈরি।

লোকটার সাবধানী পদক্ষেপ আর অলংকৃত বেল্ট বারে সামান্য যে কয়জন দুপুরে উপস্থিত ছিল তাদের কারও নজর এড়াল না। সবাই কি ঘটে দেখার জন্যে লোকটাকে বারের দিকে এগোতে দেখে তাকিয়ে রইল। চোখ সরু করে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে লোকগুলোকে উপেক্ষা করল সে। টেলর ছুটে এগিয়ে এল নবাগত লোকটাকে সার্ভ করার জন্যে। লোকটার ঠাণ্ডা সবুজ চোখজোড়ার দিকে একবার চেয়েই হেমন্তের ঝরা পাতার মত টেলরের চলাফেরায় সব জড়তা কেটে গেল।

'হুইস্কি,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'প্রন্তো!' দ্রুত আদেশ পালন করে কাঁপা হাতে একটা গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢালল টেলর। ছিপিটা বন্ধ করতে যাচ্ছে এই সময়ে লোকটা বাম হাতে ওর বোতল সহ হাতটা ধরে ফেলল। 'বোতলটা রাখো,' বলল সে। 'কয়েকটা ড্রিঙ্ক শেষ করার আগে এই পচা শহর আমার সহ্য হবে না। জঘন্য জায়গা!'

বোতলটা কাউন্টারের ওপর রেখে টেলর একটু পিছিয়ে গিয়ে গ্লাস পালিশ করায় মন দিল। যারা তাকিয়ে ছিল তারা আবার নিজের নিজের কাজে ফিরে গেল। ওদের মধ্যে কেবল চাপা স্বরে আলাপের একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

'এই।'

চমকে গ্লাস পালিশ করা থামিয়ে মুখ তুলে চাইল টেলর। 'আমাকে বলছ? ইয়েস স্যার, তোমার আর কি খেদমত করতে পারি?'

'সামান্যই, যদি এটাই তোমার শ্রেষ্ঠ মদ হয়,' রূঢ় স্বরে বলল নবাগত লোকটা। 'এই পচা শহরে কোন মার্শাল আছে?'

মাথা ঝাঁকাল টেলর। 'ওর নাম ডেভিস।'

'ওকে ডেকে আনো,' আদেশ করল সে।

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল টেলর। ওর পায়ের আওয়াজ বাইরে মিলিয়ে গেলে বারে উপস্থিত ইয়াভাপাই-এর বাসিন্দাদের দিকে ফিরল লোকটা। ওর চেহারায় অবজ্ঞার ভাব সুস্পষ্ট।

'বেরোও তোমরা!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'জলদি!'

তাড়া খেয়ে লোকগুলোর ভিতর কে কার আগে বেরোবে সেই নিয়ে হুটোপুটি বেধে গেল। চোখ সরু করে তাকানো স্ট্রেঞ্জারকে অমান্য করার সাহস কারও নেই। বাইরে বেরিয়ে কৌতূহলী লোকগুলো সেলুনের বারান্দায় জড়ো হলো। ওদের কাণ্ড দেখে আপন মনেই হাসল লোকটা। 'ভেড়ার দল!' বিড়বিড় করে বলল সে। গ্লাসে আর একটা ড্রিঙ্ক ঢালছে এই সময়ে হেনরি ডেভিসের সাথে সেলুনে ঢুকল টেলর। ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই আলো ছেড়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ডেভিস।

'সাবধানী লোক তুমি, মার্শাল,' ব্যাপারটা খেয়াল করে মন্তব্য করল লোকটা।

'এই পেশায় সাবধানী হতেই হয়,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ডেভিস। টেলরের

কাস্টমারকে জরিপ করে দেখছে সে। উত্তেজিত টেলর হুড়মুড় করে তার অফিসে ঢুকে বিষ-পিঁপড়ের মত মারাত্মক এক লোকের চটকদার পিস্তল ঝুলিয়ে সেলুনে আসার কথা ওকে আগেই জানিয়েছে।

'তাহলে তুমি এখানকার মার্শাল,' লোকটা বলল।

'আমিই মার্শাল। নাম ডেভিস।'

'তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি তোমার সাথে ঠিকমত পরিচিত হওয়ার জন্যে। যেন তোমার খোঁজেই আমি এসেছি এমন ভুল ধারণা তোমার না হয়।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম,' সংক্ষেপে জবাব দিল মার্শাল।

'আমি ওয়েজলি ক্যামেরন, মার্শাল,' জানাল সে।

বাইরে বারান্দায় দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে চাপা কণ্ঠে উত্তেজিত গুঞ্জনের আওয়াজ উঠল। খবরটা খুব দ্রুত ছড়িয়েছে, বাইরে এখন প্রায় বিশজনের জটলা। গলা বাড়িয়ে কেউ কেউ উঁকি দিয়ে ভিতরে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে।

'ওটা ওয়েজ ক্যামেরন,' দরজার সবথেকে কাছে দাঁড়ানো লোকটা বাকি সবাইকে জানাল। সবাই ঠাণ্ডা চেহারার নবাগত লোকটাকে এক ঝলক দেখার চেষ্টা চালাচ্ছে। ওয়েজলি ক্যামেরন! পশ্চিমে খুব কম লোকই আছে যারা ওই নাম শোনেনি। লোকটা ওয়াইল্ড বিল হিকক, বিলি দা কিড, আর জনি হার্ডিনের সমপর্যায়ের। শোনা যায় সে গ্যালিভিল একাই সাফ করেছে, লিঙ্কন কাউন্টি যুদ্ধে সে অংশ নিয়েছিল, আর টেক্সাসের সল্ট ওয়ারে ঠাণ্ডা মাথার খুনী হিসেবে নাম কিনেছে। ওর সামনে কথাটা বলার সাহস কেউ না পেলেও শোনা যায় লোকটা নাকি টাকার বিনিময়ে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে পিস্তলের লড়াই ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ থাকে না। টেলরের সেলুনের বাইরে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে এইসব নিয়েই ফিসফিস করে আলাপ করছিল।

'তোমার নাম আমি শুনেছি,' মার্শাল ডেভিস জানাল। 'আমার সাথে তোমার কি দরকার?'

'কিছুই না,' বলল ওয়েজলি। 'তোমাকে নিজের পরিচয়টা কেবল জানিয়ে রাখলাম।' নেকড়ের মত একটা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'আমি কয়েকদিন তোমার এই চমৎকার মেট্রোপোলিস শহরে কাটাতে চাই। তাই ভাবলাম ঠিক ভাবে শুরু করাই ভাল।' মাথা ঝাঁকাল ডেভিস, ওয়েজলি বলে চলল, 'আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, মার্শাল, ঝামেলা পাকানো আমি পছন্দ করি না।' হাত ছড়িয়ে কাঁধ উঁচাল সে। 'কিন্তু তুমি তো জানো কিভাবে ঝামেলা বাধে। আমি কোথাও গেলে কোন না কোন বোকা লোকের জানার শখ হয় লোকে যেমন বলে আমি সত্যিই তত ফাস্ট কি'না।'

'ওই ধরনের ঝামেলা এখানে ঘটবে না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,' শান্ত স্বরে বলল ডেভিস।

'আমিও চাই, তোমার কথাই যেন ঠিক হয়,' হেসে বলল ক্যামেরন। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন কিছু শহরে আমি থেকেছি, যেখানে আইন ঠিক নিরপেক্ষ ছিল না।'

'ক্যামেরন,' বলল ডেভিস। 'তুমি এখানে ইয়াভাপাই-এর যেকোন শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মতই ব্যবহার পাবে, যদি তুমি নিজে শান্ত থাকো। যদি কোন ঝামেলা

ঘটে—' আঙুল তুলে ক্যামেরনের পিস্তলটার দিকে নির্দেশ করল সে। 'তবে তোমার ওতে জড়াবার সঙ্গত কারণ যেন থাকে! বিপথে গেলে তোমাকে আটক করতে আমি বাধ্য হব।'

'বলো কি, মার্শাল!' নেকড়ের মত হাসিটা আবার ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল। 'সেটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে। আমি এখনও কোন মার্শালকে খুন করিনি।'

অপমানটা বাতাসে ভাসছে, কিন্তু টোপ গিলল না ডেভিস।

'তুমি এখানে কতদিন থাকবে বলে ভাবছ?' প্রশ্ন করল সে।

'যতদিন প্রয়োজন হয়।'

'এখানে তোমার কি প্রয়োজন সেটা আমাকে জানাতে আপত্তি আছে?'

'নিশ্চয় আছে।' জবাবটা পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা শোনাল। সতর্ক দৃষ্টিতে ডেভিসের ওপর নজর রেখেছে সে। কিন্তু ডেভিস কেবল কাঁধ উঁচাল।

'সেটা তোমার মর্জি,' বলল সে। 'কিন্তু আমি যা বললাম কথাটা মনে রেখো। টেলরের সেলুনে ফের কোন ঝামেলা করলে তোমাকে আটক করব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যামেরন। একটা আবছা হাসি ওর ঠোঁটে। 'একটু একা থাকতে চেয়েছিলাম মাত্র, মার্শাল। এই! বাইরে যারা আছ, সবাই ভিতরে এসো। আমি সবার জন্যে ড্রিঙ্ক কিনব। এসো, ভিতরে এসো!'

বাইরের লোকগুলো নার্ভাস ভাবে একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, ঠিক সাহস পাচ্ছে না ঢোকার। সামনের কয়েকজন ভয়ে ভয়ে একটু এগোল। পিস্তলবাজ লোকটা আরও জোর দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল। বিহ্বল অবস্থায় একে একে সবাই ভিতরে ঢুকল। কুখ্যাত পিস্তলবাজ ওয়েজলি ক্যামেরন যে ইয়াভাপাই-এ এসেছে, এটাই একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা—আর তার সাথে তারই পয়সায় একসাথে মদ খাওয়া—এমন উত্তেজনাময় ঘটনা ইয়াভাপাইবাসীদের জীবনে আর ঘটেনি। সারা জীবন বড়াই করে ওরা গল্প করতে পারবে ওয়েজলি ক্যামেরনের সাথে ওরা একই বারে একসাথে ড্রিঙ্ক করেছে। সবাই যতটা সম্ভব কাছে ঘেঁষে দাঁড়াতে চাইছে—ওর প্রতিটা কার্যকলাপ খুঁটিয়ে লক্ষ করছে, কারণ পরে এগুলোই হবে ওদের শ্রোতাদের খোরাক।

ডেভিস বিতৃষ্ণার চোখে শহরবাসীদের পিস্তলবাজ লোকটাকে ছেঁকে ধরা দেখে আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল। সে জানে ওই লোকগুলোই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে খুশি মনেই ওয়েজলিকে ফাঁসিতে ঝুলাতে দ্বিধা করবে না। কেন যেন চিন্তাটা মার্শালকে একটু সুড়সুড়ি দিল। একটু হেসে দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল মার্শাল ডেভিস। ক্যামেরন আড় চোখে ওর প্রস্থান খেয়াল করল। ভাল অভিনেতা, নিজের মনেই ভাবল সে। প্রয়োজনে লোকটা কি তার মোকাবিলা করার সাহস পাবে? সম্ভবত না, নইলে এখন সে বেঁচে থাকত না। নতুন "বন্ধুদের" দিকে ফিরল ওয়েজলি। ভিতরের ঘেন্না চেপে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে।

আট

কয়েকটা ঘটনাবিহীন দিন কেটে গেল। সুজান আর ফিলাডেলফিয়ার ওপর ওই আক্রমণের পর জেসাপের নির্দেশে প্রতিবেশীদের দ্বিগুণ সর্তক থাকতে বলেছে মরিস। ফিলাডেলফিয়া এরফানকে তার দ্বিতীয়বার সেবার র‍্যাঞ্চে ঢোকা সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে কি করল? কি দেখল? কিছু খোঁজ পেল কিনা? কিন্তু প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দেয়নি এরফান। শুধু বলেছে, 'শীঘ্রি সব জানতে পারবে তুমি। আপাতত তুমি কেবল সতর্ক চোখে নজর রেখো, এই এলাকার নয়, এমন কেউ এদিকে ঘোরাফেরা করছে কি'না।'

আসলে জেসাপ নিজেই এখনও অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায়নি। বোঝা যাচ্ছে সেবার র‍্যাঞ্চেরই কেউ ফিলাডেলফিয়ার জীবন নাশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মনে হয় না টম জনসন এই ব্যাপারে কিছু জানে। লোকটা কঠিন এটা ঠিক, তবে এই ধরনের একটা বিরাট ধাপ্পা দেয়ার লোক সে নয়—এই বিষয়ে এরফান নিশ্চিত। মরিসকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেষ্টা করছিল সেবার র‍্যাঞ্চের মালিক, এটা হতে পারে না। তাহলে ওই লোকটার সুজান আর ফিলাডেলফিয়ার দিকে গুলি ছোঁড়ার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? এইসব নানান চিন্তা জেসাপের মনে ঘোরাফেরা করছে। শেষে মরিসকে তার দুশ্চিন্তার কথা খুলে বলল সে।

'তুমি বলতে চাও তারই র‍্যাঞ্চের কর্মচারী আমার মেয়ের দিকে গুলি ছুঁড়েছে এটা জনসন জানে না?' প্রশ্ন করল কার্ল।

মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। 'কিছুতেই মিলছে না,' বলল সে। 'এর কোন মানেই হয় না। হয়তো তোমাদের এখান থেকে তাড়াবার পিছনে আর কারও কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে—যেটাতে জনসনের কোন হাত নেই...?'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'আমার মাথায় আসছে না, এরফান। এই জমি এমন মূল্যবান কিছু না যে এটার দখলের জন্যে কেউ হন্যে হয়ে উঠবে।'

'তুমি এখানে যখন প্রথম এলে তখনকার কথা কিছু বলো, কার্ল,' প্রস্তাব দিল এরফান। 'হয়তো ওখান থেকে কোন নতুন আইডিয়া আমার মাথায় খেলতে পারে।'

'বলার এমন কিছুই নেই,' জানাল কার্ল। 'জেরেমি ক্লাইড আর চার্লি নেওয়াট, ওরা দুজনই প্রথম এখানে ক্লেইম ফাইল করেছিল। আমি মেসৌরি থেকে এসে স্বভাবতই ওদের পাশেই জমি নিলাম। এরপর অ্যালেক্স, আর সবশেষে এল ব্যাডলে।'

'এটা কতদিন আগের ঘটনা?'

'তা প্রায় তিন-চার বছর হতে চলল,' জানাল কার্ল। 'জেরেমিই সবথেকে বেশিদিন হলো এখানে আছে; চার বছরের কিছু বেশি।'

'তোমরা সবাই নিজের নিজের বাড়ি তৈরি করেছ এখানে আসার পর?'

মাথা ঝাঁকাল মরিস। 'না, এক মিনিট,' নিজেকে সংশোধন করল সে। 'জেরেমি ক্লাইড একটা পুরানো কেবিনে এসে উঠেছিল প্রথম। পরে কেবিনটা যেখানে ছিল সেখানেই বাড়ি তৈরি করেছে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'অ্যালেক্স কারসন যেসব চুরি আর রেইডের কথা বলেছিল, সেগুলো কবে থেকে আরম্ভ হলো?'

'তা...মনে হয় আঠারো মাস হবে, কিংবা একটু এদিক-ওদিক হবে, সঠিক বলা কঠিন। প্রথমে খেয়ালই করা হয়নি; ভেবেছিল হয়তো কোন ভবঘুরে লোকের কাজ। কিন্তু টনক নড়ল যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল। তখন চার্লি নেওয়াটের ওখানে রাতে পাহারা দেয়ার আরোহী ছিল। আমরা টের পেলাম এটা হঠাৎ ঘটা কোন দুর্ঘটনা নয়।'

'জনসনও কি ওই একই সময়ে গরু হারাতে শুরু করল?'

নীরবে অনেকক্ষণ এরফানের দিকে তাকিয়ে রইল কার্ল, তারপর ওর চোখে জ্ঞানের আলো দেখা দিল। 'আমি তোমার চিন্তার ধারাটা বুঝতে পারছি, এরফান,' বলল সে। 'তুমি ভাবছ হয়তো দুটোর পিছনে একই দল কাজ করছে?'

'হতে পারে,' জবাব দিল এরফান, 'কিন্তু কে? জনসন যদি এর পিছনে না থাকে, আর এটা যখন তোমাদের কারও কাজ নয়—তবে কে?'

মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'আমিও ওই লাইনে অনেক ভেবেছি, এরফান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা জবাবই পেয়েছি। জানি না।'

একটা কাঠি আগুনে ধরে কাঠির শিখা থেকে পাইপ ধরিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ ফুঁকল কার্ল। চিন্তামগ্ন ভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'এরফান,' একটু ইতস্তত করে শুরু করল মরিস। 'তোমার সাথে আমার বিশেষ কথা হয়নি।'

নীরবেই মাথা ঝাঁকাল জেসাপ, কথা বলল না।

'আমার মনে হয়েছে, তোমার কিছু কথা আছে যা বলতে চাইলেও বলার সুযোগ তোমার হয়নি,' বলল মরিস। 'তোমার কি মনে হয় বলার উপযুক্ত সময় এসেছে?'

অনেকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে থাকল জেসাপ। একটা তিক্ততার ভাব মুহূর্তের জন্যে খেলে গেল ওর চেহারায়। 'ওসব না জানাই তোমার ভাল,' একটু রুক্ষ স্বরেই বলল সে।

'আমি বুঝে পাই না তোমার মত একজন লোক আমার মত গরীব র‍্যাঞ্চারের কর্মচারী হয়ে কেন কাজ করছে,' নিজের মনেই বলে চলল মরিস। 'তুমি একজন টপ হ্যান্ড, এরফান, অ্যারিজোনার যেকোন র‍্যাঞ্চ তোমাকে চড়া বেতন দিয়ে রাখবে। কিন্তু তবু তুমি আমার র‍্যাঞ্চেই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে। কেন?'

'আমি টুসনে জানতে পারলাম কিছু কঠিন প্রকৃতির লোক এই এলাকায় জড়ো হচ্ছে,' জানাল জেসাপ। 'ভাবলাম আমি যাদের খুঁজছি তারা হয়তো ইয়াভাপাই-এ এসে থাকতে পারে।' মরিসের চেহারায় শোনার আগ্রহ রয়েছে দেখে সে বলে চলল, 'ওদের নাম হচ্ছে ওয়েব আর পিটারসন। তুমি ওদের দেখা পেয়েছ কখনও?'

'না, ওই নামের কাউকে আমি চিনি না,' স্বীকার করল কার্ল। 'তুমি ওদের কি

জন্যে খুঁজছ?'

'ওরা অনেকদিন বেঁচেছে,' বলল জেসাপ। ওর ঠাণ্ডা স্বরের ভয়ঙ্কর মানে র‍্যাঞ্চারের বুকের ভিতরটাকে চমকে দিল।

'তুমি কি পালিয়ে বেড়াচ্ছ, এরফান?'

মাথা নাড়ল জেসাপ। 'তাহলে পুরোটাই তুমি শোনো, কার্ল,' র‍্যাঞ্চারকে বলল সে। 'তুমি আমাকে এরফান জেসাপ নামে চেনো, কিন্তু টেক্সাসে ওরা আমাকে "বিদ্যুৎ" নামে ডাকে।'

বিদ্যুৎ! মরিসের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এই প্রথমবারের মত সে তার পাশে বসা মিতভাষী এরফানকে দেখছে। তাহলে এই সেই দুঃসাহসী যুবক যার নামে প্রচুর গল্প প্রচলিত আছে—যার পিস্তল ড্র করা বিদ্যুতের মতই ফাস্ট। কিন্তু অনেক গল্পের মাঝে সে এটাও শুনেছে খুনের অপরাধে টেক্সাসে ওকে খোঁজা হচ্ছে। 'তুমি বলেছিলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ না,' উল্লেখ করল মরিস। ওর গলার স্বরটা নরম হলেও সুরে ধিক্কারের একটা আভাস টের পেল এরফান।

'আমাকে অ্যারিজোনায় কেউ খুঁজছে না,' মরিসকে জানাল সে। 'আর টেক্সাসে যাকে খুন করার অপরাধে আমাকে খোঁজা হচ্ছে, তাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।' জেসাপের স্বর অত্যন্ত দৃঢ় শোনাল। ওখানে আগুনের ধারে বসে মরিস এরফানের মুখ থেকেই শুনল ঘটনাচক্রে পড়ে কালো চুলের কাউবয় কিভাবে শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত গানফাইটার বিদ্যুৎ-এ পরিণত হলো। কিভাবে মৃত্যু শয্যায় শোয়া বুড়োকে তার খুনের বদলা সে নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজ পর্যন্ত পিটারসন আর ওয়েবকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কথা শেষ হলে মাথা নাড়ল মরিস।

'এরফান, এমন বিস্ময়কর সব ঘটনা অবিশ্বাস্যই শোনায়,' স্বীকার করল সে। 'তবে তোমার কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। তুমি যদি বিদ্যুৎ হও, তোমার নামে একগাদা মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল এরফান। 'তবে কথাটা আপাতত তোমার নিজের মধ্যে রাখাটাই ভাল। বিজ্ঞাপন দেয়ার দরকার নেই, কারণ কুখ্যাত একজন গানফাইটারকে চাকরি দেওয়াতে হয়তো এটা তোমার বিরুদ্ধেই যাবে।'

কথাগুলো তেতো শোনাল। বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে জেসাপের পিঠ চাপড়ে দিল।

'যদি সত্যিই ঝামেলা আসে আমি কার পাশে দাঁড়াব; এটা আমাকে কারও শিখিয়ে দিতে হবে না,' বলল মরিস। 'আমি শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে আছি, কারও কথার তোয়াক্কা আমি করি না। তবে তুমি যদি তাই চাও, তোমার কথা মতই কাজ হবে, এরফান।'

হাসল জেসাপ। র‍্যাঞ্চ মালিকের তার প্রতি এতটা বিশ্বাস সত্যিই তৃপ্তিদায়ক। 'এর জন্যে তোমাকে কখনও অনুতাপ করতে হবে না, কার্ল।'

'সেটা আমি জানি,' গমগমে স্বরে বলল মরিস। 'আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান বের করার কোন উপায় তোমার মাথায় এসেছে?'

'দু'একটা,' বলল জেসাপ। 'কয়েক দিনের জন্যে আমি নিরুদ্দেশ হতে চাই। এদিক ওদিক একটু খুঁচিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে চাই। কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বোলো গরু চোরদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখতে আমি

ইয়াভাপাই পাহাড়ে ঢুকেছি।'

'তুমি আমাদের লোকজনের কথা নিশ্চয় বলছ না?' আহত স্বরে প্রশ্ন করল কার্ল।

বিষণ্ণ সুরে জেসাপ বলল, 'যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে এসবের পিছনে কে আছে ততক্ষণ কাউকে বিশ্বাস না করাই ভাল, কার্ল। এটা আপাতত তোমার আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। পরে দেখেশুনে একটা নির্দিষ্ট পথে আমরা এগোতে পারব।'

মরিসকে একটু অনিশ্চিত দেখাচ্ছে, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সে। 'তুমি যেমন বলছ তেমনই হবে,' বলল র‍্যাঞ্চার। পাইপ থেকে পোড়া তামাক ঠুকে আগুনে ফেলল কার্ল। 'কখন বেরোবে বলে ভাবছ?'

'ভোরের আলো ফোটার আগেই,' বলল জেসাপ। 'আর ফিলাডেলফিয়া যেন আমাকে অনুসরণ না করে। দ্রুত অনেকটা পথ আমাকে অতিক্রম করতে হবে।'

ফিলাডেলফিয়ার জন্যে শেষ নিষেধাজ্ঞা জারী করে মরিসকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল জেসাপ। পাইপে আবার তামাক ভরে ওটা ধরাল র‍্যাঞ্চার। কালো চোখের যুবকটার কথাই ভাবছে সে। লোকটা মিথ্যে কিছুই বলেনি। ভেসে বেড়াচ্ছি—বলেছিল সে। সে ঠিকই বুঝেছিল সাধারণ কাউবয় ও নয়। কিন্তু সে যে বিদ্যুৎ এটা অভাবনীয়। পাইপ থেকে সরু ধারায় নীলচে রঙের ধোঁয়া উঠছে। আনমনে ওদিকে চেয়ে বসে আছে মরিস।

নয়

ইয়াভাপাই থেকে দক্ষিণে টুসন যাওয়ার পথে প্রথম যে শহরটা পড়ে সেটার নাম রিভারটন। দেখতে শহরটা হুবহু ইয়াভাপাই-এর মত। একটাই তফাত, এখানে কোন ব্যাঙ্ক নেই। শহরের একমাত্র খাবার জায়গাটা চালায় একজন প্রাক্তন কাউবয়। বেন-এর একটা পা কাঠের। বহু বছর আগে স্ট্যামপিডে পড়ে লোকটা তার পা হারায়। ওর খাবার প্রশংসার যোগ্য না হলেও খাওয়া চলে। প্রতিযোগিতার অভাব থাকায় ওকে বেশ ব্যস্তই থাকতে হয়। দুপুর একটার দিকে সাধারণত সে তার তেল মাখা হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে গর্বের সাথে ঘর ভর্তি খদ্দের দেখে খুব আনন্দ পায়। আজও তাই করছিল বেন, এই সময়ে একজন অপরিচিত লোক তার দোকানে ঢুকল। লম্বা গড়নের লোকটার কাঁধ দুটো কুঁজো, মনে হচ্ছে যেন ভারী বোঝা রয়েছে ওর কাঁধে। পরনে সস্তা কাপড়ের একটা প্যান্ট আর নোংরা ফ্ল্যানেলের শার্ট। বুট জোড়ার চামড়া ফাটা, কোন স্পার নেই। কোমরে গানবেল্ট নেই, কিন্তু ওর প্যান্টের ফাঁকে গোঁজা পিস্তলের বাঁটটা বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পেল বেন। মাথা থেকে তেল চিটচিটে সমব্রেরোটা খুলতেই ধুলোবালিতে জট পাকানো চুল দেখা গেল। চুলের রঙ হয়তো একসময়ে কালো ছিল কিন্তু এখন আর কালো বলে চেনার উপায় নেই। ওর চোখে রয়েছে স্টীলরিমের একটা চশমা মুখে

খোঁচাখোঁচা দাড়ি। নবাগত লোকটা বেন-এর দিকে চেয়ে অপ্রতিভ ভাবে একটু হেসে একটা টেবিলে বসল। বেন লক্ষ করল লোকটার দাঁতগুলো হলুদ। নতুন কাস্টমারদের খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখাটা এখন বেন-এর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, কারণ প্রথম দিকে সে যখন দোকান খুলেছিল তখন এই রকম ভিখারী গোছের কিছু লোক খাওয়া শেষ করে ওর পয়সা মেটাতে পারেনি। অবশ্য লোকগুলোকে পিটিয়ে খাবার দাম উসুল করে নিয়েছিল, কিন্তু পয়সা সে পায়নি। মেঝের ওপর খট্‌-খট্‌ শব্দ তুলে বেনকে এগোতে দেখে লোকটা আরও কুঁকড়ে গেল।

'গুড···গুড ডে, স্যার,' তোতলাল লোকটা। 'আমি···আমি···'

'খাবার অর্ডার দেয়ার আগে তোমার টাকার রঙটা আমি দেখতে চাই,' রূঢ় স্বরে বলল বেন। 'এখানে আমি দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে বসিনি।'

দু'একজন নিয়মিত কাস্টমার দাঁত বের করে হাসল। বেন-এর "ফেলো কড়ি মাখো তেল" নীতির সাথে ওরা পরিচিত। ওরা আশা নিয়ে চেয়ে আছে, জানে লোকটা টাকা দেখাতে না পারলে ওকে রিভারটনের ধুলোময় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার আগে কয়েক মিনিট বিনা পয়সায় তামাশা দেখা যাবে। কিন্তু ওরা নিরাশ হলো। লোকটা একটা তেলচিটে থলে বের করে ভিতর থেকে দুমড়ানো একটা এক ডলারের নোট বের করে দেখাল। মাথা ঝাঁকিয়ে রান্নাঘর থেকে এক প্লেট খাবার বেড়ে নিয়ে এল বেন। এরপর লোকটার কথা সে ভুলেই গেছিল। দুপুরের দিকে কাজের চাপ একটু বেশিই থাকে। এরমধ্যে অনেক কাস্টমার খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে বিদায় নিয়েছে—নতুন কাস্টমার এসেছে; অর্ডার দিয়েছে। প্রায় বেলা দুটোর দিকে বেন খেয়াল করল অগ্রিম টাকা দিয়ে যে লোকটা খেয়েছিল সে তখনও তার টেবিলেই বসে কটু গন্ধওয়ালা একটা চুরুট ফুঁকছে। আবার মেঝের ওপর কাঠ ঠোকার শব্দ তুলে লোকটার দিকে এগিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল বেন।

'তোমার খাওয়া শেষ।' কথাটা প্রশ্ন নয়, এবং লোকটা নার্ভাস ভাবে মাথা ঝাঁকাল। 'তাহলে এবার বিদেয় হও।' লোকটা আবার মাথা ঝাঁকাল। দোকানে এখন আর কেউ নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে সে তোতলাল, 'তু···তু···তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো, মিস্টার?'

'টাকা চাইলে উত্তরটা হচ্ছে, না,' সোজা জানিয়ে দিল বেন।

ধুলোবালিতে ভরা মাথা নাড়ল লোকটা। 'না;···হেঁহ্‌, হেঁহ্‌···টাকা নয়, টাকা আমার অনেক আছে। তবে···টাকার মতই ভাল।' লোকটা নিজের নাকটা একটু চুলকে বেন-এর দিকে চেয়ে চোখ টিপল। নিজের কৌতূহল চেপে চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল বেন।

'তোমার নাম কি, মিস্টার?' প্রশ্ন করল সে।

'স্মিথ,' বলল লোকটা। 'জন স্মিথ।' বাঁকা হাসি হাসল সে। ওর মুখ থেকে মদের কড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। 'তুমি কি জানো এখানে আমি গরুর ক্রেতা পাব কিনা?'

'কতগুলো গরু?' জানতে চাইল বেন। 'ওদের ব্র্যান্ড কি?'

'গোটা পঞ্চাশেক,' বলল স্মিথ। 'ব্র্যান্ডের কথা···হেঁহ্‌, হেঁহ্‌, হেঁহ্‌··· বিভিন্ন ব্র্যান্ড···হেঁহ্‌, বিভিন্ন।' লোকটা এমন ভাবে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল যেন

দারুণ মজার কোন কথা বলছে। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে খুঁটিয়ে দেখল বেন।

'তোমাকে ক্রেতার খোঁজ দিতে পারব এমন ধারণা তোমার কিভাবে হলো?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আমি গরুর ব্যবসা করি না।'

'আমি বলিনি তুমি তাই করো,' হাসল স্মিথ। 'তুমি যদি তেমন কাউকে না চেনো···ক্ষতি নেই···আমি তাহলে সেলুনের দিকে যাচ্ছি।'

বেন ওখানে দাঁড়িয়েই লক্ষ করল বাডের সেলুনে ঢুকল স্মিথ। তারপর অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সাথে এপ্রোন ছেড়ে মাথায় একটা স্টেটসন হ্যাট চাপিয়ে দোকান ছেড়ে রাস্তায় নামল সে। ঘুরে পিছনের গলি দিয়ে রাস্তার পুব দিকের বাড়িগুলোর পিছনে এসে একটা বন্ধ দরজায় নক করল। ভিতর থেকে ঠাণ্ডা স্বরে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'বেন,' জবাব দিল সে। 'দরজা খোলো, খবর আছে।'

দরজা খুলে গেল। কঠিন চোখের একজন সিউট পরা লোক ওকে ভিতরে ঢুকতে বলল।

একটা ড্রিঙ্ক সামনে নিয়ে বাডের সেলুনের পিছন দিকের একটা টেবিলে বসে আছে স্মিথ। মেক্সিকান সমব্রেরোর আড়াল থেকে দরজার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সে। প্রত্যেকটা লোকের আসা-যাওয়া লক্ষ করছে। দুপুরে সেলুনে তেমন ভিড় নেই, তবু দেখছে। একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'ফিলাডেলফিয়া আমাকে এই চেহারায় দেখলে নিশ্চয় ভাবত আমি পাগল হয়ে গেছি,' আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল এরফান। কারণ সে এখনও নিশ্চিত নয় যে খোঁচাটা ঠিক জায়গা মত দেয়া হয়েছে। তবে এটা ঠিক, যে শহরের প্রত্যেকটা নবাগত লোকের সাথে ওই লোকটারই সরাসরি যোগাযোগ হয়। জেসাপ যা জানতে চেয়েছে সেটা জানলে ওই লোকই জানবে। রওনা হওয়ার আগে মরিসের কাছ থেকে পুরানো জামা-কাপড়, চশমা আর বুট চেয়ে এনেছিল সে। ওগুলোর সাথে কিছু ধুলোমাটি যোগ করে ছদ্মবেশ নিয়েছে এরফান। তামাক চিবিয়ে দাঁত হলুদ করে হুইস্কি মুখে নিয়ে কয়েকবার কুলকুচা করে ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করেছে। হয়তো এর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু রিভারটনের কেউ ওকে চিনে ফেললে, বা ইয়াভাপাই-এর কোন লোক রিভারটনে ওকে দেখে চিনতে পারলে ঝামেলা হতে পারে মনে করেই সে এই সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

দুজন লোককে সেলুনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে এরফানের চিন্তায় ছেদ পড়ল। ওরা চারপাশে একবার চেয়ে দেখল যেন নিছক স্বাভাবিক কৌতূহল মেটাচ্ছে। এরফানকেও দেখল, কিন্তু বাকি সবার দিকে যতক্ষণ, তারচেয়ে বেশিক্ষণ নয়। ওদের একজন লম্বা আর চিকন গড়নের লোক। মাথায় চওড়া কার্নিসের একটা সাদা হ্যাট। রাবার প্ল্যানটেশনের মালিকরা ওই ধরনের হ্যাট পরে। ওর দামী স্যুট, জরির কাজ করা ফতুয়া, আর হাঁটু সমান উঁচু ঝকঝকে বুট দেখে বোঝা যায় লোকটার টাকা আছে। রিভারবোট গ্যাম্বলার—সিদ্ধান্ত নিল এরফান। ওর সঙ্গী অস্বাভাবিক রকম মোটা আর বেঁটে। লোকটা এত ঘামছে যে মনে হচ্ছে যেন ওর চর্বিই গলে বেরোচ্ছে। প্যান্ট আর একটা লিনেন শার্ট ওর পরনে। পায়ে ছোট

গোড়ালির বুট। লোকটার বিশাল বপু ঘিরে রয়েছে একটা গানবেল্ট। গ্যাম্বলার লোকটার কোমরে গানবেল্ট না থাকলেও এরফান জানে ওর কাছে লুকানো পিস্তল আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে আগের সেই কুঁজো ভঙ্গিতে হেঁটে বারের দিকে এগোল জেসাপ। একটা বিয়ারের অর্ডার দিয়ে গ্যাম্বলার লোকটার পাশে দাঁড়াল সে।

'আজকে খুব গরম পড়েছে, তাই না?' সাদা বড় একটা রুমাল দিয়ে ঘাম মোছায় ব্যস্ত মোটা লোকটা এরফানের উদ্দেশে বলল। মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল জেসাপ।

'এমন দিনেই মনে হয় বাঁচার জন্যে মানুষকে পরিশ্রম করতে না হলেই ভাল হত,' মোটা লোকটা আবার বলল।

'জানি···জানি তুমি কি বোঝাতে চাইছ,' হাসল জেসাপ। 'আমারও একই অনুভূতি হচ্ছে। তোমরা আমার সাথে বসবে? একসাথে একটা ড্রিঙ্ক খাই?'

'আমার আপত্তি নেই,' মোটা লোকটা সম্মতি জানিয়ে সঙ্গীর দিকে ফিরল। 'ভান্স?' লোকটা ফিরে তাকিয়ে স্মিথকে প্রথমবারের মত লক্ষ করার ভান করল।

'কিছু বলছ?'

'এই ভদ্রলোক তোমাকে তার সাথে ড্রিঙ্ক করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে,' মোটা লোকটা বলল।

'আমাদের পরিচিত হবার সৌভাগ্য আগে হয়েছে বলে মনে পড়ে না, স্যার?' ভান্স বলল। জেসাপ নিজেকে জন স্মিথ বলে পরিচয় দিল। লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে জেসাপের সাথে এগিয়ে রুমাল দিয়ে চেয়ারটা ঝেড়ে নিয়ে বসল।

'তুমি কোন পেশায় আছ, মিস্টার স্মিথ?' প্রশ্ন করল মোটা লোকটা।

'হেঁহ্, হেঁহ্,···এটা ওটা করে খাই,' বিড়বিড় করে বলল জেসাপ। 'বেচা আর কেনা।'

'রিভারটনে তুমি কি করতে এসেছ, কেনা না বেচা?' প্রশ্ন করল ভান্স।

হাসল জেসাপ। 'বে···বেচতে। শোনো, তোমরা আইনের লোক নও তো? মানে···'

হাত তুলে জেসাপকে থামাল মোটা লোকটা। 'আরে না, এ হচ্ছে ভান্স বুলক। এই এলাকার সব থেকে বড় ব্যবসায়ী। এখান থেকে উত্তরে ওর একটা র‍্যাঞ্চ আছে।'

'আমি নিশ্চিত মিস্টার স্মিথ আমার সম্পর্কে কথা শোনার জন্যে এইদিকে আসেনি,' বলল ভান্স। ওর গলার স্বর এবার কঠিন ব্যবসায়ীর মত হয়ে উঠল। 'তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে, মিস্টার স্মিথ?'

সব ভনিতা ছেড়ে নিজের আসল রূপ নিয়ে নিজেকে মেলে ধরল ভান্স। মনে মনে জেসাপ হাসল, কিন্তু ওর ভাব ভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ পেল না। মনে হলো সে যেন একটা বিব্রত অবস্থায় আছে।

'কেন···আমি···তুমি···শুনেছি,' তোতলাচ্ছে সে।

'কে তোমাকে বলেছে?' খেঁকিয়ে উঠল মোটা লোকটা। একই সঙ্গে এরফান একটা শক্ত ধাতুর গুঁতো খেল পাঁজরে। বুঝল মোটা লোকটা তার বিশাল ভুঁড়ির

আড়ালে পিস্তল বের করে তার পাঁজরে ঠেসে ধরেছে।

'তোমরা···হেঁহ্, হেঁহ্···তোমরা আমাকে ভুল বুঝছ···' কোনমতে বলল সে। 'আমি···আমি শুনেছি এই ধরনের কেনা বেচা এখানে হয়। কেউ কোন নাম উল্লেখ করেনি—আমি শুধু শুনেছি। একটা সেলুনে···মনে হয় ওটা টেলরের সেলুনেই শুনেছি।'

'গরুগুলো কোথায় পেলে?' প্রশ্ন করল মোটা লোকটা; গরমে অস্থির আর অসহায় ভাবটা সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে ওর চেহারা থেকে। মনে মনে লোকটার অভিনয় ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারল না জেসাপ। রিভারটনের কেউ লোকটাকে বেশি মোটা বলে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখার বেশি কিছুই করবে না। কিন্তু লোকটা যে কোণঠাসা বাঘের মতই ফুঁসে উঠতে পারে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

'ওগুলো···ওদের আমি ইয়াভাপাই-এর একটা ক্যানিয়ন থেকে··· মানে···ওখানে আমি প্রসপেক্টিং করছিলাম···সোনা পাওয়ার আশায়। ওখানেই একটা কানা ক্যানিয়নে ওদের দেখতে পেলাম।'

'ওই ক্যানিয়নটা কোথায়?' জানতে চাইল মোটা লোকটা।

'ইয়াভাপাই পাহাড়ে···অ্যাপাচি ক্যানিয়নের উত্তর-পুবে,' জানাল জেসাপ।

'তুমি গরুগুলোকে ওই ক্যানিয়নেই পেয়েছ বলে দাবি করছ?'

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'ঠিক বুঝলাম না···আশেপাশে কেউ ছিল না। কোন গার্ড নেই···অথচ গরুগুলো ওখানে ছিল। ভাবলাম কেউ নিশ্চয় উদ্দেশ্য নিয়েই ওগুলোকে ওখানে জড়ো করেছিল···সৌভাগ্য আমার···হেঁহ্, হেঁহ্···আমি গরুগুলোকে রাতের বেলায় তাড়িয়ে নিয়ে এলাম, কিন্তু ওই এলাকায় দ্বিতীয় কাউকে দেখতেই পাইনি।'

মোটা লোকটা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভান্স ওকে মাথার ইশারায় টেবিল ছেড়ে একটু দূরে আলাপ করার জন্যে ডাকল। হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে ভান্স জেসাপের কথা মোটেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মোটা লোকটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

একটু পরেই আবার ফিরে এল ওরা।

'গরুগুলো এখন কোথায় আছে, স্মিথ?' মোটা লোকটা প্রশ্ন করল।

'নিরাপদ জায়গায়,' জবাব দিল জেসাপ। 'ওদের জায়গা মতই আটকে রেখে এসেছি আমি।'

কয়েক মিনিট দাম নিয়ে দর কষাকষি চলল—পরে একটা দামে দুপক্ষই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল। লম্বা লোকটা উঠে দাঁড়াল। 'ভিনসেন্ট তোমাকে টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করবে,' বলে গোড়ালির ওপর ঘুরে বেরিয়ে গেল ভান্স।

'ওর···ওর ব্যবহারটা একটু শক্ত,' ক্ষুণ্ণ মনে মন্তব্য করল জেসাপ। সে স্মিথের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। হাসল ভিন্‌স্, কিন্তু ওর হাসিটাকে মোটেও আন্তরিক বলা যায় না।

'নরম হওয়ার প্রয়োজন হয় না ওর,' জবাব দিল ভিনসেন্ট। 'এবার বলো তোমার ক্যাম্প কোথায়?'

জেসাপ শহরে আসার পথে উত্তরে যে ওয়াটার হোলটা পেরিয়ে এসেছে সেটায়

পৌঁছানোর পথ জানাল। বলল সন্ধ্যার পরে সে গরু নিয়ে ভিনসেন্টের সাথে ওখানেই দেখা করবে।

'ঠিক আছে,' বলল ভিন্স্। 'কিন্তু সাবধান, তোমার পিস্তলটা যেন আমার ওপর ব্যবহার করে বোসো না। নার্ভাস গরুচোরের গুলি খেয়ে মরার শখ আমার নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জেসাপ। ভিনসেন্ট বিদায় নিয়ে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নার্ভাস ভাবটা বজায় রাখল সে। তারপর একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে লোকটা দুটো বাড়ির ফাঁকে অদৃশ্য হলো। সেলুনের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জেসাপ। একটা বাড়ির পিছনে নিগারকে বেঁধে রেখেছিল—ঘোড়ার পিঠে স্যাডল ব্যাগের মধ্যে রয়েছে ওর নিজের জামা-কাপড় আর পিস্তল। ঘোড়ার পানি খাওয়ার কাঠের চৌবাচ্চার পানিতে মুখ আর চুল ধুয়ে ফেলল। জামা-কাপড় বদলে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ছদ্মবেশী জন স্মিথ আবার এরফান জেসাপে পরিণত হলো। হ্যাটটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে নিয়ে সামনের রাস্তায় উঠল সে। এখন আর কেউ ওকে জন স্মিথ বলে চিনতে পারবে না।

নিঃশব্দ পায়ে ভিনসেন্ট যেখান দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল সেই বাড়ি দুটোর ফাঁকে ঢুকল জেসাপ। পিছন দিকে পৌঁছে একটা খোলা জানালা দিয়ে প্রাণখোলা হাসির শব্দে দেয়াল ঘেঁষে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। লোকগুলোর গলার স্বর শুনে বুঝল এদের সাথেই সেলুনে তার কথা হয়েছে।

'...বাড়ির থেকে টাকা পাঠিয়েছে,' বলছিল ভিনসেন্ট। ভান্সের হাসির শব্দও মাঝেমাঝে শোনা যাচ্ছে। 'হাঁদা স্মিথ ওয়াটার হোলের কাছে আমার সাথে দেখা করবে সন্ধ্যার পর। তারপর দাম মিটিয়ে দিয়ে গরু নিয়ে ফিরব আমি।'

'ঠিক তাই, তবে রুপার বদলে সীসা দিয়ে দাম মেটানো হবে,' বলল ভান্স। 'খুব সহজ কাজ।'

'লোকটা মনে হয় জন্ম থেকেই বোকা,' হাসল ভিনসেন্ট। 'এমন লোকের বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। তবে জেরি লোগান ওর নাগাল পাওয়ার আগেই ওকে শেষ করে ফেলা দরকার।'

'তুমি...' হাসিতে ফেটে পড়ল ভান্স। 'তুমি ভাবছ বোকাটা লোগানের ক্যানিয়ন আবিষ্কার করে ফেলেছে?'

'হতেই হবে, ভান্স,' বলল মোটা লোকটা। 'অ্যাপাচি ক্যানিয়নের কাছে ওর ছাড়া আর কার গরু থাকবে?'

দুজনে আবার একসঙ্গে হেসে উঠল। জেসাপও নিঃশব্দে হাসল। ওর ছলনা খুব কাজে এসেছে—এতটা সুফল সে স্বপ্নেও আশা করতে পারেনি। ওদের কথায় বোঝা যাচ্ছে লোগানই এদের কাছে গরু বিক্রি করছে। এসব চুরির জন্যে যদি লোগান দায়ী হয় তবে ওর পিছনে আর কেউ আছে, এবং সে টম জনসন নয়।

ধীরে জানালার পাশ থেকে সরে দ্রুত পায়ে নিগারের কাছে ফিরে এল জেসাপ। লোগানের সাথে দীর্ঘ আলাপ করার সময় এসেছে।

সন্ধ্যায় অসহায় হতভাগ্য জন স্মিথকে হত্যা করতে আসবে ভিনসেন্ট। ওকে

একটু উচিত শিক্ষা দেয়ার কথা একবার ভাবল জেসাপ। কিন্তু না—ওটা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে ওর। সোজা মেসকিটের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল এরফান।

দশ

এই সন্ধ্যায় দশমবারের মত মরিস বলল, 'ইশ্, এরফান যে এখন কোথায় তা যদি জানতাম!'

সুজান মরিস তার বাবাকে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে শুনে চাপা জিদে মেঝেতে পা ঠুকল। 'বাবা!' বলল সে, 'তুমি যদি ফের ওই কথা বলো তবে আমি সত্যিই চিৎকার করে উঠব। এরফান এখানে থাকলেও এখন আর পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটবে না। যা ঘটার তা ঘটে গেছে; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আরও খারাপ কিছু ঘটেনি।'

মাথা নাড়ল মরিস। সত্যি, তার মেয়ে হয়তো না বুঝে ঠিক কথাই বলেছে। জেসাপ যদি আজ সকালে উপস্থিত থাকত তবে হয়তো যা ঘটেছে তার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিই দাঁড়াত।

কোরালে ছিল মরিস। ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝল একজন আরোহী দক্ষিণ ট্রেইল ধরে আসছে। শব্দটা সুজানের কানেও গেছে। শটগান হাতে আগের মহড়া অনুযায়ী সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শটগানটা বাবার হাতে তুলে দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে মেয়েটা জানতে চেয়েছিল ফিলাডেলফিয়া কোথায়।

'ওকে আমি ব্রাডলের র‍্যাঞ্চে কুড়াল আনতে পাঠিয়েছি,' মেয়েকে জানাল মরিস। 'দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই!'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে ঘরের ছায়ায় সরে গেল সুজান। ভাঁজ করা কনুই-এর ফাঁকে শটগানটা রেখে নবাগত লোকটার দিকে ফিরে অপেক্ষায় রইল সে। ধীর পদক্ষেপে বে স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার পিঠে বসা লোকটা মরিসের দিকে এগোচ্ছে।

লোকটার রুপার কারুকাজ করা জিন আর বেল্ট—বিশেষ কায়দায় গভীর করে কাটা খাপ, এসব কিছুই মরিসের নজর এড়াল না। লোকটা যে হঠাৎ করে চলার পথে এদিকে আসেনি, তা বেশ বুঝতে পারছে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে অবজ্ঞার চোখে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখল।

'এখানে তুমি কি চাও, মিস্টার?' প্রশ্ন করল মরিস। কিন্তু নবাগত লোকটা তার প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে থুতু ফেলে ঘোড়াটাকে হাঁটুর গুঁতোয় আরও এগিয়ে আনল। নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

কার্লের প্রশ্নটাকে আমল না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করল, 'তুমি মরিস?'

'হ্যাঁ। তুমি কি চাও? কে তুমি?'

'তোমাকে নিজের চোখে একটু দেখতে চেয়েছিলাম,' জবাব দিল লোকটা। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি। আমার পরিচয় জানতে চাইছিলে তুমি, নামটা,

ক্যামেরন। ওয়েজলি ক্যামেরন। আশা করি আমার নামও তুমি শুনেছ।'

'তা শুনেছি,' গর্জে উঠল মরিস। 'তবে ভাল কিছুই শুনিনি।'

'মুখ সামলে কথা বলো, বুড়ো ছাগল!' খেঁকিয়ে উঠল ক্যামেরন। 'আমি তোমার সাধের বাড়িটা প্রশংসার চোখে দেখছি মাত্র। আমাকে খেপালে এটার চেহারা পালটে দিয়ে যাব।'

মরিস শটগানটাকে দৃশ্যতভাবে বাগিয়ে ধরল, কিন্তু ঠাণ্ডা-চোখের লোকটা যেন লক্ষ্যই করল না।

'মনে হয় এই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছ তুমি,' কথাটা অনেকটা আপন মনেই বলল ক্যামেরন। 'ভাল সিদ্ধান্ত। এই উঁচু এলাকাটা তোমার মত লোকের জন্যে খুব অস্বাস্থ্যকর।'

'চোখের মাথা খেয়েছ তুমি,' গর্জে উঠল মরিস। 'তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি আমি, মিস্টার! এবার তোমার লেজ আমি ফুটো করে দেয়ার আগেই লেজ গুটিয়ে পালাও!'

হাসল ক্যামেরন। শীতল প্রাণহীন হাসিটা ওর চোখ পর্যন্ত পৌঁছল না। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা কার্ল মরিসের দিকে এগোল সে। শটগান হাতে ওকে কাভার করে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল।

'ওখানেই দাঁড়াও! আর আগে বেড়ো না!' ওকে সাবধান করল কার্ল। কিন্তু পিস্তলবাজ লোকটা ওর কথায় কান দিল না।

'তুমি কি তোমার মেয়ের সামনে শটগানের গুলিতে আমাকে ছিন্নভিন্ন করতে চাও, মরিস?' উপহাস করার সুরে বলল ক্যামেরন। 'তুমি জানো এত কাছে থেকে ওটার গুলিতে একটা মানুষের কি অবস্থা হয়? তুমি চাও তোমার মেয়ে এমন একটা বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে দেখুক?'

এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল মরিস। এবং ওই মুহূর্তের অসাবধানতার পুরো সুযোগ গ্রহণ করে সাপের ছোবলের মত দ্রুত হাত নেড়ে শটগানের ব্যারেলটা থাবা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল ক্যামেরন। ডান হাতে খাপ থেকে উঠে এল ওর পিস্তল। কানের পাশে ওটার আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল কার্ল। কানের পাশের ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার জন্যে পিস্তল তুলতে দেখে পিস্তলবাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজান। হাত বাড়িয়ে নখ দিয়ে লোকটার বিকৃত মুখে খামচি বসার চেষ্টা করল মেয়েটা।

অনায়াসে স্টীলের মত শক্ত মুঠোয় হাত দুটো ধরে মুচড়ে পিছনে ঠেলে ওকে জড়িয়ে ধরল ক্যামেরন। ওর মুখের কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই হাঁপাচ্ছে মেয়েটা।

'চমৎকার!' লালসার দৃষ্টিতে সুজানের দিকে চেয়ে বলে উঠল পিস্তলবাজ, 'একেবারে বুনো বেড়াল! সুন্দরীও বটে! ছোট্ট একটা চুমো দাও তো, লক্ষ্মী?'

পিস্তলবাজের মাথা মেয়েটার দিকে নিচু হলো। সুজান মরিয়া হয়ে ওর পাশবিক বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। আধো-অজ্ঞান অবস্থা, শক্ত হাতের বেষ্টনীতে নিরুপায় অবস্থা। ক্যামেরনের মুখটা আরও এগিয়ে আসতে দেখে চোখ বুজল···হঠাৎ বাঁধন আলগা হলো, বাবার পাশেই লুটিয়ে পড়ল মেয়েটা। চোখ খুলে চেয়ে সে দেখল ফিলাডেলফিয়ার হেঁচকা টানে ভারসাম্য হারিয়ে টলতে টলতে

পিছিয়ে গেল লোকটা। অন্ধ-রাগে দুহাতে প্রচণ্ড দুটো ঘুসি ছুঁড়ল ফিলাডেলফিয়া—প্রথমটা পড়ল চোয়ালের পাশে কানের ওপর, দ্বিতীয়টা সরাসরি মুখের ওপর। উলটে উঠানের ধুলোয় চিত হয়ে পড়ল ক্যামেরন। গালি দিয়ে থুতুর সাথে রক্ত ছিটিয়ে উঠে বসল লোকটা, মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোর কাটাবার চেষ্টা করছে। এগিয়ে গেল ফিলাডেলফিয়া। নেশাগ্রস্ত লোকের মত উঠে দাঁড়াল লেজলি, কিন্তু সামলে ওঠার সময় পেল না—এবার সমস্ত শক্তি দিয়ে মারা ঘুসিটা পড়ল ওর মাথার পাশে কপাল আর কানের মাঝখানে রগটার ওপর। জ্ঞান হারিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল ক্যামেরন। ছেলেটা সুজানকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এগোল, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাঁটু গেড়ে মরিসের পাশে বসে ওর মাথাটা একটু উঁচু করে ধরল ফিলাডেলফিয়া। একটু নড়ে দুর্বল স্বরে ককিয়ে উঠল বুড়ো। ছুটে বাড়ির ভিতর থেকে গামলা ভরে পানি নিয়ে এল সুজান। বিনা দ্বিধায় পুরো পানি মরিসের মুখের ওপর ঢেলে দিল ফিলি। মুহূর্তে নাক ছেড়ে পানি ছিটিয়ে উঠে বসল কার্ল। ফিলাডেলফিয়া ওকে জানাল সুজান সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে। পানি আনতে মেয়েটা আবার ভেতরে গেছে। এতক্ষণ কেউ ক্যামেরনের অসাড় দেহটার দিকে কোন নজর দেয়নি। নইলে ওকে একটু নড়ে সাবধানে মাথা কাত করে কে কোথায় আছে খেয়াল করছে দেখতে পেত। ভীষণ ক্রোধে লোকটার মুখ বিকৃত হলো। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সে। দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সুজান। ক্যামেরনকে ঝুঁকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ফিলাডেলফিয়া আর মরিসকে কাভার করে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে হাঁ হয়ে গেল মেয়েটার মুখ।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ফিলাডেলফিয়া। কিন্তু ক্যামেরনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে জমে গেল। পিস্তলবাজের হাসিটা মৃত্যুর মতই হিম।

'তুমি খুব অসাবধান, বাছা,' ফিলাডেলফিয়াকে বলল সে। 'মেরে ফেলেছ নিশ্চিত না হয়ে কারও দিকে পিছন ফিরতে নেই।'

নিজের প্রতি রাগ আর ক্ষোভে ফিলাডেলফিয়ার চেহারাটা দৃঢ় হলো। এক পা আগে বাড়ল সে। কাঁধে হাত রেখে ওকে বাধা দিল মরিস।

'না, ফিলি,' দৃঢ় স্বরে বলল সে। 'ওটা লেজলি ক্যামেরন—ভাড়াটে খুনী, আর খুব ফাস্ট। ওর বিরুদ্ধে তুমি লড়তে যেয়ো না।'

অনিশ্চিত ভাবে ক্যামেরন থেকে নজর ফিরিয়ে মরিসকে দেখল ছেলেটা, তারপর আবার ক্যামেরনের দিকে ফিরল।

ক্যামেরনের চেহারায় নেকড়ের মত একটা হাসি ফুটে উঠল। 'তুমি ভাবছ, লোকে যতটা বলে, আমি সত্যিই তত ফাস্ট কি না, তাই না, বাছা? ভাবছ, তুমি হয়তো আমার বিরুদ্ধে জিততে পারবে। কিন্তু তুমি তত ফাস্ট নও—তাই মিছে চেষ্টা কোরো না। নাবালক মারার ব্যবসায়ে আমি নেই। তবু, তোমার কাছে আমার কিছু দেনা রয়ে গেছে···' নিজের ফুলে ওঠা চোয়াল হাতাল সে। ওর চোখ দুটো হঠাৎ কঠিন আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। চোখের পলকে কাটা খাপ থেকে পিস্তল বের করে নিমেষে কোমরের পাশ থেকেই দুটো গুলি ছুঁড়ল সে। ফিলাডেলফিয়া গুলির ধাক্কায় দু'পা পিছিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সুজান মরিসের কণ্ঠ থেকে তীক্ষ্ণ

চিৎকার বেরিয়ে এল। কার্ল মরিসের মুখ থেকে বেরোল একটা গালি।

'অপদার্থ, খুনী,' বলে উঠল সে। ওর চোখ দুটো দশ ফুট দূরে ধুলোয় পড়া শটগানটার ওপর থেকে ঘুরে এল।

ক্যামেরন হাসল। 'ওকে আমি মারিনি মরিস,' বলল সে। 'পিছন থেকে আমাকে যেন আগামী কয়েক সপ্তাহ আক্রমণ না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করলাম মাত্র।'

চিৎকার করেই ফিলাডেলফিয়ার পাশে ছুটে এসেছিল সুজান। খুঁটিয়ে দেখে বোঝা গেল পিস্তলবাজের কথাই ঠিক। ওর দুটো গুলিই ছেলেটার পুরু উরুর মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। রক্তাক্ত লিভাই (Levi) পরা তরুণ উঠে বসেছে। অবাক দৃষ্টিতে সে পিস্তলবাজের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কোন জাদুমন্ত্রে এটা সম্ভব হলো। মরিসের চোখে দুশ্চিন্তা দেখে লেজলি হেসে উঠল।

'তুমি চিন্তিত হয়ে উঠেছ,' বলল সে। 'আমি এখানে পৌঁছার পর এখন পর্যন্ত এই প্রথম তুমি স্থির চিন্তাধারার পরিচয় দিলে। তুমি ভাবছ যদি তোমার অনুপস্থিতিতে, কিংবা তোমাদের না জানিয়ে নিঃশব্দে আমি এখানে পৌঁছতাম তাহলে কি ঘটত।' মাথা হেলিয়ে মেয়েটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'মেয়েটা সুন্দরী,' মন্তব্য করল ক্যামেরন, 'তুমি একটু ভাবনা-চিন্তা করে দেখো, আমি এখানকার আবহাওয়ার সম্পর্কে কি বলেছি। তোমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও মেসেজটা পৌঁছে দিও। আমি আপাতত আশেপাশেই থাকব।'

দ্বিতীয় কোন কথা না বলে গোড়ালির ওপর ঘুরে নিজের ঘোড়াটার কাছে গিয়ে, চমৎকার স্ট্যালিয়নটার পিঠে উঠে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো লেজলি। মেয়েটার দিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখে চেয়ে রইল মরিস।

ফিলাডেলফিয়ার মন জুড়ে রয়েছে সেদিনের ঘটনা। সুজান ব্যস্তভাবে ওর ক্ষতের ড্রেসিং বদলাচ্ছে। পুরো এক ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের শেষে জ্বরে দাঁতে-দাঁত ঠোকাঠুকি শুরু হওয়ার পরই সে সুজানকে তার নার্স হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এখন ছেলেটা র‍্যাঞ্চহাউসেরই একটা বাড়তি ঘরে ঘুমাচ্ছে। মেয়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মরিস এখনও ভাবছে এরফান কোথায় আছে। ওই লোকটার প্রতি কেন যেন মরিসের পুরোপুরি আস্থা জন্মেছে। কিন্তু তবু ওই দিনের ঘটনার পর মরিসের নিজের ওপরই আস্থার ভিত নড়ে উঠেছে। তবে এরফানের মত, সেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, যে জনসন তাকে তাড়াবার জন্যে মেয়েদের ওপর আক্রমণ চালাবার মত নিচে নামতে পারে।

এগারো

কার্লের র‍্যাঞ্চে এসে ক্যামেরনের ওকে শাসিয়ে যাওয়ার পরের দিন ভোরে ফিরে এল এরফান। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে নীরবে পুরো ঘটনাটা শুনল সে।

'হয়তো মিস সুজান মরিসকে কিছুদিনের জন্যে আর কোথাও পাঠিয়ে দেয়াই আমাদের উচিত হবে,' সব শুনে মন্তব্য করল এরফান। কিন্তু মেয়েটা সঙ্গেসঙ্গে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল।

'এটা আমার বাড়ি, এবং এখানেই আমি থাকব,' শান্ত স্বরে জানাল সুজান। 'কোন পিস্তলবাজের হুমকিতে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই পালাব না আমি। তাছাড়া আমি আর কোথাও গেলে, জখম লোকটার দেখাশোনা কে করবে?'

পাশের ছোট কামরায় ফিলাডেলফিয়াকে দেখতে গেল জেসাপ। জ্বরে ছেলেটার মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'তোমার জীবনটা খুব সুখের বলতে হবে,' হেসে বলল এরফান। 'সুন্দরী নার্স, ভাল খাবার, কোন কাজ নেই—আর কি চাই?'

দুঃখের সাথে হাসল ফিলাডেলফিয়া। 'তোমার সাথে জায়গা বদল করতে যেকোন সময়ে রাজি আছি আমি,' বলল সে। 'ওই কয়োটি ক্যামেরনের মুখোমুখি মোকাবিলা করার সুযোগের জন্যে দু'বছরের বেতন দিতেও আমার বাধবে না।'

'আগে সেরে ওঠো তুমি,' বলল এরফান। 'ক্যামেরন কোথাও যাচ্ছে না। এই এলাকায় আগামীতে বিরাট অনেক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আগে সুস্থ হয়ে নাও, তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে।'

'নিশ্চয়, এরফান,' বলল ছেলেটা। উৎসাহে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সুজান ঘরে ঢুকে এরফানকে তাড়া লাগাল। 'লড়াই-এর কথা বন্ধ করো তোমরা,' বকা দিল সে। 'ফিলি, তোমাকে এবার ঘুমাতে হবে। শুয়ে পড়ো এখন।'

'আমি ক্লান্ত হইনি, মিস সুজান,' প্রতিবাদ করল সে। 'কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আমি তো মাত্র উঠলাম এখন।'

'আমার সাথে তর্ক কোরো না, মিস্টার ফিলাডেলফিয়া বুথবি...' বেরিয়ে আসার পথে এরফান মেয়েটাকে বলতে শুনল।

'এতে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলো, এরফান,' ওকে বেরিয়ে আসতে দেখে বলল কার্ল। 'সু-কে বুঝিয়ে শহরে পাঠানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আর ও যতক্ষণ বাসায় আছে আমি বাড়ি ছেড়ে বেশিদূরে কোথাও যেতে চাই না। অথচ ঘটনাটা আর সবাইকে জানিয়ে সাবধান করে দেয়া দরকার, নইলে হয়তো ওদের কেউ না বুঝে ক্যামেরনের মোকাবিলা করে বসতে পারে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করল এরফান। 'আমি এখনই ব্র্যাডলের ওখানে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফিরতে আমার দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। এখানে ফিরে খাওয়া সেরে বাকি সবার কাছে খবরটা পৌঁছে দেব আমি।'

আর দেরি না করে নিগারের পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে পশ্চিমে লেইজি বি-র পথ ধরল সে।

জেসাপ রওনা হওয়ার একঘণ্টা পরে ওয়্যাগন আসার শব্দে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল মরিস। এক হাতে রোদ আড়াল করে খোলা প্রান্তরের দিকে চেয়ে মুহূর্তে সে ওয়্যাগনটাকে চিনতে পারল। 'ওটা জেরেমি ক্লাইডের ওয়্যাগন,' মেয়ের উদ্দেশে বলল সে। 'ভয়ের কোন কারণ নেই।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভার্জিনিয়ার লোকটা লাফিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামল। ওর সাথে চার্লি নেওয়াট রয়েছে। ওদের দেখে মরিসের মুখে হাসি ফুটে উঠল। গত দিনের ঘটনার কথা অল্প কথায় ওদের জানাল। শুনে জেরেমি ক্লাইডের চেহারা গম্ভীর হলো।

'লোকটা আমার ওখানে না এলেই ভাল করবে,' বলল সে। 'আমি কাউকে পরোয়া করি না—তা সে যতবড় পিস্তলবাজই হোক।'

'ওকে দেখলে ওর থেকে দূরে থাকাই ভাল, জেরেমি,' ওকে সাবধান করল কার্ল। 'লোকটা খুব নীচ। এবং আমাদের যেকোন মানুষের ভালমত বুঝে ওঠার আগেই আমাদের হত্যা করার ক্ষমতা তার আছে।'

সাবধান বাণী শুনে আবার গম্ভীর হলো জেরেমির চেহারা। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কার্ল,' স্বীকার করল সে। 'ঠিক আছে, ওর দেখা পেলে ওকে আমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব। যাক, এখন বলো শহর থেকে তোমার জন্যে কিছু আনার দরকার আছে?'

মাথা নাড়ল মরিস। 'না, আমার কিছু লাগবে না। কিন্তু সাবধান, শহরে একটু বুঝেশুনে চোলো। ওখানে সেবার র‍্যাঞ্চের কেউ থাকলে, বা ক্যামেরনের দেখা পেলে ঘুরে সোজা মেসকিটে ফিরে এসো। কারও সাথে লাগতে যেয়ো না। আমরা কারও সাথে লড়াই-এ যেতে চাই না।' চার্লি নেওয়াটের দিকে ফিরল সে। 'আমি তোমার ওপর ভারটা ছেড়ে দিচ্ছি, চার্লি, তুমি দেখেশুনে সবদিক সামলাবে।'

'কো…কোন ঝামেলা হবে না,' তুতলে বলল চার্লি। নার্ভাস ভাবে নড করল সে। 'ঝা…ঝামেলা হবে না। আমাদের জিনিসপত্র নিয়েই আমরা…' স্বভাবতই বাক্যটা শেষ হলো না।

অবুঝ বাচ্চার মত ব্যবহার করা হলো বলে নিজের মনেই গজ গজ করতে করতে গিয়ে ওয়্যাগনে উঠল জেরেমি। তারপর ওয়্যাগন ঘুরিয়ে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ট্রেইল ধরে ছুটাল।

হেসে মাথা নাড়ল মরিস। 'অবুঝ বিদ্রোহী,' বিড়বিড় করে বলল সে।

র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল র‍্যাঞ্চার। ওর ভুরু কুঁচকানো চেহারা দেখে সুজান প্রশ্ন করল, 'তোমার কি মনে হয় ওই লোকটা ইয়াভাপাই-এ থাকবে, বাবা?'

'যেন না থাকে, সেই প্রার্থনাই করছি, সু। সেই প্রার্থনাই করছি।'

লেইজি বি-এ পৌঁছে শিষ্টাচারে মিছে সময় নষ্ট না করে হতবাক ব্র্যাডলেকে আগের দিন কি ঘটেছে শোনাল এরফান।

'ক্যামেরনের মত খুনে মানুষকে আগ্রহী করার মত কিছুই এখানে নেই, এরফান,' বলল ব্র্যাডলে। 'আমার মনে হয় এই সময়ে আমরা সবাই একত্রে থাকলেই ভাল হবে। আমি এখনই মরিসের র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে নেওয়াট, কারসন আর ক্লাইডকেও ওখানে নেয়ার ব্যবস্থা আমি করছি। দেখতে চাই ওই পিস্তলবাজ লোকটা ওখানে আবার মুখ দেখাবার সাহস পায় কিনা।'

ব্র্যাডলের এভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাল এরফান। তারপর বলল, 'আমার একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে, ওটা

সারতে সম্ভবত আমার চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে। তুমি যখন মরিসের ওখানেই যাচ্ছ আমার অনুপস্থিতির কারণটা ওকে জানিয়ে দুশ্চিন্তা করতে মানা কোরো।'

'তোমার যা করার তা তুমি করো, বাছা,' বলল ব্র্যাডলে। 'মরিসের ওখানে পৌঁছেই আমি কথাটা ওকে জানাব।'

ব্র্যাডলের ওই ব্যবস্থা নেয়ার কথা জেনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছে এরফান। কারণ ওর ভয় হচ্ছিল বুড়ো মরিস স্বীকার না করলেও ক্যামেরনের হুমকিতে বেশ কিছুটা নাড়া খেয়েছে বেচারা। এই সময়ে বন্ধু-বান্ধব পাশে থাকলে বুড়ো ঠিকই শক্ত থাকতে পারবে।

ঝুঁকে নিজের ঘোড়াটার চকচকে গলাটা আদর করে চাপড়ে দিল এরফান। 'নিগ, আমাদের সামনে কিছু কঠিন পরিশ্রমের কাজ রয়েছে, এবং বেশির ভাগ পরিশ্রম তোমাকেই করতে হবে।' খেলার ছলে গলা বাঁকিয়ে এরফানের বাড়িয়ে দেয়া হাতে ছোট্ট একটা কামড় দিল নিগার। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ইয়াভাপাই পাহাড়গুলোর দিকে রওনা হলো এরফান।

ঘণ্টাখানেক পর একটা ক্যানিয়নের ভিতর থেকে প্রচণ্ড তোড়ের সাথে পাথরে বাড়ি খেয়ে পানি চলার শব্দ ওর কানে পৌঁছল। নিগারকে আরও কিছুটা এগিয়ে একটা খোলা জায়গায় এনে দাঁড় করাল জেসাপ। সামনেই বিরাট একটা ফাটলের পর খাড়া ভাবে নেমে গেছে ক্যানিয়নের দেয়াল। প্রায় ষাট-সত্তর ফুট নিচে সাদা ফেনা তুলে বয়ে চলেছে ইয়াভাপাই নদী।

'ওটা অ্যাপাচি ক্যানিয়ন,' নিগারকে বলল সে। 'উত্তরে যাব আমরা।'

ক্যানিয়নের ধার ধরেই উত্তরে এগোল জেসাপ। জমিটা দ্রুত ঢালু হয়ে নিচে নেমেছে। ক্যানিয়নটা পিছনে ফেলে এসেছে—নদীটা এখানে বেশ চওড়া আর শান্ত। ট্রাউট মাছগুলো রামধনু রঙ ছড়িয়ে পানি থেকে লাফিয়ে উঠে আবার পানিতে ডুব দিচ্ছে। একবার একটা বিশাল ভালুককেও দেখতে পেল, ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে। ডান দিকে কতগুলো উঁচু পাহাড় রয়েছে। ওদিকেই ঘোড়ার মুখ ফেরাল এরফান। জন্তুর থাবার মত পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু ফাটল দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে পাহাড়গুলোর ওপাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকল এরফান। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের চূড়ায় আগুন ধরেছে।

'সুন্দর। অপূর্ব দৃশ্য,' আপন মনেই বলল সে। 'কিন্তু যত সুন্দরই হোক, আরও কাছে গিয়ে দেখা জরুরী হয়ে উঠেছে।'

এরফানের পায়ের সামান্য চাপে দ্রুতবেগে ওদিকে ছুটল নিগার।

বারো

চার্লি নেওয়াট আর জেরেমি ক্লাইড বেলা চারটের দিকে শহরে পৌঁছল। জেনারেল স্টোরের সামনে ওয়্যাগন থামাল ক্লাইড। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে একবার তাকাল চার্লি। ঘন কালো মেঘ জমেছে—গ্রীষ্মের প্রথম বজ্রপাত সহ ঝড়-বৃষ্টির স্পষ্ট

ইঙ্গিত।

'বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না, জেরেমি,' সঙ্গীকে বলল সে। 'মনে হচ্ছে রাতে ঝড় হবে।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে।' হাসল ক্লাইড। 'চলো, আগে স্টোর থেকে মালপত্রগুলো কিনে নিই।'

পরবর্তী একঘণ্টারও বেশি সময় ওরা স্টোর থেকে বাছাই করে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনেই কাটাল। তারপর ওগুলো ওয়্যাগনে তুলল। যা কিনেছে সেগুলো হচ্ছে বেড়া দেয়ার জন্যে কয়েক কয়েল কাঁটাতার, দুই বস্তা আটা, কিছু ট্রীক্ল্, অর্থাৎ খুব ঘন চিনির সিরা, শুকনো আপেল, এক চাক বেকন, কয়েক ব্যাগ বীন, আর কফি। ক্যানভাসের কাপড় দিয়ে বৃষ্টির আশঙ্কায় মালগুলো ঢাকল বটে, কিন্তু কাঁটাতারগুলো ঠিকমত ঢাকা গেল না।

'ধুত্তর, ছাড়ো,' বলল জেরেমি। 'ওগুলো যদি একটু বৃষ্টির পানিই সহ্য করতে না পারে, তবে আর বেড়া দিয়ে কি লাভ?'

ক্যানভাসের কাপড় ভালমত বেঁধে আবার ওরা বিল মিটাতে স্টোরে ঢুকল। স্টোর থেকে বেরিয়ে চার্লির পিঠে একটা চাপড় মেরে ক্লাইড বলল, 'চলো, চার্লি, তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক খাওয়াই আজ।'

নার্ভাস ভাবে টেলরের সেলুনের দিকে তাকাল চার্লি। তারপর চোখ সরু করে ইয়াভাপাই পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘগুলো দেখল।

'আমি ওই বৃষ্টিটা নিয়ে চিন্তিত,' বলল সে। 'আমরা শহর ছাড়ার আগে যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে ওই ওয়্যাগন নিয়ে আমরা বুররাচো পার হতে পারব না। অনেক ঘুরে আমাদের বাড়ি...' কথা মিলিয়ে গেল ওর।

'আমরা শহর ছাড়ার আগে বৃষ্টি হবে না,' জোর দিয়ে বলল ক্লাইড। 'আমি আজই সকালে বৃষ্টি-দেবতার থেকে খবর পেয়েছি।'

তবু ইতস্তত করছে চার্লি। 'হয়তো মাল খাওয়া আজকের জন্যে...'

'ননসেন্স!' বলে উঠল জেরেমি। 'একটা ড্রিঙ্ক খেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। এত ভয় পাওয়ার কি আছে?'

'না, না...ভয় কি?' বলল চার্লি। 'কিন্তু ওই মেঘ...' আবারও কথা শেষ না করেই থামল সে।

'ঠিক আছে, হিচিঙ রেইলে সেবার র‍্যাঞ্চের কোন ঘোড়া না থাকলে আমরা ভিতরে ঢুকব। আপত্তি আছে?'

হাসল নেওয়াট। সুন্দর, নির্মল হাসি। সে'ও অনেকদিন পশ্চিমে আছে। কথায় একটু নার্ভাস ভাব থাকলেও, ওর সাহস কারও চেয়ে কম নয়।

'ওরা থাকলেও কোন অসুবিধে নেই।' একটুও তোত্লাল না সে। 'আমরা একটা ড্রিঙ্ক চাইলে করব, কে বাধা দেবে?'

জেরেমি হাসল। নির্বোধ লোক, ভাবল সে। কিন্তু তবু সে তার বন্ধু। এগিয়ে সেলুনের সামনে বাঁধা ঘোড়াগুলোর ব্র্যান্ড পরীক্ষা করে দেখা গেল সেবার র‍্যাঞ্চের কোন ঘোড়া ওখানে নেই। মাথা নিচু করে একটা বে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে—ঘোড়াগুলোর মধ্যে ওটাই সব থেকে আকর্ষণীয়—কিন্তু তীক্ষ্ণ স্পারের

...চায় ওটার তলপেট রক্তাক্ত।

কিছু মানুষ নিজের ঘোড়ার সাথে কেন এমন নির্দয় ব্যবহার করে, ভাবতে ...তেই ওরা সেলুনে ঢুকল। ভিতরে অনেক লোক। সেলুনের শেষ মাথায় জটলা ...করে আমোদ করছে। একটা লোককে ঘিরে আছে ওরা, কিন্তু লোকটাকে দেখা ...চ্ছে না। ভিতরে হট্টগোলের পরিবেশ দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত ...ল নেওয়াট। কিন্তু পরিবেশটাকে আরেকবার দ্রুত যাচাই করে বুঝল আসলে ...য়ের কিছু নেই। বন্ধুর পিছু নিয়ে সে বারে এসে দাঁড়াল। টেলর ওদের জন্যে ড্রিঙ্ক ...লে দেয়ার পর জেরেমি প্রশ্ন করল, 'বাইরে ওই বে স্ট্যালিয়নটা কার?'

দৃশ্যত ভয়ে কুঁকড়ে গেল টেলর। মুহূর্তে সেলুনের সমস্ত কোলাহল থেমে ...কেবারে স্তব্ধ হলো। হঠাৎ একই সাথে সবার কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অবাক হয়ে ...পাশে তাকাল। সে বোঝেনি তার প্রশ্নটাই এর কারণ।

বিস্ময়ে মুখ হাঁ করে বারের ওপাশে জটলাটার দিকে চেয়ে আছে জেরেমি। ...টলা ভেদ করে মাঝারি উচ্চতার একজন শক্ত গড়নের লোক বেরিয়ে এল।

'ঘোড়াটা আমার,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'তাতে তোমার কি?'

আলস্যভরে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল লোকটা। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কোন ...মাক নেই। নিজেকে সামলে নিয়ে হাসল জেরেমি।

'আমার কিছু না...তবে তুমি কিছু মনে না করলে বলি...ওর একটু যত্ন নেয়া ...কার...ওটা একটা চমৎকার...'

ওর কথা শেষ হলো না, একটা রূপার ডলার শব্দ তুলে পালিশ করা কাঠের ...রে পড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে স্থির হলো।

'ওই যে একটা ডলার,' অবজ্ঞার সাথে বলল লোকটা। 'দেখে মনে হয় ওটার ...য়োজন আছে তোমার। যাও, ঘোড়াটাকে ভাল করে ডলে দিয়ে এসো।'

এক সেকেন্ড স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ক্লাইড। তারপর এক পা আগে ...ড়ল। কিন্তু ওই সময়ে একই সাথে দুটো জিনিস ঘটল; এই প্রথম সে লোকটার ...চু করে পরা, বিশেষ ভাবে কাটা পিস্তলের খাপটা খেয়াল করল; এবং বারটেন্ডার ...লর ওর বাহুমূল আঁকড়ে ধরে ওকে ঠেকাল। 'না, জেরেমি! ও ওয়েজ ক্যামেরন!'

শক্ত দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার মতই থমকে দাঁড়াল ক্লাইড। নেওয়াট ...র হাত ধরে বলল, 'এসো, জেরেমি। চলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

অনিশ্চিত ভাবে চারপাশে একবার চেয়ে দেখল জেরেমি। এমন একটা ...পমানের মুখে পিছিয়ে যেতে ওর মন চাইছে না। কিন্তু সে জানে ওই খুনী ...কটার মোকাবিলা করার ক্ষমতা ওর নেই।

'আমি...কিছু মনে কোরো না, মিস্টার, আমি তোমাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে ...থাটা বলিনি,' বিড়বিড় করে বলল সে। কিন্তু এভাবে নতি স্বীকার করে মাফ ...ওয়ার জন্যে ওর মনটা গ্লানিতে বিষিয়ে উঠল।

ক্ষমা চাওয়ায় ক্যামেরনের চেহারায় অবজ্ঞার ভাবটা যেন আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল।

'তোমার পুরো নাম কি, জেরেমি?' দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করল সে।

'আমি জেরেমি ক্লাইড। মেসকিটে আমার একটা জায়গা আছে। এ আমার

প্রতিবেশী, চার্লস নেওয়াট।'

'তোমরা কি বড় র‍্যাঞ্চার? আমার চাকরির দরকার।'

'আমরা নেহাতই ছোট র‍্যাঞ্চার,' বলে উঠল নেওয়াট। 'এত টাকা দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই···মানে, তোমার মত···' থেমে গেল চার্লি। বুঝেছে কথা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। যে লোক গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে তার জন্যে এটা একটা চরম সুযোগ।

ক্যামেরন কাঁধ উঁচাল। 'দুঃখের কথা,' বলল সে। 'যে ঘোড়ার জন্যে এত ভাবে, তার হয়ে কাজ করতে আমি আগ্রহী। জেরেমির মত ঘোড়া-ভক্ত আমি আর দেখিনি। তোমার মনে হয় ঘোড়া মানুষের চেয়েও ভাল—তাই না?'

ক্ষণিকের উত্তেজনায় জ্বলে উঠল জেরেমি। পালটা জবাবে সে বলল, 'এমন অনেক মানুষই আছে যারা পশুর চেয়েও অধম।'

ঝট করে চোখ তুলে জেরেমির দিকে তাকাল ক্যামেরন। ওর চোখে ক্রোধ। সভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল জেরেমি। ওর জামার হাতা ধরে টানল নেওয়াট। যাওয়ার জন্যে ঘুরল ক্লাইড। ওদের সাথে ক্যামেরনও দরজার দিকে এগোল। 'চলো, আমিও নিজের চোখেই দেখি কেন ওই ঘোড়ার ব্যাপারে তুমি এতটা উত্তেজিত হয়েছ।'

ওরা তিনজন দরজা দিয়ে বেরোবার সঙ্গেসঙ্গে বারের লোকজন তামাশা দেখার জন্যে জানালার কাছে ভিড় করে দাঁড়াল।

বাইরে বেরিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখল ক্যামেরন। ওদিকে নেওয়াট তার বন্ধুকে ঠেলতে ঠেলতে ওয়্যাগনের দিকে নিয়ে চলল। গাড়িতে উঠল নেওয়াট, জেরেমি ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়িটা ঘুরিয়ে উত্তর দিকে ফেরাল। এই সময়ে মুখ তুলে তাকাল ক্যামেরন।

'এই, দাঁড়াও!'

ক্যামেরনের গলার স্বরটা উত্তরের হাওয়ার মতই ঠাণ্ডা শোনাল। চমকে ফিরে তাকাল ভার্জিনিয়ান; নেওয়াট ওয়্যাগনের সীটে বসেই আড়ষ্ট হলো। সেলুনের জানালায় লোকগুলোকে দুজনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। জেরেমির ঠোঁট দৃঢ় হলো, পিঠ সোজা করে দাঁড়াল সে।

'জেরেমি, এখন কিছু শুরু করতে যেয়ো না,' অনুরোধ করল নেওয়াট। 'কিছু বলার দরকার নেই, চলো, ফিরে যাই।'

'তোমাদের ওয়্যাগনে ওগুলো কি?' ক্যামেরনের স্বরে অভিযোগ।

'তার,' জেরেমির স্বরটাও ঠাণ্ডা আর শান্ত শোনাল। ওর ভাবে কোন ভয়ের চিহ্নই আর নেই।

'তার? গরুর দেশে তোমরা তারের বেড়া দিচ্ছ? আমি যেখানকার লোক সেখানে এর জন্যে তোমাদের ফাঁসিতে ঝুলতে হত!'

'তুমি যেখানকার লোক আমরা সেখানে নেই,' নির্বিকার স্বরে বলল ক্লাইড। 'আর কিছু জানার আছে তোমার?'

'আছে।' ভয়ঙ্কর স্বরে বলল ক্যামেরন। 'গরুর দেশে যে লোক তারের বেড়া দেয় সে কোন সাহসে আমার মত অভিজ্ঞ কাউবয়কে ঘোড়ার যত্ন নেয়া শেখাতে

যাবে?'

কাঁধ উঁচাল ক্লাইড।

'ক্যামেরন, আমি জানি তুমি কে, এবং তুমি কিসের জন্যে খ্যাত। আমাকে খেপিয়ে তুমি গানফাইটে নামাতে পারবে না। তোমার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে আমি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়েজলি। খুব নরম স্বরে সে কথাগুলো বলল। এত নিচু সুরে যে সেলুনের লোকগুলো কথাটা শুনতে পেল না। কিন্তু ক্লাইড ঠিকই শুনল। ক্যামেরন বলল, 'তোমার মত কাপুরুষ আছে বলেই দক্ষিণের লোকেরা যুদ্ধে হেরেছে।'

একটা গালি দিয়ে লম্বা লোকটা ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল। খাপ থেকে পিস্তল না বের করা পর্যন্ত নড়েনি ক্যামেরন। পিস্তলটা কক করে তাক করার সময়ে সে তার খেলা দেখাল। ওর হাত নড়তে দেখেনি কেউ, কিন্তু পিস্তলের মুখে আগুনের ঝিলিক দেখা গেল। পরপর দুবার। গুলির আঘাতে ঝটকে ঘোড়ার ওপর পড়ল জেরেমি। গুলির শব্দ আর জেরেমির ধাক্কায় চমকে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল ঘোড়া। আড়ষ্ট নেওয়াট আছাড় খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ল। কনুই-এ ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ক্লাইড। হামাগুড়ি দিয়ে ওকে সাহায্য করতে এগোল চার্লি। কোন চিন্তা না করেই বন্ধুর ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্যে হিপ পকেট থেকে রুমাল বের করার চেষ্টা করল—কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারল।

'ওটা ছুঁয়ো না!' ক্যামেরনের চিৎকার শুনতে পেল সে। তারপরেই গুলির আঘাতে উলটে পড়ল সে। পিস্তলবাজকে সে নিজেই ঠাণ্ডা মাথায় তাকে খুন করার সুযোগ করে দিয়েছে। ওর উচ্চারিত শেষ শব্দটা ছিল, 'বোকা।'

হিচিঙ রেইলের পাশে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরন। রাস্তায় স্থির হয়ে পড়ে আছে দুটো লাশ। খোলা পিস্তল হাতে রাস্তা ধরে ছুটে এল হেনরি জেঙ্কিন্স। ক্যামেরনকে ঝট করে ওর দিকে ঘুরতে দেখে থেমে দাঁড়াল মার্শাল। মুহূর্তের জন্যে গুলির ধাক্কা খাওয়ার চিন্তাটা ওর মাথায় খেলে গেল; 'লোকটার মাথায় খুনের নেশা চেপে গেছে!' ভাবল সে। তারপর ক্যামেরনের চোখের ভাব বদলে গেল। ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। পিস্তলটা খাপে ভরে রাখল। ঠোঁটে ঠাণ্ডা হাসি।

'নিছক আত্মরক্ষা,' মার্শাল, অন্তত বারোজন লোক পুরো ঘটনাটা দেখেছে। লম্বা লোকটাই প্রথমে পিস্তল বের করেছিল। ওকে মেরে ফেলার পর ওর বন্ধু পিস্তল বের করার চেষ্টা করল। নীরব দর্শকদের দিকে হাত ঘুরিয়ে দেখাল ওয়েজ। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওরা এটাকে আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু বলবে না।'

'আমি ওদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে দেখব,' বলল হেনরি। 'এটা যদি আত্মরক্ষা হয়ে থাকে তবে তুমি নির্দোষ। কিন্তু আগামী কয়েকদিন শহর ছাড়ার চেষ্টা কোরো না।'

পৈশাচিক আনন্দে হাসল ক্যামেরন। 'কি বলছ তুমি, মার্শাল? আমি স্বপ্নেও তোমার অবাধ্য হওয়ার কথা ভাবি না।'

এক সেকেন্ড ওখানে দাঁড়িয়ে ওয়েজলিকে যাচাই করে দেখল হেনরি। সে জানে

প্রত্যেকেই এটাকে আত্মরক্ষা বলেই সাক্ষী দেবে—কারণ গত কয়েকদিনে ওদের প্রচুর মদ সে খাইয়েছে। ক্ষণিকের জন্যে হেনরির চেহারায় একটা বিরক্তির ভাব দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। লাশগুলো রাস্তা থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে গেল সে। লোকগুলো আবার সেলুনে ফিরে গেল। ইয়াভাপাই-এ গ্রীষ্মের প্রথম বজ্রপাতের সাথে মুষল ধারে বৃষ্টি নামল।

তেরো

আরও একটা পাহাড়ের চূড়ায় এসে নিগারকে থামাল এরফান। বুঝতে পারছে স্ট্যালিয়নটা ক্লান্ত। সে জানে ঘোড়াটা তার জন্যে না মরা পর্যন্ত ছুটবে। কিন্তু সেটা হবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর বোকার মত কাজ।

'এই বিজন এলাকায় মানুষ পায়ে হেঁটে বড়জোর একদিন বা দু'দিন বাঁচতে পারবে। তাছাড়া উঁচু পাহাড়ে ঠাণ্ডাও কম না,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সে। এতক্ষণ পাহাড়ের প্রত্যেকটা ক্যানিয়ন ঘুরে পরীক্ষা করে দেখেছে জেসাপ। কিন্তু বুনো জন্তু ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায়নি। মাটি খুব শক্ত আর ঘাসবিহীন। তাই একটা বিরাট গরুর পালও যদি এখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তবে ট্র্যাক দেখে বোঝা খুবই কঠিন হবে।

'হয়তো আজকের চেষ্টাটা পুরোই বৃথা গেল, নিগ,' ঘোড়াটাকে বলল সে। তারপর নিচে নেমে আসা মেঘের দিকে চেয়ে বলল, 'সুবিধা মত কোন আশ্রয় না পেলে আজ রাতে আমাদের ভিজেই কাটাতে হবে।'

বজ্রপাতের শব্দে বিশাল ঘোড়াটা মাথা তুলে তাকাল। বাতাসে ভিজে একটা ভাব হাড় পর্যন্ত কাঁপুনি পৌঁছে দিচ্ছে।

'পাহাড়ে বাস করার নমুনা যদি এটাই হয় তবে আমার জন্যে মরুভূমিই ভাল।' ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল জেসাপ। 'এসো, বাছা, আর একটা দেখব, তারপর আজ রাতের জন্যে কোথাও আশ্রয় নেব।'

আলো দ্রুত কমে আসছে। ঘোড়াটাকে নিচে নামিয়ে আর একটা খাঁজে ঢুকল এরফান। এটার সাথে আর যেগুলো সে দেখেছে সেগুলোর কোন তফাত নেই। সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। ধূসর মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে ওটার চূড়া। মাঝেমাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে এরফানের দুপাশে পাহাড়ের দেয়াল খাড়া ভাবে উপরে উঠেছে। নিরাশ চোখে সামনে উঁকি দিল জেসাপ।

'এটাও অন্যগুলোর মত খালিই দেখাচ্ছে,' নিজের মনেই বলল সে। ঠিক ওই সময়ে একটা কালো আকৃতি ওর ডান দিকে দেখা দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকল।

জিনের ওপর সিধে হয়ে বসল সে। সব ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। দাঁত বের করে হেসে ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে দিল কাউবয়। ঘোড়াটা কান খাড়া করে ঝোপের ভিতর থেকে আসা শব্দ শুনছে।

'তাহলে তুমিও ওঁকে দেখেছ, নিগ?' হাসল এরফান। 'এমন মোটাতাজা গরু অনেকদিন আমি দেখিনি। চলো, এগিয়ে দেখি ওর কোন বন্ধু-বান্ধব আছে কিনা।'

ট্রেইনিঙ পাওয়া কাউ-পোনি নিগার। জেসাপের গোড়ালির সামান্য চাপে লাফিয়ে গরুটার পিছু নিল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একত্রিত তিরিশ-চল্লিশটা গরুর দেখা পেল জেসাপ। এক ঝলক পরীক্ষা করেই বোঝা গেল ওগুলো সেবার র‍্যাঞ্চের গরু। এক মুহূর্ত চিন্তা করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ক্যানিয়নের মুখের দিকে ফিরে চলল। ঝোড়ো মেঘ আরও ঘন হয়ে এলাকাটা প্রায় অন্ধকার করে এনেছে। ক্যানিয়নের মুখ এখন আর দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর মেঘের গর্জন এখন ঘনঘন শোনা যাচ্ছে।

'ঝড় আসছে,' নিজের মনেই ভাবছে জেসাপ। 'সম্ভবত সামনে ছোপরা গোছের একটা আশ্রয় থাকবে—গরুগুলোকে নিশ্চয় বিনা পাহারায় রাখা হয়নি।'

ওর মনের প্রশ্নের জবাবেই যেন ক্যানিয়নের বাঁক ঘুরে একটা আলো দেখতে পেল সে। ঘোড়া ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যানিয়নের দেয়ালে ছোট্ট কেবিনটার কাছে চলে এল। ওটার কয়েক গজের মধ্যে পৌঁছে হাঁকল, 'বাড়িতে কেউ আছ?'

দরজা খুলে গেল, একটা কুঁজো বুড়োকে দেখা গেল ওখানে। চোখ কুঁচকে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে।

'ওখানে কে?' খনখনে গলায় প্রশ্ন এল। 'কে ওখানে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। এরফানের সুবিধা হলো দরজার মুখে দাঁড়ানোয় সে ভিতরের বাতির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কেবিনের বাসিন্দা একজন বয়স্ক বুড়ো।

'আমি জেসাপ,' জবাব দিল সে। 'ঘোড়াটাকে কোথায় রাখব?'

'কেবিনের পিছনে জায়গা আছে,' জবাব দিল বুড়ো। 'আর জলদি করো, দেখছ না ঝড় আসছে?'

ঘোড়া বেঁধে ফিরে এসে কেবিনে ঢুকল জেসাপ। একটা পুরানো লোহার স্টোভের ওপর ব্যস্ত রয়েছে বুড়ো। টাটকা তৈরি কড়া কফির গন্ধে ঘরটা ভরপুর।

'কফির গন্ধটা চমৎকার,' মন্তব্য করল এরফান।

'খারাপ নয়,' জবাব দিল বুড়ো। 'যথেষ্ট প্র্যাকটিস আছে আমার।'

এক ঝলকে ছোট কেবিনটা দেখে নিল এরফান। কোনায় দুটো বাঙ্ক—একটার উপর অন্যটা। দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল—ব্যস।

বুড়োর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। হাত দুটো দেখে বোঝা যায় লোকটা কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত। আন্দাজেই একটা প্রশ্ন ছুঁড়ল এরফান।

'ক্রীক থেকে কিছু সোনা মিলল?'

ঘুরে তাকিয়ে ভুরু উঁচাল বুড়ো। 'তুমি কিভাবে—ওহ্, সম্ভবত জেরি তোমাকে পাঠিয়েছে। নাহ্, এমন কিছু না।'

'তোমার কি মনে হয় এসব পাহাড়ে সত্যিই সোনা আছে?' প্রসঙ্গ না পালটে ওই পথেই কথা চালাল এরফান। বুড়োর মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে জেরি লোগানের সাথে ওর যোগাযোগ আছে। জেসাপ আশা করছে হয়তো কথায় কথায় আরও মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

'থাকতেই হবে,' দুজনের জন্যে গরম কফি ঢালার ফাঁকে বলল বুড়ো। 'থাকতেই হবে—এটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এসো, বাছা, বসো। কি যেন নাম বললে তোমার—জেসাপ?'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু বন্ধুরা আমাকে এরফান বলে ডাকে।'

'বেশ, বেশ, আমিও না হয় তাই ডাকব। আমি অ্যামারিলোতে একজন জেসাপকে চিনতাম—টম জেসাপ—তোমার কোন আত্মীয়?' উজ্জ্বল চতুর চোখে কফি কাপের উপর দিয়ে জেসাপের দিকে চেয়ে আছে বুড়ো। মাথা নাড়ল জেসাপ।

'আমি নিউ মেক্সিকোর লোক,' জানাল সে। 'কফিটা চমৎকার।'

কিন্তু এত সহজে এরফানের প্রতি বুড়োর আগ্রহ দমানো গেল না। 'তোমাকে আমি আগে কখনও দেখিনি,' বলল সে। 'তাহলে হিউবার্টকে না পাঠিয়ে জেরি তোমাকে কেন পাঠাল?'

'হিউবার্ট একটু অসুস্থ,' মিথ্যা বলল জেসাপ। 'তুমি ছাড়াও জেরিকে আরও অনেক দিকই সামলাতে হয়।'

লোকটার কথায় এরফান যা সন্দেহ করেছিল সেটাই ঠিক বলে প্রমাণ পাওয়া গেল। সেবার র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরির পিছনে রয়েছে লোগান। কিন্তু এখন জানা প্রয়োজন যে এই বুড়ো কথাটা জানে কিনা। যদি জানে তবে এরফান এখনও বিপদমুক্ত নয়। এরফানের মন্তব্যে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সেবার একটা বড় র‍্যাঞ্চ। জেরি প্রায়ই আমাকে বলে, "রেব, তুমি খুব সুখে আছ। আমার মত এত ঝামেলা তোমার কাঁধে নেই। তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসে আমার গরুগুলোর দেখাশোনা করো, আর মাস শেষ হলে টাকা পাও—তোমার চিন্তা কি।" জেরি মস্করা করতে ওস্তাদ।'

'তা ঠিক,' বলে হাসল এরফান। বুড়োকে ওর বেশ ভালই লেগেছে, কিন্তু সত্যি কথাটা ওকে জানতেই হবে। 'জেরি আমাকে পাঠিয়ে তোমাকে জানাতে বলেছে সে এখানে এসে গরুগুলোকে নিয়ে আর্মি ক্যাম্পে বিক্রি করে টাকাটা তোমার সাথে আধাআধি বখরায় ভাগ করে নেবে। তারপর তোমরা দুজনেই অবসর গ্রহণ করতে পারবে।'

কথাগুলো বলার সময়ে বুড়োকে খুব খেয়াল করে লক্ষ করছিল জেসাপ। কিন্তু রেব হো হো করে হেসে উঠে নিজের উরুতে এত জোরে চাপড় মারল যে পুরানো প্যান্টটার থেকে ধুলো উড়ল। 'ওই লোগান,' কাশতে কাশতে বলল সে, 'লোকটা সত্যিই মস্করায় ওস্তাদ।' লোকটার গলার স্বরে সামান্য তারতম্যও ঘটল না। এরফান নিশ্চিত হলো যে বুড়ো জেরির দুরভিসন্ধির কোন খবরই রাখে না।

'তুমি কি এই এলাকায় অনেকদিন আছ, রেব?'

'বিশ বছরেরও বেশি হয়েছে,' গর্বের সাথে জানাল সে। 'টম জনসন যখন এই এলাকায় প্রথম আসে তখনও আমি এখানেই ছিলাম।'

'জনসনকে তুমি চেনো?'

'নিশ্চয় চিনি। সে আমাকে চিনবে না, কিন্তু তাকে আমি চিনি। তার ছেলে টিমোথিকেও চিনি। কিছুদিন আগে এখানেও এসেছিল সে।'

এবার এরফানের বিস্মিত হওয়ার পালা। বুড়ো ব্যাপারটা খেয়াল করল।

'তুমি এতে অবাক হলে?' হাসল রেব। 'আমিও অবাক হয়েছিলাম! আমি ভাবতাম ছেলেটা কোন কাজেরই না। কিন্তু লোগানের সাথে সে ঠিকই এসে হাজির হয়েছিল।'

'সে কি জন্যে এসেছিল?' প্রশ্ন করল জেসাপ। 'আমি তো ভাবতাম দৈনিক কাজের দেখাশোনা লোগানই করে।'

'ঠিক তাই,' জবাব দিল রেব। 'টিমোথিকেও তাই বলেছিলাম আমি। সে আমাকে মুখ বুজে নিজের চরকায় তেল দিতে বলল। টিমোথির মুখ খুব খারাপ—বদমেজাজী। যা হোক, ওরা এখানে প্রায় দু'ঘণ্টা ছিল। তারপর ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। সম্ভবত রিভারটনের পথে।'

মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। টম জনসনের ছেলে টিমোথিও যে এই চুরির সাথে জড়িত, এটা অবিশ্বাস্য।

'ওদের সম্পর্ক কেমন?' জানতে চাইল জেসাপ।

'সম্পর্ক? আমার তো মনে হলো গলায়-গলায় ভাব। আরও কফি দেব?'

নীরবে কফির কাপটা বাড়িয়ে দিল এরফান। টিমোথি জনসনের এই চুরির সাথে থাকায় তার আগেকার সব থিওরি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এখন তাকে নতুন আলোয় সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে হবে।

বাইরে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। কেবিনের টিনের-চালে বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ গুলির শব্দের মতই শোনাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল এরফান।

'ঘোড়াটার যত্ন নিতে আমার যাওয়া দরকার,' বুড়োকে বলল সে। রেব মাথা ঝাঁকাল। ঝড়ের ভিতর কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল জেসাপ। নিরেট পাতের মত বৃষ্টির পানি নেমে আসছে এখন। নিগ্রুকে কেবিনের পিছনে খোলা জায়গা থেকে সরিয়ে কিছুটা দূরে পাথর কেটে তৈরি করা কোরালে নিয়ে এল জেসাপ। জিন নামিয়ে ঘোড়ার গা ভাল করে ডলে দেয়ার পর প্লাসটিকের বর্ষাতি পরে পানিতে 'ছপছপ' শব্দ তুলে কেবিনে ফিরে চলল সে। ওর মাথা আজ রেবের কাছ থেকে যেসব বিস্ময়কর খবর জানতে পেরেছে সেসব চিন্তাতেই মগ্ন।

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলেই দেখল একটা পুরানো ড্র্যাগুন কোল্ট ওর দিকেই তাক করে দাঁড়িয়ে আছে রেব। পিস্তলটা কক করা। বুড়োর গোঁফের ফাঁকে বিড়ালের ইঁদুরের গর্তের দিকে তাকানোর হাসি।

'এর মানে কি?' নরম সুরে প্রশ্ন করল জেসাপ।

'তুমি সেবার র‍্যাঞ্চের রাইডার নও!' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো। 'হাত তুলে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা দাও!'

হাসল জেসাপ। 'আগে পিস্তলের হ্যামারটা নামাও। নইলে আমি জবাব দেয়ার আগেই হয়তো ফুটো হয়ে যাব।'

'আমার খ্যাপা মনকে শান্ত করার জন্যেই হয়তো আমি তা করব,' বলল বুড়ো। 'আর কিন্তু সাবধান করব না! হাত তোলো!'

হাত তুলল এরফান। হাতের সাথে বর্ষাতিটাও উপরে উঠল। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে বুড়ো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বর্ষাতির ধাক্কায় ওর পিস্তলটা ছাদের দিকে উঠল। রিফ্লেক্স অ্যাকশনে ট্রিগার টিপে দিল রেব। গুলিটা ছাদের

কড়িকাঠে গিয়ে বিঁধল। আর কিছু করার আগেই হাত মুচড়ে বুড়োর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল জেসাপ। কিছুক্ষণ বীর বিক্রমে ধস্তাধস্তি করল রেব—কিন্তু এরফানের বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুঝবে? শক্তি নিঃশেষ হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তেজ ফুরিয়ে গেল ওর। ওকে ঠেলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল এরফান।

'এক মিনিট স্থির হয়ে বসো,' রেবকে বলল সে। 'একটা কৈফিয়ত তোমার প্রাপ্য। তোমাকে সবই জানাব আমি, কিন্তু তার আগে কথা দাও, সব না শুনে বোকার মত কিছু করবে না—ঠিক আছে?'

কিছুক্ষণ রোষের সাথে চেয়ে থেকে কাঁধ উঁচাল সে। 'তুমি যদি ওই গরুগুলো চুরি করার মতলবে এসে থাকো, তোমার মাথা খারাপ। সেবার্ র‍্যাঞ্চের ওরা তোমাকে খুঁজে বের করে পিঠের চামড়া তুলে নেবে।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক,' হাসল জেসাপ। 'কিন্তু সেবার্ র‍্যাঞ্চের ওরা জানে না গরুগুলো এখানে আছে।'

'তুমি বদ্ধ পাগল, জেসাপ—ওটাই যদি তোমার নাম হয়ে থাকে!'

মাথা নাড়ল এরফান। তারপর শান্ত স্বরে বুড়ো প্রসপেক্টরকে সে জানাল তার ইয়াভাপাই-এ আসার কারণ। তার সন্দেহ হচ্ছিল অন্যান্য র‍্যাঞ্চারদের ওপর সন্দেহ আনার জন্যেই লোগান আর টিমোথি এক জোট হয়ে গরু চুরি করে রিভারটনে নিয়ে বিক্রি করছে। এর পিছনে ওদের উদ্দেশ্যটা কি তা সে এখনও জানতে পারেনি। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ তার হাতে রয়েছে। প্রথমে অবিশ্বাস নিয়ে, পরে বিস্মিত হয়ে এরফানের বক্তব্য শুনল। তারপর ঘেন্না আর রাগে ফেটে পড়ল।

'ওই পাজি কয়োটি দুজন তাদের চক্রান্তে আমাকে এভাবে জড়িয়েছে আমি ভাবতেও পারিনি,' রাগের সাথে বলল রেব। 'টম জনসন যদি এই ক্যানিয়নের খোঁজ পেয়ে এখানে আসে, তবে আমাকে সব থেকে উঁচু গাছে ফাঁসিতে ঝুলাবে। আমার কিছু করারই থাকবে না।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'লোগান আর টিমোথি তোমাকেই মিথ্যাবাদী বলবে। টম জনসন কখনও বিশ্বাস করবে না তারই ছেলে সেবার্ র‍্যাঞ্চ থেকে চুরি করতে পারে।'

নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে আরেক রাউণ্ড গালি বর্ষণ করল রেব। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি এর সাথে কেমন করে জড়ালে, এরফান?'

'উত্তরটা খুব সহজ,' জবাব দিল জেসাপ। 'আমি মেসকিটের কার্ল মরিসের হয়ে কাজ করছি।'

'তাহলে তোমার মতে লোগান আর টিমোথি রিভারটনে গরু বিক্রি করছে?'

'হ্যাঁ, আমি নিজে ওখানে গিয়ে জেনে এসেছি কে ওদের থেকে গরু কিনছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এর পিছনে ওদের আসল উদ্দেশ্যটা কি। লোগান হয়তো চুরি করতে পারে কারণ ওর টাকা প্রয়োজন। কিন্তু টিমোথি?'

'হয়তো টিমোথি জনসনেরও টাকা দরকার,' যোগান দিল রেব। 'ছেলেটার জুয়া খেলার নেশা আছে—সেই সঙ্গে মদ আর মেয়ের নেশাও আছে।'

'হতে পারে,' স্বীকার করল এরফান। 'তবে আমার বিশ্বাস তেমন ঠেকা পড়লে

বুড়ো জনসনই ওকে সাহায্য করবে। কিন্তু ছোট র‍্যাঞ্চারদের ওপর দোষটা চাপিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে ওদের তাড়াবার কি কারণ থাকতে পারে?'

বুড়ো লোকটা মাথা নাড়ল। 'আমার মাথায় ঢুকছে না, এরফান। তবে এটা আমি নিশ্চিত জানি মেসকিটের কোথাও কোন সোনা বা রূপা নেই। আমি ওখানকার প্রতিটা ইঞ্চি চষে দেখেছি—কোথাও একটা বিন্দুও নেই।'

এরপর লণ্ঠনের আলোয় বসে ওদের মধ্যে অনেক কথা হলো। বুড়ো তার পুরানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করল। তখনকার দিনে যেকোন সাদা মানুষ একা থাকলে অ্যাপাচিদের সহজ শিকারে পরিণত হত। সোনার খোঁজে যুবক বয়সে সে এখানে এসেছিল। দেশটাকে ভালবেসে ফেলে শেষে এখানেই থেকে গেছে।

'অ্যাপাচি ওয়ার পার্টির লোকেরা কয়েকবার আমাকে প্রায় শেষ করেছিল,' এরফানকে জানাল সে। 'কিন্তু প্রতিবারই ওদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছি আমি। আমার এখনও আসা আছে একদিন ওই সোনা আমি খুঁজে পাব। হয়তো পাবও—কারণ আমি জানি এই পাহাড়গুলোর ভিতরেই কোথাও সোনা আছে।'

হাসল এরফান। এই ধরনের লোককে ভাল করেই চেনে সে। এরা সারা জীবন মূল্যবান হলুদ ধাতুর খোঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে শেষে একদিন মারা যাবে। এমন লোক জীবনে অনেক দেখেছে জেসাপ।

অ্যারিজোনার বুনো দিনগুলোর কথাও বলল রেব। তখন বর্ডারের উত্তরে অ্যারিজোনাই ছিল আউটলদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

'সবাই কোন না কোন সময়ে অ্যারিজোনায় এসেছিল। বিলি দা কিড, দা জেমস বয়েজ,' বলে চলল রেব। 'আইনের লোকের তাড়া খেলেই ওরা মেক্সিকোতে আশ্রয় নিত। লম্যানরা নিরাশ হয়ে ওদের খোঁজা ছেড়ে দিলেই আবার ফিরে আসত। সত্যিই দারুণ সময় ছিল ওটা।'

অনেক রাত পর্যন্ত ওদের কথা হলো, কৌতূহল নিয়ে বুড়োর কথা শুনল এরফান। গল্প বলার ক্ষমতা রেবের জন্মগত। ফাঁসি, স্ট্যাম্পিড, গানফাইট, গোল্ড রাশ—সবই দেখেছে সে।

'সম্প্রতি এদিকে কোন বিরাট গোলমাল কিছু হয়েছিল?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

মাথা নাড়ল রেব। 'না,' বলল সে। 'ইয়াভাপাই উপত্যকায় জেফারসন বয়েজ মেসকিটে পসির সাথে তুমুল গোলাগুলি করার পর তেমন উত্তেজনাময় আর কিছু ঘটেনি।' এরফানের চোখে কৌতূহল লক্ষ করে বুড়ো বলে চলল, 'ওটা ৬৫—না, ছেষট্টির ঘটনা। জেফারসনরা তখন অবাধে লুটতরাজ চালাচ্ছিল। ব্যাঙ্ক, ট্রেইন, স্টেজকোচ—কিছুই বাদ রাখেনি। আইনের লোক ওরা মেসকিটে আছে খবর পেয়ে পসি নিয়ে ওদের ঘেরাও করল। জেফারসনদের দুজন ছাড়া আর সবাই মারা পড়ল। জ্যাক জেফারসন আর তার ছোটভাইকে ওরা ইউমায় নিয়ে গেল। বিচারের পর ওদের ফাঁসি হলো।'

'কিন্তু সেবার্ র‍্যাঞ্চের গোলমাল মাত্র ইদানীং ঘটতে শুরু করেছে?'

'আমি যতদূর জানি, তাই,' বলল রেব। 'আমি যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুতে নাক গলাতে যাই না। আমি এখানেই থেকেছি, আর গরু সামলেছি। অবশ্য মাঝেমধ্যে আমি লোগানকে বা হিউবার্টকে প্রশ্ন করেছি ওদিকে কি ঘটছে—ওরা

আমাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে বলেছে। তাই আমিও কেবল সেটাই করেছি।'

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াল বুড়ো। 'রাত অনেক হলো, আমি ক্লান্ত,' বলল সে। 'তুমি কিছু মনে না করলে এবার আমি শুয়ে পড়তে চাই। আর এরফান—' ফিরে সোজা জেসাপের চোখে চোখ রাখল রেব। 'আমাকে সব খুলে বলার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কাল সকালেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব।'

'বুদ্ধিমানের কাজ,' মন্তব্য করল এরফান। 'তবে আমার বিশ্বাস তুমি হয়তো আমার তুরুপের টেক্কা হতে পারো। আমার সাথে মরিসের ওখানে গিয়ে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলে কেমন হয়? সব কিছুর সমাধান হলে আবার বেরোবে?'

'চমৎকার প্রস্তাব।' দাঁত বের করে হাসল বুড়ো। 'ধন্যবাদ, এরফান। তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো।'

'সেটা আমি জানি, রেব।'

শোয়ার সঙ্গেসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল বুড়ো। ওর নাক ডাকছে। টেবিলের ওপর পা তুলে স্টোভের দিকে চেয়ে ঠায় বসে আছে এরফান। গভীর চিন্তায় ওর ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছে।

চোদ্দ

'জনসন! নরকের আগুনে পুড়ুক শয়তান!' গর্জে উঠল মরিস। 'পিস্তলবাজটাকে সে'ই আনিয়েছে! কোন সন্দেহ নেই!'

মার্শাল হেনরি ডেভিস শহরে ক্যামেরনের গুলিতে ক্লাইড আর নেওয়াটের মৃত্যুর খবর মেসকিটে পৌঁছাতে এসেছে। লোকটা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মরিসের কথার তোড়ে চুপ হয়ে গেল।

'আমরা জানি কে ওই ক্যামেরন কুকুরটাকে ভাড়া করেছে! তুমিও জানো, আমিও জানি, হেনরি, কিন্তু আমরা অসহায়। আমাদের কিছুই করার নেই। দু'দুটো ভাল লোক আজ মৃত, অথচ খুনী দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে অবাধে ইয়াভাপাই-এ ঘুরছে! আমার ইচ্ছে করছে—'

'তোমার মত ওদের মৃত্যুতে আমিও মর্মাহত, কার্ল,' জোর দিয়ে বলল মার্শাল। 'কিন্তু শহরে গিয়ে একটা দাঙ্গা বাধালেও ওরা আর ফিরবে না!'

টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল মারল মরিস।

'কিন্তু কিছু না করে এখানে বসে থাকতে আমি পারব না!' হুঙ্কার দিল সে।

'তাই—তুমি—করবে!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মার্শাল। 'কার্ল আমি তোমাকে সাবধান করছি শহরে এসো না! এমন কথা চিন্তাও কোরো না! আমার মনে হয় না ক্যামেরনের এখানে আসার পিছনে জনসনের হাত আছে। যদি থাকেও তবে শহরে গিয়ে ওর মোকাবিলা করতে গেলে তুমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবে। লোকটা ঠাণ্ডা মাথার খুনী, কার্ল। তুমি নিজেও জানো ওর বিরুদ্ধে তুমি কোন

সুযোগই পাবে না।'

'হেনরি, হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' ক্লান্ত স্বরে স্বীকার করল কার্ল। 'যাক, এখানে এসে আমাকে জানানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু হেনরি, লাশগুলো আনার জন্যে তো আমাদের কাউকে পাঠানো দরকার?' বলে উঠল ব্র্যাডলে।

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল হেনরি। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'তোমরা তোমাদের কাজের লোক কাউকে পাঠাও,' বলল সে। 'অ্যালেক্স, হয়তো তোমার সুইডিস কাজের লোকটাকে পাঠানোই সবথেকে ভাল হবে।'

মাথা ঝাঁকাল কারসন। 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

মার্শালের আনা খবরে এখন কার্ল, অ্যালেক্স আর ব্র্যাডলে বিষণ্ণ মুখে মাথা নিচু করে বসে আছে টেবিলে। সবাই নীরব।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করার জন্যে একটা প্রশ্ন করল হেনরি।

'ক্লাইড আর নেওয়াটের র‍্যাঞ্চের এখন কি হবে?'

কার্ল মরিস মুখ তুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল—প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি সে।

'তুমি কি ওগুলোর জন্যে ক্লেইম জমা দেবে, কার্ল?' মানেটা পরিষ্কার করল হেনরি। কাঁধ উঁচাল কার্ল। 'সম্ভাবনা খুব কম,' মার্শালকে জানাল সে। 'আমার পক্ষে বাড়তি সাহায্য ছাড়া বাড়তি জমি ব্যবহার করা অসম্ভব।'

চারপাশে চেয়ে দেখল হেনরি। 'ভাল কথা,' বলল সে, 'তোমার কাজের লোক জেসাপকে দেখছি না। সে কোথায়?'

'রেঞ্জে কাজে গেছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল কার্ল। ব্যাডলে আর অ্যালেক্স দু'জনেই অবাক হয়ে মরিসের দিকে চাইল। ওদের অবাক হওয়াটা মার্শালের নজর এড়াল না। 'শিগগিরই ওর ফিরে আসার কথা,' মার্শালকে বলল কার্ল। হেনরি নড করল; জবাবে সে মোটামুটি সন্তুষ্ট।

'কার্ল, আমি যে কতটা দুঃখিত সেটা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই,' শুরু করেছিল মার্শাল ডেভিস।

হাত নেড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিল মরিস। 'যতটা সম্ভব তা তুমি করেছ, হেনরি। সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এই ধরনের ফাইটে আমরা অভ্যস্ত নই, তাই বুঝতে পারছি না আমাদের কি করা উচিত। আমাদের দুজন প্রতিবেশী খুন হয়ে গেল...ওরা কোন সুযোগই পায়নি...এটা মানুষের মন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।' ভারাক্রান্ত মনে উঠে দাঁড়াল কার্ল, বাকি সবাই বিষণ্ণ মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি যাওয়ার আগে কিছু মুখে দিয়ে যাবে তো?' মার্শালকে জিজ্ঞেস করল মরিস।

'ধন্যবাদ, কার্ল, তা আমি করব।'

'সুজান তোমার জন্যে কিছু তৈরি করে দেবে। ছেলেটার দেখাশোনা করছে ও।'

আগ্রহ দেখিয়ে হেনরি প্রশ্ন করল, 'ছেলেটা কেমন আছে?'

'ভালই আছে। হয়তো শিগগিরই খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারবে। হেনরি, রান্নাঘরে গিয়ে তুমি সুজিকে বলো কফি দিতে।'

জানালার ধারে গিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে নেভা পাইপ চিবাচ্ছে কার্ল। অ্যালেক্স আর ব্র্যাডলে অস্বস্তিভরে একটু নড়েচড়ে বসল। ওদের দিকে চেয়ে একবার নড করে ভিতরে রান্নাঘরের দিকে এগোল। ওখানে স্টোভের ওপর কি যেন তৈরি করছে মেয়েটা। গরমে ওর মুখটা গোলাপী হয়ে উঠেছে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সুজান।

'ওহ, হেনরি!' বলে উঠল সে। 'নিশ্চয় তোমার কফি দরকার। কফির সাথে সদ্য তৈরি এক টুকরো পাই দেব?' হাসিতে ওর গালে টোল পড়ল।

'মনে হয় তা ম্যানেজ করতে পারব,' বলল সে।

'এগিয়ে এসে টেবিলে বসো।'

ছোট্ট রান্নাঘরে ব্যস্তভাবে কাজ করছে সুজান। লোলুপ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে হেনরি। লোকটার দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করেই যেন ফিরে তাকাল সুজান। দেখল সত্যিই তাই। নিজের অপ্রস্তুত অবস্থা ঢাকতে সে প্রশ্ন করল, 'ক্যামেরন লোকটা কি এখনও ইয়াভাপাই-এ আছে?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল মার্শাল। 'উপযুক্ত কোন কারণ ছাড়া ওকে আমি যেতে বলতে পারি না।'

'আমি মার্শাল হলে ওকে নিশ্চয় তাড়াতাম!' রোষের সাথে বলল সুজান।

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে তোমার মনোভাবটা একটু একতরফা,' শান্ত স্বরেই বলল হেনরি। 'সুজি, তুমি জানো আমার কাজ হচ্ছে শান্তিরক্ষা করা। সেটা আমাকে সবার জন্যেই করতে হবে—বিশেষ একদল লোককে পক্ষপাতিত্ব দেখানো অনুচিত হবে। আমার ওপর যদি নিরপেক্ষ থাকার গুরু দায়িত্ব না থাকত তবে তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যেই আমি তা করতাম।'

'আরে হেনরি ডেভিস,' ঠাট্টা করে খোঁচা মেরে বলল সুজান, 'তুমি দেখছি আমার সাথে প্রেমের ভাব দেখাচ্ছ!'

'হতে পারে,' বলে সামনে রাখা সুস্বাদু অ্যাপল-পাই খাওয়া শুরু করল হেনরি। খাওয়ার শেষে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করা হলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তরুণী, তুমি এই এলাকার বিস্ময়।'

'হেনরি, তুমি আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ...'

'হ্যাঁ, তাই করছি,' নির্বিকার স্বরে বলল ডেভিস।

'থামাও, আমার অস্বস্তি লাগছে,' আদেশ করল মেয়েটা।

'থামার ইচ্ছা আমার নেই,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল সে। অসমাপ্ত সিগারেটটা আগেই প্লেটের পাশে নামিয়ে রেখেছে। 'সুজি, তোমাকে যেদিন আমি প্রথম দেখি সেদিনই বুঝেছি তোমাকে আমার চাই। তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি।'

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সুজান। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে ওর মুখ। 'আরে হেনরি...ওহ্, ঠাট্টা থামাও!' মার্শাল মস্করা করছে ভেবে বলল সে।

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার দুই কাঁধে হাত রাখল ডেভিস। 'ঠাট্টা নয়, সুন্দরী, আমি বলেছি, সব আমি বুঝেই বলেছি।' ওর গলার স্বরটা ফ্যাসফ্যাসে। 'আমি ধনী লোক নই, কিন্তু শিগগিরই একদিন...' একটু ইতস্তত করল সে। 'মানে, তোমার কোন অভাব থাকবে না—যা চাও তাই দেব—প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখবে না?'

এমন একটা সরাসরি প্রস্তাবে হতভম্ব হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখল সুজান, এবং মনেমনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, হয়তো অনেক মহিলারই হেনরি ডেভিসকে আকর্ষণীয় মনে হবে। কিন্তু তবু...

'তোমাকে আমার ভাল লাগে, হেনরি...' শুরু করল সুজান।

'কিন্তু আমাকে ভালবাস না।' তুড়ি বাজাল সে। 'দুই পয়সাও দাম নেই ওসবের। আমি তোমাকে আমার যত্ন নিতে বাধ্য করব।'

হার্ট বীট বেড়ে গেল সুজানের। এই প্রথম সে মার্শালের চোখের আড়ালে অহমিকা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখতে পেল। লোকটার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা বোধ করল। পিছনে সরে যেতে চাইল মেয়েটা, কিন্তু হেনরি আঁকড়ে ধরেছে ওকে। নিজের অজান্তেই ধস্তাধস্তি করছে সুজান—ছাড়া পেল না। লোকটার হাত দুটো পেঁচিয়ে ধরেছে ওকে। হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর হিসহিসিয়ে বলল, 'পিছিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াও, মার্শাল!'

ঘুরে এরফানের হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে সুজানকে ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়াল ডেভিস। জেসাপ যে কখন ঘরে ঢুকেছে তা ওরা দুজনের কেউই টের পায়নি।

'মনে হচ্ছে ঠিক সময় মতই এসে পড়েছি আমি।' জেসাপের চোখ বরফের মত ঠাণ্ডা। ডেভিসের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই সে প্রশ্ন করল, 'তুমি ঠিক আছ তো, ম্যাম?'

'হ্যাঁ, এরফান...সব ঠিক আছে। শুধু...একটা ভুল বোঝাবুঝি।'

হেনরি নির্ভয়ে এরফানের খোলা পিস্তলের মুখে দাঁড়াল। ওর মুখটা রাগে গাঢ় লাল হয়ে গিয়েছে।

'জেসাপ, তুমি এমন একটা জিনিসে নাক গলাতে এসেছ যেটা তোমার কোন ব্যাপার নয়!' এরফানকে সাবধান করল সে। 'আমি এইমাত্র সুজানকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি।'

'আমার তো মনে হলো সে তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল জেসাপ।

'দেখো, বেশি দূর বেড়ো না, জেসাপ,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ডেভিস।

শীতল এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল জেসাপের ঠোঁটে। 'কত দূরে বেশি দূর হয়, মার্শাল?'

এবার মেয়েটার দিকে ফিরল এরফান। সুজান এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। এরফান আবার বলল, 'শুধু একবার বলো, মিস, আমি এই কয়োটটাকে কান ধরে বের করে উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসি।'

এরফানের বাহুর ওপর একটা হাত রাখল সুজান।

'না, এরফান। এটা...একটা...ভুল বোঝাবুঝি। আমার মনে হয় হেনরি একটা ভুল করেছে।'

'ওর জন্যে আবার ভুল করাটা ঠিক হবে না,' মন্তব্য করল জেসাপ।

এরফানের কথা যেন কানেই যায়নি এমন ভাব দেখিয়ে সুজানের দিকে ফিরল ডেভিস। 'আমি হাল ছাড়ব না, সুজান। আমি যা বলেছি তার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি।'

'আশা করি এটা সত্যি নয়,' গম্ভীর স্বরে বলে পিছন ফিরল সুজান।

'আমিও যা বলেছি তার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি, মার্শাল,' বেরিয়ে যাবার জন্যে এক পা আগে বাড়তেই ডেভিসকে বাধা দিয়ে বলে উঠল জেসাপ। 'যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই এলাকায় তোমাকে আর দেখতে চাই না আমি!'

মার্শাল ঘুরে দাঁড়াল, ওর সুশ্রী চেহারাটা রাগে কুৎসিত দেখাচ্ছে। 'এটা আমি ভুলব না!' হুমকি দিল সে। বন্ধুসুলভ হাসির জায়গায় ওর চেহারায় ফুটে উঠেছে খুনী নেকড়ের ভাব।

এতে এরফান ভয় পেল কিনা তা তার চেহারা দেখে বোঝা গেল না। সে বলল, 'মনে রেখো ভুললে ভাল হবে না! এখন বিদেয় হও!'

আর একটা কথাও না বলে গোড়ালির ওপর ঘুরে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মার্শাল। চেহারা থমথমে। অবাক হয়ে র‍্যাঞ্চার তিনজন ওর প্রস্থান দেখল। রান্নাঘর থকে সুজানকে নিয়ে এরফানকে বেরিয়ে আসতে দেখে সবাই একটা জবাবের আশায় ওর দিকে চাইল। বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেল ডেভিস। ওদিকে চেয়ে হেসে এরফান বলল, 'মিস সুজান ওর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। বেচারা এমনই লজ্জা পেয়েছে, আমার মনে হয় না ওকে সহজে আর এদিকে দেখা যাবে।'

ওদের আরও প্রশ্নের জবাবে এরফান কেবল মাথা নাড়ল। তারপর বাহুমূল ধরে ওকে আবার রান্নাঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

'শোনো, তোমার মনের যা অবস্থা, তাতে আমার মনে হয় কাজের মধ্যে থাকলেই তুমি নিজের সমস্যা ভুলে থাকতে পারবে। তোমার ওপর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিচ্ছি—আমি একটা বুড়োকে ইয়াভাপাই থেকে নিয়ে এসেছি—বর্তমানে বাঙ্কহাউসে আছে সে। ওকে সর্বক্ষণ লুকিয়ে রাখতে হবে। বাইরের কেউ ওকে দেখে ফেললে সে খুন হয়ে যাবে। ওকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, বুঝেছ?' মাথা ঝাঁকাল সুজান। এরফান আবার বলল, 'আরেকটা কথা, তোমার পেশেন্ট কেমন আছে?'

'ওহ্!' বলে চমকে উঠে ছোট্ট কামরাটার দিকে ছুটল সুজান।

'মনে হচ্ছে ছেলেটা ভালই আছে,' মনেমনে হেসে ভাবল সে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওর মুখের ভাব কঠিন হলো। ওখানে ডেভিসের ঘোড়ার খুরে ওড়া হালকা ধুলো এখনও রোদে চিকচিক করছে।

পনেরো

সেবার র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান লোগান ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ করে বিশেষ কাজে কোথাও বেরিয়েছে। বাকি কর্মচারী তাদের দৈনন্দিন কাজে গেছে। র‍্যাঞ্চহাউসের বৈঠকখানায় একা বসে আছে টম জনসন। ওর মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে। রাঁধুনি টমের আরও কফির প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে এসে ধমক খেয়ে

নিজের মনেই গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে ফিরে গেল।

দুশ্চিন্তা বুড়োর মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বিভিন্ন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মনে। তার মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে—একটা কিছু সে শুনেছে বা দেখেছে—প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত সে পেয়েছে, যেটা তার মনের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না সেটা কি।

নিজের চিন্তাগুলোকে সে একেএকে সাজাল। লোগান রিপোর্ট করেছে নিয়মিত তার গরু চুরি যাচ্ছে। টিমোথি দৃঢ়তার সাথে তাকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছে এটা মেসকিটের র‍্যাঞ্চারদেরই কাজ। ওদের উচ্ছেদ না করে চুপচাপ বসে থাকলে একদিন ওরা সেবার র‍্যাঞ্চটাই টমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। ওদিকে মেসকিটের নির্ভীক কাউবয়, যে সেবার র‍্যাঞ্চে ঢোকার বিপদ উপেক্ষা করে এসে জানিয়ে গেল তারই র‍্যাঞ্চের কেউ সুজান মরিস আর ওই ছেলেটাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কি যেন নাম ওই ছেলেটার? হ্যাঁ, ফিলাডেলফিয়া। আর ওই জেসাপ লোকটার সাথে কথা বলার সময়ে তার যা মনে হয়েছিল, এখনও তাই মনে হচ্ছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে লোকটা সাধারণ কাউবয় নয় এবং মিথ্যাবাদীও নয়। ছেলেটা...ওর চেহারার সাথে একজনের আশ্চর্য মিল টমের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। এইসব চিন্তার মাঝেই কামরায় ঢুকে জানালার কাছে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসল টিমোথি। বিরাগের সাথে ছেলের দিকে তাকাল টম জনসন।

'তোমার উপস্থিতি দিয়ে আমাকে ধন্য করতে এলে?' বকা দেয়ার সুরে বলল টম। 'তোমার বয়সে সারা সকাল বিছানায় আয়েশ না করে ভোরের আলো ফোটার আগেই আমি র‍্যাঞ্চের কাজে বেরোতাম!'

'বাবা, প্লীজ, আবার ওই কথা শুরু কোরো না,' প্রতিবাদ জানাল টিমোথি। 'আমার মাথাটা ভীষণ ধরে আছে।'

'মদ খেয়ে সামলাতে না পারলে টেলরের সেলুন থেকে তোমার দূরে থাকাই উচিত,' গর্জে উঠল বুড়ো। তারপর টিমোথির বদ-অভ্যাসগুলো নিয়ে বকাঝকা চলল। টিমোথি চুপচাপ বসে শুনছে, আর ভাবছে...তার বাবা একটা বুড়ো গাধা। অনেক টাকা আছে তার, কিন্তু টাকা দিয়ে আমোদ-ফুর্তি কখনও করবে না—অথচ র‍্যাঞ্চের উন্নতির জন্যে অবাধে টাকা খরচ করবে। গরু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

'বোকাটা যত জলদি মরে ততই ভাল,' তেতো-বিরক্ত হয়ে ভাবল টিমোথি। কিন্তু সে জানে তার বাবা এখনও ষাঁড়ের মতই শক্ত—সহজে মরবে না। কিছু লোক এমন থাকে যাদের পিটিয়ে না মারলে মরে না। 'র‍্যাঞ্চটা যদি আমার হাতে থাকত,' ভাবছে সে, 'তাহলে ঘটনা অন্যরকম দাঁড়াত!' ভাবার সঙ্গেসঙ্গে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তার বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় সে কিসের সাথে জড়িত, তাহলে খালিহাতেই ওকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। যাক, নিজেকে প্রবোধ দিল সে, এতে সে এখনই অনেক টাকা হাতে পাবে—বাবার মৃত্যুর জন্যে দশ বা বিশ বছর তাকে অপেক্ষা করতে হবে না। ঘরময় পায়চারি করছে আর টিমোথিকে বকে চলেছে বুড়ো জনসন।

'আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দিলে তোমাকে এমন একটা খবর শোনাব যে আমি ইয়াভাপাই যাওয়ায় তুমি খুশিই হবে,' ঠাণ্ডা স্বরে ঘোষণা করল টিমোথি।

'তুমি আমাকে খুশি করার মত এমন কি শোনাবে?' খেঁকিয়ে উঠল টম।

'বাবা, একটু চুপ করে আমার কথা শোনো, তাহলেই বুঝবে। গতকাল ইয়াভাপাই-এ দু'জন লোক মারা পড়েছে। ওরা ছিল ক্লাইড আর নেওয়াট।'

স্তম্ভিত হয়ে পায়চারির মাঝপথেই থেমে দাঁড়াল বুড়ো।

'কি বললে তুমি? মারা গেছে? কে মেরেছে ওদের? কে?' লম্বা দুই কদমে ছেলের সামনে এসে দাঁড়াল টম জনসন। 'এর সাথে যদি তোমার কোন যোগাযোগ থাকে...'

'ওহ্, বোকার মত কথা বোলো না, বাবা!' রোষের সাথে জবাব দিল টিমোথি। 'চেঁচামেচি না করে এক মিনিট চুপ করে বসো, বলছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ঢোক গিলে পিছিয়ে গিয়ে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল জনসন।

'বলো,' আদেশ করল সে।

টিমোথি জনসন গতকালের প্রত্যেকটা ঘটনা রসিয়ে বলে চলল। জানাল, কিভাবে লোক দুটো টেলরের সেলুনে এল—কিভাবে পিস্তলবাজ ক্যামেরনের সাথে ওদের মৃদু কথা কাটাকাটি হলো—এবং পরে রাস্তায় কি ঘটল। কেবল সে যে টেলর সেলুনের দোতালায় একটা বেশ্যার কামরা থেকে সবটা দেখেছে, সেটা চেপে গেল।

'লোকটার নাম কি ওয়েজলি ক্যামেরন?' কড়া সুরে প্রশ্ন করল টম। টিমোথি মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করলে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কতদিন যাবত শহরে আছে?'

'জানি না। হয়তো দু'তিনদিন হবে। বেশিদিন না।'

'ডেভিসের এমন একজন খুনীকে শহরে থাকতে দেয়াটা মোটেও ঠিক হয়নি,' বলল জনসন। 'এটা যোগ্য টাউন মার্শালের কাজ হয়নি।'

'আমি শুনেছি হেনরি ওর সাথে এই ব্যাপারে সামনা-সামনি কথা বলেছে,' জানাল টিমোথি। 'শেষ পর্যন্ত মার্শাল ওকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছে এই শর্তে যে সে কোন ঝামেলায় জড়াবে না। ফাইটের পরেও হেনরি ওর মোকাবিলা করতে ছুটে এসেছিল, কিন্তু পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।'

'হেনরি ডেভিস পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে?' ভুরু কুঁচকাল টম। 'এটা আমি বিশ্বাস করি না!'

'এতে তার করার কিছু ছিল না—পরিষ্কার একটা আত্মরক্ষার কেস। ওখানে ডজনখানেক সাক্ষী ছিল।'

'তাহলে সে এখনও শহরেই আছে?'

'ক্যামেরন? হ্যাঁ, কিন্তু সে নিজের ইচ্ছায় না গেলে কারও সাধ্য নেই ওকে তাড়ায়। লোকটা জন্ম থেকেই খুনী।'

'কেউ খুনী হয়ে জন্মায় না, বাছা,' ছেলেকে বলল বুড়ো। 'ওটা মানুষকে শিখতে হয়।'

ওকে কি বলতে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সেটা টিমোথির মনে পড়ল।

'কেউ কেউ ধারণা করছে এর পিছনে হয়তো মরিসের হাত আছে।'

স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল টম।

'তোমার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে!' খেপে উঠল সে। 'মরিস তার প্রতিবেশীকে খুন করাতে চাইবে কেন?'

'আমি তা জানি না,' ধূর্ততার সাথে জবাব দিল টিমোথি। 'তবে হতে পারে লোকটা কোন কারণে ওদের জমির দখল চায়।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল টম।

'ভাল...জমিটা এখন কে পাবে? এটার জবাব দাও!' চটে উঠল টিমোথি।

'এটা যুক্তিসঙ্গত...' শুরু করেছিল টম, কিন্তু তার ছেলে তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

'না, তুমি তা করবে না,' ভেঙচি কেটে অবজ্ঞার সাথে বলল টিমোথি। 'তুমি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—পরে দেখবে দেরি হয়ে গেছে। মরিস যদি ওই জমির দখল পায় তাহলে আর ওকে তাড়াতে পারবে না তুমি! এখন তোমার গরু চুরি হচ্ছে, অপেক্ষা করো—মরিস যখন কঠিন জাতের কর্মচারীর দল গড়ে তুলবে, তখন দেখে নিও কি ঘটে। এই ক্যামেরন, আর ওই জেসাপ একই গোত্রের লোক।'

বুড়ো টম জনসন ছেলের দিকে তাকাল। একটা অদ্ভুত আলো জ্বলছে ওর চোখে।

'আমার প্রতি তোমার কোন আস্থা নেই, তাই না—বাছা?'

'আমরা যা আলাপ করছি তার সাথে এর কি সম্পর্ক?'

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, টিমোথি।' টম জনসনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উঠে চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসা ছেলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কার্ল মরিসের বিরুদ্ধে আমাকে একটা লড়াই-এ জড়াবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

উঠে বাবার মুখোমুখি দাঁড়াল টিমোথি।

'কারণ এখন তুমি না লড়লে একদিন সে'ই লোকজন নিয়ে এখানে লড়তে আসবে—এবং সেদিনই ধ্বংস হবে সেবার!'

মাথা নাড়ল টম জনসন। 'না, তা নয়। তোমার মাথায় অন্য কোন মতলব ঘুরছে। তুমি আমার চিন্তাধারাকে ওই পথে চালাবার জন্যে একটু বেশি উদগ্রীব। তুমি নিশ্চিত, আমি এতই বোকা যে তোমার উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে আমি তোমার উদ্দেশ্য সফল করব।'

টিমোথি জনসনের চোখ এদিক ওদিক যেতে শুরু করল। বাপের চোখের দিকে আর তাকাতে পারছে না সে। বোকা বুড়োটা কি শেখাতে চাইছে?

'তাহলে আর একটা প্রশ্ন করি,' বলে চলল টম জনসন। 'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে ক্যামেরনকে আমিই আনাইনি?'

আতঙ্ক ফুটে উঠল টিমোথির চোখে। আবার চেয়ারে বসে পড়ল সে।

'আমি...আমি জানি তুমি আনাওনি...তুমি এমন একটা...' মরিয়া ভাবে ঠোঁট চাটল টিমোথি। 'পাগল হয়েছ নাকি! তোমার কি হয়েছে? আমাকে এসব প্রশ্ন তুমি কেন করছ? তোমার কোন অধিকার...'

কুঁকড়ে যাওয়া ছেলেটার দিকে এগোল জনসন। রাগে ওর গলা আর কাঁধের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

'বলো, নইলে তোমার চোখ উপড়ে নেব!' গর্জে উঠল সে। 'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে?'

'আমি···তুমি এমন···আমি জানি না তুমি কি বোঝাতে চাইছ,' প্রায় ককিয়ে উঠল তরুণ ছেলেটা। 'তুমি পাগল! কি বলছ তুমি? আমি যা শুনেছি কেবল সেটাই···'

বাম হাত বাড়িয়ে বিশাল জনসন ছেলেটার শার্ট মুঠো করে ধরে ওকে অনায়াসে টেনে দাঁড় করাল। টিমোথির পা প্রায় মেঝে ছেড়ে শূন্যে ওঠার উপক্রম হলো। রাগে লাল হয়ে উঠেছে বুড়োর মুখ।

'কে বলেছে তোমাকে?' হুঙ্কার দিল সে। 'কথাটা কে বলেছে?'

টমের বিশাল হাতের চড় পড়ল টিমোথির গালে। চার আঙুলের লালচে দাগ দেখা যাচ্ছে ওর গালে। প্রচণ্ড চড়ে টিমোথির মাথা ডান পাশে হেলে গেল। মাথাটা সোজা হতেই উলটো হাতের চড় পড়ল—তারপর আবার। রাগে টিমোথির চোখে পানি এল।

'বলো—কে—তোমাকে—বলেছে! কিভাবে—নিশ্চিত—হলে?'

প্রত্যেকটা শব্দের সাথে একটা করে চড় পড়ছে। ক্রোধ আর ভয়ে বিষিয়ে উঠেছে টিমোথি জনসনের মন। 'ও আমাকে মেরে ফেলবে!' আতঙ্কগ্রস্ত ভাবে ভাবছে সে। সবল মুঠোর থেকে নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'ছাড়ো আমাকে!' তীক্ষ্ণ চিকন স্বরে চিৎকার করল টিমোথি। কিন্তু ওর কথা কানে তুলল না টম। ছেলেটাকে ছোট বাচ্চার মত ঝাঁকাচ্ছে। আবার মারার জন্যে হাত তুলল সে—কিন্তু মারা আর হলো না। সাপের মত বেঁকে কোটের নিচে থেকে ছোট্ট ডেরিঞ্জার পিস্তল বের করে আনল টিমোথি। আতঙ্কিত অবস্থায় কোন চিন্তা না করেই বাবার দেহে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। শব্দ অল্পই হলো, কিন্তু টম জনসন পিছন দিকে উলটে পড়ল। শার্টের পোড়া জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। নড়ছে না সে।

ফুঁপিয়ে উঠল টিমোথি। খাঁচায় আটকা পশুর মত ঝাঁপিয়ে জানালার পাশে এসে দেখল বাইরে উঠানে কেউ নেই। রাঁধুনি ছাড়া আর কোন লোক আশেপাশে নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করল সে। রান্নাঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। হয়তো বাঙ্কহাউসে গেছে লোকটা। যদি··· মেঝের ওপর পড়া বাপের লাশের দিকে চেয়ে নিজেকে বাঁচাবার একটা উপায় খুঁজতে দ্রুত চিন্তা চলেছে টিমোথির মাথায়।

'বোকা গাধা!' বিড়বিড় করে আওড়াল সে। 'এবার দেখা যাবে সেবার র‍্যাঞ্চ কে চালায়!'

কথাটা মাত্র শেষ করেছে, এই সময়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ওর কানে পৌছল। একটা বিচ্ছিরি গালি দিয়ে লাফিয়ে আবার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল টিমোথি। দেখল, ঘোড়ার পিঠে উঠানে এসে থামল ইয়াভাপাই-এর মার্শাল হেনরি ডেভিস।

ষোলো

মরিসের কাছ থেকে ক্লাইড আর নেওয়াটের মৃত্যুর খবরটা জানল জেসাপ। ওদের মৃত্যু আর এরফানের মার্শালকে এভাবে খেদিয়ে দেয়ায় কার্ল অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছে।

'আমি বলছি না তুমি ওকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যায় করেছ,' বিষণ্ণ সুরে বলল কার্ল। 'কিন্তু এখন যদি সেবার র‍্যাঞ্চের লোকজন আমাদের আক্রমণ করে মেরেও ফেলে, আমরা কোন সুবিচার পাব না। এখন সে আমাদের কিছুই আর গ্রাহ্যও করবে না।'

'তাই যদি হয়, তবে সে কোনদিনই আমাদের বন্ধু ছিল না,' বলে উঠল ব্র্যাডলে।

'ব্র্যাডলে ঠিকই বলেছে,' মন্তব্য করল কারসন। 'এই ধরনের ব্যাপার যদি ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, তবে সে আমাদের বন্ধু কখনও ছিল না। আমাদের নিজেরটা নিজেদেরই দেখতে হবে।'

'লাশ আনার জন্যে অ্যালেক্স তার লোক পাঠাবে, এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। লোকটা ইংরেজিই বলতে পারে না। শহরে গেলে ক্যামেরন ওকে ভেজে খাবে।'

উঠে নিজের কফির পেয়ালা আবার ভরে নিল মরিস।

'ওরা আমার বন্ধু ছিল,' বলল সে। 'বুঝলাম, মরে গেছে। কিন্তু ওদের যোগ্য মর্যাদার সাথে কবর দিতে চাই। তাই আমি নিজেই যাব।'

অ্যালেক্স আর ব্র্যাডলে সমস্বরে প্রতিবাদ জানাল। মাথা নাড়ল মরিস।

'না গেলে লোকে বলবে আমরা ভীতু—আপন লোককে ভালমত কবর দেয়ার সাহসও আমাদের নেই। এতটুকু গর্ব আমার নিশ্চয় আছে।'

'হ্যাঁ, কথাটা তোমার কবরের স্মৃতিপাথরে খুব সুন্দর দেখাবে,' মন্তব্য করল এরফান।

মরিসের চেহারাটা লজ্জায় কিছুটা রক্তিম হলো। 'তোমার থেকে এমন একটা কথা আমি আশা করিনি,' বলল কার্ল।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। একটু হেসে সে যা বলল তাতে আগের কথাটা চাপা পড়ে গেল।

'কার্ল, তুমি যেটা ঠিক সেটাই করার চেষ্টা করছ। এজন্যে তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে ওই ফিলাডেলফিয়াও হয়তো তোমাকে আগে পিস্তল বের করার সুযোগ দিয়েও তোমাকে হারাতে পারবে। তোমার ক্যামেরনের মত লোকের বিরুদ্ধে তুমি কিভাবে দাঁড়াবে?'

এরফানের কথার সমর্থনে মাথা ঝাঁকাল অ্যালেক্স। 'হ্যাঁ, এমন পাজি কিছু গানফাইটার আছে, যাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওরা নীচ, খুনী।'

উঠে দাঁড়াল এরফান। ঠাণ্ডা, গম্ভীর। ওর চোখে একটু বেদনার ছায়া। হয়তো কেউ লক্ষ করল না।

'বাঙ্কহাউসে রেব আছে,' বলল এরফান। 'ওর সাথে কথা বললে তোমাদের অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাবে। লোগান আর টিমোথি একজোট হয়ে একটা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সেটা যে আসলে কি, তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।'

'তুমি কোথাও যাচ্ছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অ্যালেক্স।

জেসাপের ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'হ্যাঁ, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয় তবে শীঘ্রি আমরা জানতে পারব এসবের পিছনে আসলে কি আছে।'

'মানে, জনসন?' জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডলে।

'টম জনসন? জানি না,' জবাব দিল এরফান। 'তবে আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তবে সে কিছুই জানে না। তার অগোচরেই সব কাজ চলছে।'

বেরিয়ে পড়ল এরফান। অবাক হয়ে ওর চওড়া কাঁধের দিকে চেয়ে থাকল অ্যালেক্স। পরে মন্তব্য করল, 'এমন অনেক কথাই আমি জীবনে শুনেছি, যার অর্থ বুঝিনি। কিন্তু এই উপত্যকায় কি ঘটছে এটা যদি টম জনসন না জানে তাহলে সে বয়রা।'

সতেরো

র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ দিয়ে ঘুরে নিগারের কাছে পৌঁছল এরফান। তারপর কি মনে করে ফিলাডেলফিয়ার জানালায় টোকা দিল। সুজান মরিস জানালা খুলল। এরফান দেখতে পাচ্ছে ফিলাডেলফিয়া ঘাড় উঁচিয়ে চেয়ে আছে। ওর হাতের পিস্তলটা কক করা। দেখতে চাচ্ছে কে এল।

এরফান হেসে বলল, 'গুলি কোরো না—আমি ফ্রেন্ডলি ইন্ডিয়ান।'

'আমার কাছে তো সবাইকে একই রকম দেখতে লাগে,' ভেংচি কেটে বলল ফিলাডেলফিয়া। 'এখন আবার কোথায় চললে?'

'কিছুটা ঘোড়া চালানো দরকারী হয়ে পড়েছে,' জানাল এরফান। 'তোমার পেশেন্ট কেমন আছে, ম্যাম?'

'সে তো বলে সে নাকি হেঁটে-চলে বেড়াবার মত সুস্থ হয়েছে,' স্বরে একটু রুক্ষতার আভাস এনে বলল সুজান। 'বাজে কথা! জানো, আজ সকালে এসে দেখি সে বিছানায় নেই!'

'দাঁড়াতে চাইলে দাঁড়াতে পারি আমি,' হাসতে হাসতেই বলল ফিলাডেলফিয়া। 'তবে জলদি সেরে ওঠার কোন তাড়া আমার নেই।' ছেলেটার দুষ্টু হাসিতে সুজানের গাল দুটো একটু গোলাপী হলো। খেলার ছলে ফিলাডেলফিয়ার মাথায় চাঁটি মারা চেষ্টা করল সে। হাসতে হাসতেই মাথা সরিয়ে নিল ছেলেটা।

'শোনো, তোমার বাবাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এখন আবার ফিরে যেতে চাই না···ওকে বোলো ইয়াভাপাই-এ কাউকে পাঠাবার প্রয়োজন নেই···আমি নিজেই ক্লাইড আর নেওয়াটের লাশ নিয়ে আসব।'

বিছানার ওপর উঠে বসল ফিলাডেলফিয়া, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'তুমি একা যেয়ো না, এরফান। আমাকে নিয়ে যাও··· কিংবা আর কাউকে সাথে···' এরফানের মাথা নাড়ায় কথাটা আর শেষ করা হলো না।

'আমি চলে যাওয়ার আগে তোমার বাবাকে কিছু বোলো না,' অনুরোধ জানাল জেসাপ।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে বিড়বিড় করে সে বলল, 'গুড লাক, এরফান।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল এরফান। 'ওদের জানিও আমি সন্ধ্যার পরপরই ফিরব। ভাল করে না দেখে যেন গুলি করে না বসে।'

তারপর চলে গেল জেসাপ। ঠোঁট কামড়ে ধীরে জানালা বন্ধ করে ফিলাডেলফিয়াকে একটা প্রশ্ন করল সে।

'কোন দুশ্চিন্তা কোরো না,' মেয়েটাকে বলল সে। 'এরফান শক্ত লোক। সে যদি বলে সন্ধ্যার পরে ফিরবে, তাহলে তখনই ফিরবে।'

আধ ঘণ্টারও কম সময়ে ক্লাইডের র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল এরফান। পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে আসবাবপত্র আর শেলফের ওপর। পিছনের কামরায় ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে একটা ইঁদুর দ্রুত ছুটে লুকিয়ে পড়ল। ক্লাইডের বাড়িটা ছোটই। একটা বড় বসার ঘর আর একটা ছোট শোয়ার ঘর। সাথে করে আনা বেলচা মেঝের ওপর ঠুকে মাটির মেঝেটা পরীক্ষা করে দেখা শুরু করল সে। ঘরে সমান্তরাল রেখায় এগোচ্ছে। প্রতি ছয় ইঞ্চি অন্তর জোরে খোঁচা দিচ্ছে। এইভাবে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা খোঁজার পর বেলচার মাটিতে গাঁথার শব্দের সামান্য পরিবর্তন হলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু হয়ে মেঝে খোঁড়ার কাজে মন দিল সে। বহু বছরের পায়ের চাপে মেঝের মাটি কঠিন হয়েছে। আরও আধঘণ্টা পরিশ্রম করার পর সে যা খুঁজছিল তা পেল। গর্তটা আবার বুজিয়ে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিগারের পিঠে চড়ে দক্ষিণে ইয়াভাপাই শহরের পথ ধরল জেসাপ।

বেলা প্রায় দুটোর দিকে শহরে পৌঁছল সে। এমন একটা চরম দুর্বৃত্তির প্ল্যান এতই বড় আর ব্যাপক যে এটাকে প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

সোজা ইয়াভাপাই ভ্যালি ব্যাঙ্কের সামনে এসে ঘোড়া থামাল জেসাপ। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কামরায় দরজা বন্ধ করে পুরো এক ঘণ্টা গোপনে আলাপ করার পর জেসাপকে ব্যাঙ্কের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল মিস্টার রজার্স।

'আশা করি ঠিক কাজটাই করেছি, মিস্টার জেসাপ,' হাত মলতে-মলতে বলল সে।

'আমি যে লোকগুলোর ঠিকানা দিয়েছি তাদের কাছে চিঠি লিখতে ভুলো না,' বলল জেসাপ। 'দেখবে ওরা আমাকে সমর্থনই করবে। তোমার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আর তোমাকে আমি যা বলেছি আশা করি আপাতত সেটা তুমি গোপন রাখবে।'

'অবশ্যই, মিস্টার জেসাপ,' বলে উঠল রজার্স। 'এটা সব সময়েই আমাদের

মূল নীতি—'

'চমৎকার, স্যার,' ওকে বাধা দিয়ে বলল এরফান। 'এবার আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে।'

জেসাপের চোয়াল শক্ত হলো। এর আগে কাউকে গায়ে পড়ে উস্কে সে লড়তে বাধ্য করেনি। কিন্তু আর কোন পথ নেই। ক্যামেরন সত্যিই একটা খারাপ লোক—ওকে কিছু শিক্ষা দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। জেসাপ এটা বোঝে, কিন্তু এতে সে কোন আনন্দ পাবে না। নিশ্চিত পায়ে রাস্তা ধরে টেলরের সেলুনের দিকে এগোল জেসাপ।

আঠারো

এপ্রোনে হাত মুছতে মুছতে ছুটে এল টেলর।

'জেসাপ, তাই না?' প্রশ্ন করল সে। 'লোগানের সাথে সংঘর্ষের পর তোমাকে আর শহরে দেখিনি। শুনলাম তুমি মেসকিটে কাজ করছ।'

'ঠিকই শুনেছ,' বলল এরফান। টেলর ওর জন্যে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে দিল।

টেলরের হাত কাঁপছে। মাথা নিচু করে সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার উপদেশ শোনো, সোজা হেঁটে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, জেসাপ। এখানে একজন লোক আছে, তোমাদের দু'জন লোকের সাথে তার পিস্তলের লড়াই হয়েছে। সে যদি জানে তুমি ওদেরই একজন তবে গোলমাল বাধবে।'

'বাজে কথা, আমি দাঙ্গা করতে আসিনি,' বলল জেসাপ। 'আমি ওদের লাশ ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।' কথাটা বলার সময়ে জেসাপের গলার স্বর সামান্য একটু চড়ল। এতে বারের অন্য মাথায় দাঁড়ানো লোকগুলোর কানে ওর কথা পৌঁছল। এরফান লক্ষ করল ওদের একজন ঝট করে মাথা তুলে তাকাল। কার্ল আর ফিলাডেলফিয়া যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে বুঝল ওই লোকটাই ওয়েজ ক্যামেরন। ওকে খেয়াল করেছে এটা বুঝতে দিল না এরফান—নিজের ড্রিঙ্কের দিকে চেয়ে রইল।

ক্যামেরনের ঠাণ্ডা স্বরে বারের সবার গুঞ্জন মুহূর্তে থেমে গেল।

'আরে, এ যে দেখছি একজন নবাগত পথিক! এগিয়ে এসো, আমি তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিচ্ছি।'

মাথা নাড়ল জেসাপ। 'আমার সামনে একটা রয়েছে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে।

ক্যামেরনের সঙ্গীরা অস্বস্তিভরে পিছিয়ে গেল। লোকটা নির্বিকার কাউবয়কে ঠাণ্ডা চোখে যাচাই করে দেখল।

'ওয়েজ ক্যামেরন যখন কাউকে ড্রিঙ্ক অফার করে, তার সেটা গ্রহণ করাই ভাল!'

ধীরে ঘুরে ক্যামেরনের দিকে তাকাল এরফান। তারপর যেন দয়া করে ছেড়ে দিল, কাঁধ উঁচিয়ে এমন একটা ভাব করে আবার নিজের ড্রিঙ্কের দিকে চেয়ে রইল।

ওর এই তাচ্ছিল্যের ভাবটা দর্শকদের কারও নজর এড়াল না। ক্যামেরন কি করে দেখার জন্যে ওরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। তবে ওদের দু'একজনের এই ধীরস্থির কাউবয়ের কথা মনে আছে। এমন একজন দর্শক ঝুঁকে পাশের লোকটাকে ফিসফিস করে বলল, 'এই লোকটাই জেরি লোগানকে শায়েস্তা করেছিল।'

'লোকটার মাথায় দোষ আছে, নইলে ক্যামেরনের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে!' অন্যজন বলল।

'হয়তো,' জবাব দিল প্রথমজন। 'কিন্তু ওকে দেখে তা মনে হয় না।'

সত্যিই জেসাপকে একেবারে নিশ্চিন্ত আর নির্বিকার দেখাচ্ছে। বারের ওপর একটা কনুই-এ ভর দিয়ে নিজের ড্রিঙ্কের দিকে চেয়ে আছে সে।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে এরফানের দু'ফুট দূরে এসে থামল ওয়েজ।

'আমি যখন কথা বলি তখন লোকে আমার দিকে তাকিয়ে শোনে,' বিষাক্ত সুরে বলল পিস্তলবাজ।

সামান্য একটু ঘুরে উদ্ধত চোখে ক্যামেরনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল জেসাপ। তারপর নিষ্ঠুর পরিষ্কার স্বরে কামরার সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'নিশ্চয় সেটা তোমার এমন মার্জিত ব্যবহারের জন্যেই।'

মেঝেতে চেয়ার ঘষার আওয়াজ উঠল। লোকজন দ্রুত গুলির আওতা থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে। এই উদ্ধত কাউবয় নিশ্চয় ক্যামেরনের সাথে এভাবে কথা বলার পর বাঁচতে পারবে না!

'তোমাকে আমি আগে কোথাও দেখেছি না?' প্রশ্ন করল ওয়েজ। সে বুঝতে পারছে না এই কাউবয় তার নাম শোনার পরেও কিভাবে এমন নির্বিকার রয়েছে। আবছা একটা ওয়ার্নিং বেল মাথার ভেতর বেজে ওকে সাবধান করল। এই লোকটার একটা কিছু তার কাছে পরিচিত ঠেকছে, কিন্তু সেটা কি? জেসাপের জবাব শুনে অনুভূতিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিল সে।

'আমি তোমাকে আগে দেখিনি।'

দর্শকদের মাঝে কথার মৃদু গুঞ্জন উঠল। রাগে লাল হয়ে উঠেছে ক্যামেরনের মুখ।

'মুখ সামলে কথা বলো, স্ট্রেঞ্জার! তুমি জানো আমি কে?'

জেসাপের জবাব শুনে সব শব্দ থেমে গেল। 'একটা ওয়েজ ক্যামেরনের কথাই আমার কানে এসেছে—লোকটা ভীরু কয়োটি। সে কৃষক আর বাচ্চাদের গুলি করে—তরুণী মেয়েদেরও আক্রমণ করে। শুনেছি লোকটা এতই নীচ যে সামান্য একটা ডলারের জন্যে নিজের মাকেও সে খুন করতে পারে।' স্তম্ভিত ক্যামেরনের মুখোমুখি দাঁড়াল জেসাপ। আগের অলস ভঙ্গিটা এখন পুরোপুরি মিলিয়ে গেছে। 'তুমি সেই ক্যামেরন নও তো?'

মুহূর্তের জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল ওয়েজ। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ চড়ে গেল ওর মাথায়। একটা গালি দিয়ে কাটা খাপ থেকে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু এরপর যা ঘটল সেটা ইয়াভাপাই-এ চিরদিন একটা কাহিনী হয়েই থাকবে। ক্যামেরনের পিস্তলটা খাপ থেকেও বেরোয়নি, এরই মধ্যে জেসাপের পিস্তলের নল গানম্যানের নাক স্পর্শ করল। বাম হাতে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে

ক্যামেরনের অসমাপ্ত ভ্রূ ঠেকাল এরফান। স্থির হয়ে জমে গেছে ওয়েজ—ভয়ে ওর বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসছে। সে জানে চোখের পাতা ফেললেও ওই ঠাণ্ডা চোখের লোকটা ওকে মেরে ফেললেও ওর কোন দোষ হবে না। কারণ সে-ই পিস্তল বের করার জন্যে আগে হাত বাড়িয়েছিল। প্রতিপক্ষের চোখে খুনের আলো দেখতে পাচ্ছে সে। মোটেও নড়ছে না ক্যামেরন। দাঁতে দাঁত চেপে জেসাপ আদেশ করল, 'পিস্তলটা ছাড়ো!'

ক্যামেরনের হাত ঢিলে হলো। পিস্তলটা আবার কারুকাজ করা খাপে পিছলে ঢুকল। বারের সবাই সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'ঈশ্বর! দেখলে কি ঘটল?' যে লোকটা জেসাপকে চিনেছিল সে বলে উঠল।

'না,' জবাব দিল ওর সঙ্গী। 'ওকে নড়তেও দেখিনি আমি!'

পিছিয়ে গেল জেসাপ। পিস্তলবাজকে কাভার করে আছে সে।

'তোমার মত খাট্টাশকে হত্যা করলেও ঠিক সাজা হবে না,' রাগের সাথে বলল এরফান। 'বেল্টটা খুলে ফেলো।'

একটু অবাক হয়ে বেল্টটা খুলে ফেলল সে। সশব্দে পিস্তলসহ বেল্টটা মেঝের ওপর পড়ল। এরফানের আদেশে পিছিয়ে দাঁড়াল ওয়েজ। ওকে কাভার করে রেখেই লাথি দিয়ে পিস্তলটাকে ওর থেকে দূরে পাঠিয়ে দিল এরফান। তারপর দু'পা পিছিয়ে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত বের করা পিস্তলটা খাপে ভরে নিজের গানবেল্ট খুলল।

'তোমাকে হত্যা করাটা খুব সহজ হবে,' বলল সে। 'আমার বিশ্বাস তোমাকে কঠিন উপায়ে বোঝানো উচিত যে সব কৃষক আর কাউবয়ই নরম হয় না।'

গানবেল্টটা বারটেন্ডারের হাতে তুলে দিল এরফান। হাঁ করে এরফানের দিকে চেয়ে ওটা গ্রহণ করল টেলর।

'এখন কি তোমার মনে হয় আমরা সমান-সমান, ক্যামেরন? নাকি তরুণ তরুণীদের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়াটাই তোমার লাইনের কাজ?'

ক্যামেরন অবিশ্বাসের চোখে এতক্ষণ জেসাপের কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এত সহজে রেহাই পেয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাছাড়া সেলুনে মারপিটের সাথে তার ভালই পরিচয় আছে। বিপক্ষের লোককে কানা, খোঁড়া বা পঙ্গু করার সব রকম কৌশলই ওর জানা। অবিশ্বাস্য রকম ফাস্ট ড্র দেখিয়ে বোকা লোকটা এখন তাকে নিজের মান বাঁচাবার একটা উপায় করে দিয়েছে। মনে মনে জেসাপকে যাচাই করে দেখল সে। লোকটা তার চেয়ে লম্বা হলেও ওজনে ক্যামেরন অনেক ভারী আর শক্তিশালী। এরফানকে তৈরি হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখে বিকট একটা হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়েজ।

এর জন্যে তৈরি ছিল জেসাপ। চট করে একটু সরে আক্রমণটা এড়িয়ে গেল সে। ওর মাথাটা ঝুঁকে নিচু হতেই দু'হাতের আঙুলগুলো একত্র করে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল কানের পাশে। মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর পড়ে ঠোঁট থেঁতলে গেল ভারী লোকটার। 'থুথু' করে মুখ থেকে বালু আর রক্ত পরিষ্কার করে একটু কুঁজো হয়ে আবার সে এরফানকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। এবারও একটু পিছিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে ঘাড়ের পিছনে জোড়া হাতের জোর আঘাত করল। আবারও মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর পড়ল ক্যামেরন।

সেলুনের সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। লড়াইরত দুজনকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওরা। চিৎকার করে লোকগুলো উৎসাহ যোগাচ্ছে, সমালোচনা করছে আর উপদেশ দিচ্ছে। এবার ওয়েজ আর আগের মত দ্রুত উঠল না। সাবধানে এরফানের ওপর চোখ রেখে উঠল সে। আবারও সোজা চার্জ করে এল—কিন্তু এবার জেসাপ যেন আগের মত সরে যেতে না পারে সেজন্যে সে তৈরি। তবে এবার সরে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করল না কাউবয়। তার বদলে ঘুসির পিছনে কাঁধের সমস্ত ওজন দিয়ে সোজা বাম হাতে মুখের ওপর মারল। ছুটে আসার পথে প্রচণ্ড ঘুসিটা পড়ায় বেদিশা হয়ে শূন্যে হাত তুলে দর্শকদের ওপর গিয়ে পড়ল গানম্যান।

'ওদের আরও জায়গা দাও,' কেউ চিৎকার করল।

'হ্যাঁ, ক্যামেরনের পড়ার কোন জায়গাই নেই!' মন্তব্য করল আর একজন। শুনে ক্রোধে লাল হয়ে উঠল ওয়েজ। এবার চক্রাকারে ঘুরে খুব সাবধানে এগোচ্ছে। আক্রমণের পদ্ধতি বদলে ফেলেছে সে। এবার এরফানই ওর বেয়ার-হাগ-এ ধরা দেয়ার জন্যে এগিয়ে এল। চোখে দেখা গেল না কোত্থেকে ঘুসিটা এল, কিন্তু এতে লোকটার নাক ভেঙে দরদর করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল।

'স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ফাইট করো, হতচ্ছাড়া!' গালি দিল ওয়েজ। জবাবে ওর অক্ষত প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল ঠাণ্ডাভাবে একটু হাসল। তারপর লঘু পায়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে ক্যামেরনের পাঁজরের ওপর গোটা ছয়েক ঘুসি বসাল। একটু ভাঁজ হলো ওয়েজ—শ্বাসও ভারী হলো।

'এটা কি কোন ফাইট হলো?' প্রতিবাদ করল একজন। 'একতরফা মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরন।'

'তুমি ভিতরে ঢুকে চেষ্টা করে দেখতে চাও?' রোষের সাথে প্রশ্ন করল গানম্যান।

'এর চেয়ে খারাপ আর কি করব?' উদ্ধত স্বরে জবাব এল।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করল ওয়েজ। জেসাপের মারগুলো জোরালো হলেও যতটা দেখাতে চাইছে ততটা কাহিল হয়নি সে। একবার যদি এক মুহূর্তের জন্যে ওকে কিছুটা অসাবধানে পাওয়া যেত…হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এরফানের কপালে একটা বেমক্কা ভারী ঘুসি বসাল ওয়েজ। মুহূর্তের আচ্ছন্নতার সুযোগে উরুর ওপর বুটের লাথির আঘাতে সে ধরাশায়ী করল এরফানকে। বুটের গোড়ালির আঘাতে মাথাটা ছেঁচে যাওয়ার আগেই কিছুটা সরে গেছে এরফান। ওর মাথা একটু আগে যেখানে ছিল সেখানে এসে পড়ল ওয়েজের বুটের গোড়ালি। একটা ঠাণ্ডা আক্রোশের বন্যা বয়ে গেল এরফানের দেহে। একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এখন আর কৌশলে নয়, জিদের বসেই লড়ছে। অনেক ঘুসিই সে এড়িয়ে যেতে পারত, কিন্তু প্রতিপক্ষের ক্ষতবিক্ষত মুখের ওপর ওর পাল্টাটার পরিবর্তে একটা ঘুসি মারার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল না সে। পিস্টনের মত হাত চলছে ওর। একটার বদলে তিনটে চারটে ঘুসি পড়ছে ওর প্রতিপক্ষের ওপর। খেপে উঠেছে এরফান। ও খেপলে যে কি ভীষণ অবস্থা হয় তা হাড়ের চোটে টের পেল ক্যামেরন। কিন্তু ওর একটা জোরালো ঘুসিতে বারের ওপর ছিটকে পড়ল এরফান। অনেকটা অন্ধভাবেই ঘুসি ছুঁড়ল সে। পিছিয়ে গেল ওয়েজ।

ওর গলায় লেগেছে ঘুসি। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। কিন্তু ওর শক্তি সবাইকে অবাক করল। লোকটা আবার আক্রমণ করল জেসাপকে।

এরফান জানে এটা পাগলামি হচ্ছে। কিন্তু খেপে উঠেছে ওর পাগলমন। এখন সে পরপর ঘুসি মেরে চলেছে। নিজেও কিছু ঘুসি খেল—কিন্তু আদিম হয়ে উঠেছে সে। নিজের হাতে মেরে ওকে পরাস্ত করতে চায় এরফান।

শেষ নেই এর। দুজনেই কঠিন আঘাতের পরেও দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হার মানতে রাজি নয়। ক্যামেরন এটা আশা করেনি। গলার ওপর একটা রদ্দা খেয়ে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সে চিত হয়ে পড়ল।

'তুমি ওর সব বড়াই চুর করে দিয়েছ, মিস্টার, এবার ওকে শেষ করে ফেলো,' চিৎকার করে বলল একজন দর্শক।

মাথা নাড়ল জেসাপ। এতক্ষণ ফাইটের পর কিছুটা দুর্বল, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ক্যামেরনের উঠে দাঁড়াবার অপেক্ষায় আছে সে। জানে ওই দর্শকের উপদেশটা যুক্তিসঙ্গত। তার জায়গায় ক্যামেরন থাকলে সে তাই করত। কিন্তু ওভাবে ফাইট করে না সে। প্রায় সামলে উঠেছে ওয়েজ। কষ্ট করে শ্বাস নেয়ায় গলার ভিতর থেকে একটা ফেঁসফেঁসে আওয়াজ বেরোচ্ছে। উঠে দাঁড়াল সে।

'বোকার মত কাজ করলে তুমি,' খসখসে স্বরে বলল ওয়েজ। 'এবার তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!'

মাথা নিচু করে ছুটে এল ক্যামেরন। একটা প্রচণ্ড ঘুসি ছুঁড়ল সে। ওটা লাগলে প্রতিযোগিতার ওখানেই ইতি ঘটত। কিন্তু এরফান এর জন্যে প্রস্তুত ছিল। ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ওর ঘুসি ছোঁড়া হাতটা ধরে জোরে সামনের দিকে টান দিল। জেসাপের উরুর আঘাতে শূন্যে উঠল ওর দেহ। নিজের ছুটে আসার গতি, আর এরফানের প্রচণ্ড টানে উড়ে গিয়ে যেখানে প্রথমে দাড়িয়ে ছিল, সেখানেই বারের শেষ মাথায় গিয়ে পড়ল সে। কিছুক্ষণ ওখানেই স্থির হয়ে পড়ে রইল—অজ্ঞান। কেবল ওর বুকের ওঠা-নামা দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা মরেনি। ধীরে ওর একটা চোখ খুলল, পরে দ্বিতীয়টা। লম্বা, চিকন, চওড়া কাঁধের যে লোকটার কাছে এমনভাবে অপদস্থ হয়ে হেরে গেছে, তার দিকে তাকাল সে। ওই মুহূর্তেই হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারল।

'ঈশ্বর!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'এখন তোমাকে চিনেছি! তুমি টেক্সাসের সেই আউটল! তুমি—বিদ্যুৎ!'

বিদ্যুৎ! এতক্ষণ দর্শকরা যে অবিশ্বাস্য খেলা দেখেছে, ওই একটা শব্দে ওদের কাছে সব পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলে এই লোকটাই বিদ্যুৎ! পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকায় ওই নাম সুপরিচিত। ওয়েজ ক্যামেরনকে ফাস্ট ড্রতে হারাবার মত লোক ওই একজনই আছে।

ক্যামেরন কনুই-এ ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো। ওর চোখে ঘৃণা। আড় চোখে পাশের দিকে তাকাল সে। ওর হাতের কাছেই পড়ে আছে ওর গানবেল্টটা।

'তুমি হেরে গেলে, বিদ্যুৎ!' চিৎকার করল সে।

গড়িয়ে পিস্তলের বাঁটে হাত দিল সে। বের করার চেষ্টা করছে। অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এরফান। ওর পিস্তল দুটো বারটেন্ডারের কাছে। এই সময়ে

একটা গুলির শব্দ হলো। জেসাপ ঘুরে দেখল ব্যাটউইঙ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল ডেভিস। ওর হাতের কোল্ট ·৪৫ এর নল থেকে ধোঁয়া উঠছে।

চিত হয়ে পড়ল ক্যামেরন। চেহারায় শক্ আর বিদ্বেষ। বাম কনুই-এ ভর দিয়ে আবার উঠল সে। ডেভিসের দিকে পিস্তল তাক করার জন্যে হাত তুলল। 'দু'মুখো সাপ!' বলল ক্যামেরন। আবার গর্জে উঠল মার্শালের পিস্তল। পড়ে স্থির হলো সে। একজন দর্শক ওর ওপর ঝুঁকে পরীক্ষা করে দেখে মাথা নাড়ল।

'পটল তুলেছে,' সবার উদ্দেশে বলল সে। 'মানব সমাজের একটা উপকার হলো।'

'এমেন,' বলল টেলর। লোকটার কথা সমর্থন করল সে। 'হেনরি তুমি সময় মতই পৌঁছেছ।'

'শিওর হতে পারছি না। এর শুরু কিভাবে হলো?' প্রশ্ন রাখল মার্শাল।

আগ্রহী দর্শকদের সবাই ঘটনার পুরো বিবরণ দিল। কিছুই বাদ দিল না। বারের লোকজন সব বর্ণনাই দিল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও এরফানের ওপর থেকে চোখ সরাল না ডেভিস। মাথা ঝাঁকিয়ে লোকের ভিড় ঠেলে বারের কাছে এরফানের পাশে এসে দাঁড়াল। কোমরে গানবেল্ট আঁটছিল জেসাপ।

'তাহলে তুমিই বিদ্যুৎ,' বলল সে। 'হয়তো ক্যামেরনকে তোমাকে খুন করার সুযোগ দেয়াই আমার উচিত ছিল। পরে ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তোমাদের দুজনকেই পৃথিবী থেকে বিদায় করা যেত।'

শান্তভাবে মার্শালের মুখোমুখি দাঁড়াল জেসাপ। ওর চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই।

'একটু আগে তুমি আমার একটা বড় উপকার করেছ, তাই তোমার মন্তব্যটা আমি অগ্রাহ্য করলাম।'

'প্রয়োজন নেই,' পালটা জবাব দিল মার্শাল। 'তুমি আউটল গোত্রের মানুষ। ইয়াভাপাই তোমাকে চায় না।'

ঘুরে বারের জটলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল ডেভিস। হাত তুলে ওদের নীরব হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে ওদের উদ্দেশে বিষণ্ন স্বরে কথা বলল সে।

'আমি পাগল হয়ে গেছি বলার আগে আমার কথাটা তোমরা শোনো। একটা ইঁদুর আরেকটাকে মারার থেকেও খারাপ একটা খবর আছে।' ঘাড় ফিরিয়ে রোষের চোখে এরফানের দিকে তাকাল সে। 'হয়তো এই লোকটাও এ'ব্যাপারে ভাল করেই জানে। আমি সেবার র‍্যাঞ্চ থেকে আসছি। টিমোথি জনসনের বাবার ঘোড়াটা জিনের ওপর রক্তের চিহ্ন নিয়ে ফিরে এসেছে।'

বিভিন্ন ধরনের আঁচ করার কোলাহল উঠল লোকজনের মাঝে। একজন আগে বেড়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি জানো সেবার ছেড়ে যাওয়ার সময়ে সে কোন দিকে যাচ্ছিল?'

'টিমোথি বলল তার বাবা মেসকিটের দিকেই গিয়েছিল,' জবাব দিল মার্শাল।

'সে কি একাই গেছিল?' একজন বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

'তাই তো শুনলাম। টিমোথি বলল কার্ল মরিসের সাথে সামনা-সামনি কথা বলার জন্যে গেছিল সে। ঘটনা আরও খারাপ দিকে মোড় নেয়ার আগেই সে একটা নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। সে জানত লোকজন নিয়ে গেলে ওরা ভাববে ওটা ওয়ার-

পার্টি। তাই সে একাই গেছিল।'

'তাহলে তোমার ধারণা একা পেয়ে ওকে কেউ গুপ্তহত্যা করেছে?' বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল টেলর।

'এখনও জানি না,' স্বীকার করল ডেভিস। 'কিন্তু এই লোক,' এরফানের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'এবং তার মেসকিটের বন্ধুদের থেকে ব্যাখ্যা আমি আদায় করব।'

খবরটা অন্যান্য সবার মতই চমকের সাথে গ্রহণ করল জেসাপ। সবার চোখ এরফানের ওপর। ডেভিসও ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'তুমি কি আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার দলগত ফাঁসিতে সভাপতিত্ব করবে?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'এখনও কিছুই করব না,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু আগামীকাল মেসকিট চষে ফেলব। আমার সাথে থাকবে পাসি। আমরা যদি দেখি টম জনসনের কিছু ঘটেছে তবে কিছু প্রশ্নের জবাব তোমাকে আর তোমার মেসকিটের বন্ধুদের দিতে হবে।'

সবার চোখ বিদ্যুতের ওপর। 'আমাকে গ্রেফতার করতে চাইলে এখনই করো। জনমত যদি তোমার দিকেই থাকে, তাহলে এটাই উপযুক্ত সময়। পরে দেরি হয়ে যাবে। অনেক দেরি।'

ওর কথার মর্মার্থ বুঝল না ডেভিস। সে বলল, 'আমার হাতে অফুরন্ত সময় আছে। মৃত জনসনের লাশটা খুঁজে পেলেই তোমার খবর নেয়া হবে। আগামীকাল আমি পাসি নিয়ে মেসকিট চষে ফেলব। যদি দেখা যায় টম জনসনের কিছু ঘটেছে, তাহলে তোমাকে আর তোমার বন্ধুদের কিছু কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই!'

লোকজনের মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গুঞ্জন উঠল। জেসাপ বুঝল লম্যানের পিছনে শহরবাসীর পুরো সমর্থন আছে। ওদের কাছে টম জনসন একটা বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ছোট র‍্যাঞ্চারদের কোন দামই ওরা দেয় না।

'আমি ক্লাইড আর নেওয়াটের লাশ নিয়ে যেতে এসেছি,' ডেভিসকে জানাল এরফান। 'আমাকে যদি কারও প্রয়োজন হয় আমি মেসকিটেই থাকব।' শেষ কথা ডেভিসের চোখে চোখ রেখে বলল এরফান। সবাই দেখল চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো মার্শাল। ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখে পথ ছেড়ে সরে গেল দর্শকবৃন্দ। এই কঠিন চোখের লোকটার সাথে লাগার সাহস ওদের কারও নেই। সে যে কি ধাতুতে গড়া তা সে ওদের বিস্মিত চোখের সামনে আগেই প্রমাণ করেছে।

ব্যাটউইঙ দরজাটা এরফানের পিছনে দুলে বন্ধ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশের হিড়িক পড়ে গেল।

'বিদ্যুৎ, না? লোকটা যে খুনী তাতে সন্দেহ নেই,' বলল একজন।

'নিশ্চয়!' ব্যঙ্গ করে বলল টেলর। 'সেই জন্যেই ক্যামেরনকে পিস্তলের মুখে পেয়েও খুন না করে কেবল পিটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। ও যদি খুনী হয় তবে আমি ডাচম্যান!'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, আমাদের এখানে কিছু ড্রিঙ্ক দাও, ডাচি,' চিৎকার করে বলল একজন। সবার মাঝে হাসির রোল উঠল। কঠিন রসিকতা। কিন্তু এরা সবাই কঠিন দেশের কঠিন মানুষ। সহজেই মত পালটায়। যতদিন ক্যামেরন অপরাজিত ছিল

সে-ই ছিল ওদের হিরো। এখন বিদ্যুৎকে নিয়ে তর্কবিতর্কের ঝড় বইছে বারে। কখনও পক্ষে কখনও বিপক্ষে।

ওদের কথা শুনে ঠোঁট উলটাল ইয়াভাপাই-এর মার্শাল। মনে মনে হেসে সে ভাবল লোকগুলোর মত আবার পালটানো যাবে।

উনিশ

'বোকা গাধা! তোমাকে পিটিয়ে লাশ করাই আমার উচিত!'

এই মুহূর্তে যদি ইয়াভাপাই-এর কোন সম্মানিত লোক তাদের মার্শালকে দেখত তবে বিস্ময়ে তার চোয়াল ঝুলে পড়ত। সেবার র‍্যাঞ্চের বৈঠকখানায় খাঁচায় বন্দী চিতার মত পায়চারি করছে সে। টিমোথি জনসনকে বকাঝকা করছে ডেভিস। ওর সামনে ভয়ে কুঁকড়ে আছে টিমোথি। মাঝে মাঝে সামনের চামড়ার চেয়ারে বসা জেরি লোগানের দিকে তাকাচ্ছে ছেলেটা। টিমোথির এই করুন দুরবস্থা উপভোগ করছে লোগান।

'আর কিছু করার উপায় ছিল না আমার,' ফুঁপিয়ে উঠল টিমোথি। 'আমি বলছি সে বুঝে ফেলেছিল।'

'সে কি বলেছিল আমাকে বলো।'

'একবার তো বলেছি।'

'আবার বলো। প্রতিটা খুঁটিনাটি। এবং খোদার কসম বলছি, কিছুই যেন বাদ না পড়ে!'

জনসনের ছেলে আবার পুরো ঘটনার বিবরণ দিল। জানাল কিভাবে তার বাবার মৃত্যু হলো। বলার সময়ে ওর চোখ দুটো যেন চুম্বকের মত জানালার ওপর আটকে থাকল। জানালা দিয়ে বাইরে একটা ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে। ওখানে তিরপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে ওর বাবার লাশ। ডেভিস পৌঁছানোর পর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি।

'সে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল হেনরি। 'তার পক্ষে কিভাবে জানা সম্ভব? তুমি যদি মেরুদণ্ডহীন না হতে—যাক, ওসব ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে, এখন আমরা কি করব?'

'দোষটা মরিসের ওপর চাপানো ছাড়া আমি তো আর উপায় দেখছি না,' পরামর্শ দিল লোগান।

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'ঠিকই বলেছ, আমিও একই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, কিভাবে?'

'যা করার জলদি করতে হবে। কারণ দু'ঘণ্টার মধ্যেই কাউহ্যান্ডরা ফিরে আসতে শুরু করবে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল হেনরি। ওর মাথার ভিতর দ্রুত শয়তানি বুদ্ধি খেলছে। পায়চারি করে চলেছে সে। গভীর চিন্তায় ভুরু কুঁচকানো। কয়েক মিনিট পর থামল

সে।

'আমার মনে হয় একটা উপায় পেয়েছি!' বলল মার্শাল। 'শোনো, জেরি, যদি কোথাও ফাঁক দেখতে পাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে থামিয়ে দিও। তুমি বুড়োর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ওয়্যাগনটা নিয়ে রওনা হয়ে যাও। কয়োটি বা যে কোন একটা পশু মেরে জিনের ওপর বেশ কিছু রক্ত মাখিয়ে ইয়াভাপাই নদী পার হয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেবে। ঘোড়াটা যে ইয়াভাপাই পার হয়েছে এমন প্রচুর চিহ্ন থাকা চাই। তারপর ওয়্যাগন নিয়ে মরিসের র‍্যাঞ্চের যতটা সম্ভব কাছে যাবে। কিন্তু খবরদার, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়—নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।'

কথাগুলো লোগানের মাথায় ভাল ভাবে ঢোকার জন্যে একটু থেমে ওকে সময় দিল হেনরি। মাথা ঝাঁকাল লোগান।

'তারপর দেহটা কোন ক্যানিয়নের ভিতর ফেলে দেবে যেন ভাল করে না খুঁজে সহজে ওটা কেউ বের করতে না পারে। ওখানে মাটিতে কিছু রক্ত ঝরাবে যেন সহজেই দেখা যায়। এবার তুমি বলো, টিমোথি, তোমার বাবা বাইরে যে কোন জায়গায় গেলে কি কি জিনিস সাথে নেয়?'

'তুমি বলছ···ওহ···তার ঘড়ি, পিস্তল, হ্যাট, এইসব?'

লোগানের দিকে ফিরল মার্শাল। 'ওর পিস্তলটা ব্যবহার করে ওটা থেকে একটা গুলি ছুঁড়ে রক্তের পাশেই ফেলে আসবে।'

'এই পর্যন্ত কাজটা খুব সহজ,' মন্তব্য করল জেরি। 'কিন্তু মেসকিটে বুড়ো একা কি করতে যাবে?'

'সেটা আমি আগেই ভেবে রেখেছি,' উৎসাহের সাথে বলে উঠল টিমোথি। 'আমি বলব বুড়ো আমাকে বলেছে সে মেসকিটে মরিসের সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু একা হয়তো সে যেত না,' চিন্তাযুক্তভাবে বলল হেনরি।

'এর উত্তরও সহজ, হেনরি, সে বলেছিল লোকজন নিয়ে গেলে ওরা মনে করতে পারে সে দাঙ্গা করতেই এসেছে—তাই কাউকে সাথে নিতে রাজি হয়নি। যুক্তিটা কেমন মনে হচ্ছে তোমার?'

'ভালই তো মনে হচ্ছে,' স্বীকার করল লোগান। 'আমি তো এর মধ্যে কোন ফাঁক দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' প্রশ্ন করল টিমোথি।

'কিছুই না। ঘোড়াটা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ওটা ফিরে এলেই আমি শহরে গিয়ে পসি বাছাই করে নেব। তারপর আগামীকাল পসি নিয়ে মেসকিটে হানা দেব। ওখানে আমার একটা দেনা শোধ করা বাকি আছে।'

'আমরা ওদের ওপরই দোষটা চাপাব,' বলল জেরি। 'কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে হবে ওদেরই কেউ কাজটা করেছে। ওদের সবারই অ্যালিবাই থাকতে পারে।'

'সারাদিনের জন্যে? ওদের কেউ না কেউ নিশ্চয় কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বাড়ি ছেড়ে বেরোবে। আমরা বলব ওই সময়েই কাজটা হয়েছে।'

উরুর ওপর চাপড় মারল লোগান। শয়তানি হাসিতে ভাঁজ পড়ল ওর মুখে।

'তোমাকে বাহবা দিতেই হবে, হেনরি! চমৎকার ফন্দি এঁটেছ তুমি। আমাকে তোমার আর দরকার আছে?'

'না, এখনই তুমি রওনা হয়ে যাও। আর মনে রেখো—আমাকে ডুবিয়ো না।' কথাগুলো নরম সুরেই বলা হলো বটে, কিন্তু কথার পিছনে হুমকিটা ফোরম্যান ঠিকই টের পেল।

'প্ল্যানটা পণ্ড হলে আমারও তোমার সমানই ক্ষতি হবে। ভয়ের কিছু নেই, আমি ঠিকমত কাজ উদ্ধার করেই ফিরব।'

টম জনসনের ঘোড়া সেজে ওয়্যাগনে উঠল লোগান। বাকি দুজন জানালা দিয়ে দেখল ওয়্যাগনটা দ্রুতবেগে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘুরে টিমোথি জনসনের মুখোমুখি দাঁড়াল ডেভিস।

'তুমি প্রার্থনা করো যেন সব কিছু মসৃণ ভাবে চলে। যদি কোন গোলমাল হয় তবে তোমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ফাঁসি হয়ে যাবে তোমার।'

'তুমি দেখো কিছুই হবে না।' নিজেকেই যেন প্রবোধ দিল টিমোথি।

'অপেক্ষা করে দেখো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল হেনরি। 'আমার আরও অনেক দুশ্চিন্তা আছে।' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে টিমোথিকে তাকাতে দেখে খেপে উঠল হেনরি। 'ঈশ্বর, তুমি আসলেই বোকা! টম জনসনের মনে যদি প্রশ্ন জাগতে পারে ক্যামেরনকে কে আনিয়েছে, তুমি কি মনে করো জেসাপের মনেও একই প্রশ্ন জাগবে না? সে জানে সে নিজে ওকে আনায়নি। যদি তার ধারণা জন্মে টম জনসনও ওকে আনায়নি, তবে দু'য়ে দু'য়ে চার করতে ওর বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'তুমি বলতে চাও ক্যামেরন মুখ খুলতে পারে?'

'বললে কে ঠেকাবে ওকে?' অর্থপূর্ণ জবাব দিল মার্শাল। 'আমার বিশ্বাস আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে সে যাতে মুখ খুলতে না পারে।'

'তুমি না বলেছিলে ওয়েজ তোমার হাতের মুঠোয় আছে? সে যদি কথা বলে...' আর ভাবতে পারছে না সে। ভয়ে ফেকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। হো হো করে হেসে উঠল ডেভিস।

'তোমার যদি এতই ভয় তবে ইয়াভাপাই-এ গিয়ে ওর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেই পারো?'

'হেনরি, তুমি জানো আমি তা পারব না—'

'ঠিকই বলেছ, তোমার সেই মুরোদ নেই। মেরুদণ্ডহীন জেলিফিস তুমি,' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল। 'ক্যামেরনের ব্যবস্থা আমিই করব। মনে রেখো টম জনসন মারা যাওয়ার পর সেবার এখন আমার। তুমি এখন খরচের খাতায়—তোমার জীবন [illegible] মেয়াদ শেষ।'

[illegible] দিকে শূন্য চোখে তাকাল টিমোথি। বুঝতে পারছে। বাবাকে হত্যা করে [illegible] হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে সে।

'তোমার প্ল্যানটা কাজে লাগে কিনা দেখা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করাই ভাল,' [illegible] কঠিন স্বরে বলল সে।

[illegible] সাথে টিমোথির দিকে তাকাল মার্শাল। তারপর সামান্য কৌতূহল নিয়ে [illegible], '[illegible] নাকি?'

'এখনও তোমার আমাকে প্রয়োজন আছে। মেসকিটের র‍্যাঞ্চারদের যদি গায়ের জোরে উচ্ছেদ করতে হয় তাহলে সেবার্-এর রাইডার দিয়েই তোমার কাজ করাতে হবে। এবং আমি আদেশ না দিলে ওরা তা করবে না।'

কঠিনতা দূর হয়ে সুন্দর হাসি ফুটে উঠল ডেভিসের মুখে।

'আরে চটে যাচ্ছ কেন?' বলল সে। হয়তো আমি একটু কড়া কথাই বেফাঁস ভাবে বলে ফেলেছি। তুমি তো জানো এই ব্যাপারটায় আমি দুশ্চিন্তায় একটু টেনশনে আছি। আমার প্ল্যানের একটা বড় অংশ তুমি। তুমি, আমি আর লোগান এতে একত্রে জড়িত।'

নরম সুরের কথায় পুরোপুরি ধোঁকা খেয়ে বিরোধ ভুলে গেল টিমোথি। 'ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, হেনরি, টাকাটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। একটু দেরিও আর সহ্য হচ্ছে না। ওটা হাতে পেলেই আমি এই পচা ভ্যালি ছেড়ে চলে যাব।'

'কোন চিন্তা কোরো না, তুমি যেন তোমারটাই আগে পাও সেটা আমি নিশ্চিত করব।'

টাকার চিন্তায় বিভোর টিমোথি লম্যানের শেষ কথাটার যে আরও একটা মানে হয় সেটা খেয়ালই করল না।

বিশ

ইয়াভাপাই শহর থেকে এরফানের ফিরে আসার পরদিন সকালে মরিসের র‍্যাঞ্চের পরিবেশ বিষণ্ণতায় ভারী হয়ে আছে। খুব অল্প কথায় আগের রাতে কি ঘটেছে তার বর্ণনা দিল জেসাপ। ক্যামেরনের মৃত্যুর খবরটায় সবাই শান্তি পেলেও টম জনসনের হঠাৎ এভাবে নিখোঁজ হওয়ার খবরে দুশ্চিন্তায় শ্রোতাদের ভুরু কুঁচকে উঠল।

'ড্যাম ইট, এটা খারাপ খবর, এরফান!' বিস্ময় প্রকাশ করল কার্ল। 'এর পিছনে কে থাকতে পারে বলে তোমার বিশ্বাস?'

ডেভিস কি মন্তব্য করেছে সেটা জানাল এরফান। শুনে রাগে ফেটে পড়ল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'জঘন্য ব্যাপার। তুমি বলতে চাও সে বলেছে তুমি এর সাথে জড়িত আছ?'

'এটুকু বলতে পারি আর কারও নাম সে উল্লেখ করেনি,' জবাব দিল জেসাপ। মনে হচ্ছে তোমাদের মার্শাল গণ্ডগোল থামানোর চেয়ে পাকানোতেই বেশি আগ্রহী।'

'ওহ, এরফান, আমার বিশ্বাস হয় না ডেভিস এই ব্যাপারে সিরিয়াস,' বলে উঠল ব্র্যাডলে। 'হয়তো তুমি ওর কথার ভুল মানে করছ।'

'হতে পারে,' শুষ্ক ভাবে বলল এরফান। 'তবে সে ক্যামেরনকে মেরে না ফেললেই আমি খুশি হতাম। ওর সাথে লম্বা আলাপ করার ইচ্ছা ছিল আমার।'

'তোমার ধারণা সে মুখ খুলত?'

'এখন আর সেটা জানার উপায় থাকল না,' মন্তব্য করল জেসাপ।

সন্ধ্যা রাতেই বিছানায় গিয়ে খুব ভোরে উঠে মৃত প্রতিবেশীদের কবর দেয়ার অপ্রীতিকর কাজটা সারল ওরা। এরফানের অনুপস্থিতিতে মরিসের র‍্যাঞ্চহাউসের থেকে একটু দূরে দুটো কবর খুঁড়ে রেখেছিল ওরা। অ্যালেক্স কারসন বাইবেল থেকে একটা অধ্যায় পাঠ করল। তারপর ফিরে গিয়ে নীরবেই নাস্তা খেল ওরা।

কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দে আলস্য ছেড়ে যে যার পোস্টে গিয়ে দাঁড়াল। মার্শাল ডেভিস চিৎকার করে তার উপস্থিতি ঘোষণা করল। ব্র্যাডলে জানাল আরোহীদের মধ্যে টিমোথি জনসনও রয়েছে। দরজা খুলে বাইরে বেরোল কার্ল। উইনচেস্টারটা আড়াআড়ি ভাবে ওর হাতে তৈরি রয়েছে।

এরফানের কথায় রব আগেই বাড়ির ভিতর গিয়ে লুকিয়েছে। জেসাপ বাকি সবাইকে দ্রুত নির্দেশ দিল কেউ ঘরে ঢুকলেও রবের উপস্থিতি যেন কেউ প্রকাশ না করে। এরফানের এই উদ্বেগের মানে বুঝতে ওদের দেরি হলো না।

'টিমোথি সম্পর্কে সে যা বলেছে সেটা সত্যি হলে লুকিয়ে থাকলেই ওর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে,' মন্তব্য করল অ্যালেক্স।

'মার্শাল,' শুরু করল মরিস। 'এসব কি ব্যাপার?'

ওর পিছনে এরফান আলস্য ভরে দরজার কাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ ভাল করে খেয়াল করলে দেখতে পেত ওর হাত দুটো পিস্তলের বাঁট দুটো থেকে কখনও দু'তিন ইঞ্চির বেশি সরছে না।

'পাস, আইন অনুযায়ী সবাইকে শপথ করানো হয়েছে,' কার্লের প্রশ্নের জবাবে বলল ডেভিস। 'তাই তোমার লোকজনকে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে বলো। কোন ঝামেলা করলে তোমার লোকজনের খুব বিপদ হবে।'

মার্শালের আদেশ মানার কোন তাগিদ দেখাল না মরিস। তাতে অপমানে একটু লাল হলো হেনরি ডেভিস।

'তোমার দরজায় দাঁড়ানো লোকটা তোমাকে জানায়নি টম জনসন খু

হয়েছে?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, বলেছে,' মাথা ঝাঁকাল কার্ল। 'আমরা দুঃখিত। তবে এতে আমরা কেউ মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত নই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি বিশজন লোক নিয়ে এখানে কেন এসেছ?'

'যেটা করা প্রয়োজন সেটাই আমি করছি,' রুক্ষ স্বরে বলল হেনরি। 'তোমাদে কিছু প্রশ্ন করা জরুরী হয়ে উঠেছে। সূর্য ওঠার পর থেকেই আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমরা কিছু রক্তের দাগ আর টম জনসনের পিস্তলটা পেয়েছি। ওট থেকে একটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে। মাটিতে কিছু দাগও রয়েছে, কিন্তু অনুসরণ করা মত কোন ট্র্যাক নেই।'

'ওর লাশ তোমরা পাওনি?'

'কোন চিহ্নই নেই। ওকে যদি খুন করা হয়ে থাকে তবে হত্যাকারী হয়তে একটা লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। ওটা খুঁজে পেতে আমাদের একমাসও লাগতে পারে। খুব খারাপ একটা পরিস্থিতি।'

'এরফান আমাকে জানিয়েছে টিমোথির কথা অনুযায়ী টম নাকি আমার সাথে

দেখা করার জন্যেই এদিকে এসেছিল।'

'আমাকে সে তাই বলেছিল, মরিস!' রোষের সাথে বলে উঠল টিমোথি।

'কিন্তু সে এখানে পৌছায়নি,' জবাব দিল কার্ল। 'এখানে অনেক লোক রয়েছে যারা একই সাক্ষ্য দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'আমারও ধারণা সে এখান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। আমার মনে হয় রক্তের দাগ যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে আর আগে বাড়তে পারেনি সে। আমি আঁচ করছি পথে কারও সাথে তার দেখা হয়েছিল। হয়তো কোনকিছু নিয়ে ওদের কথা কাটাকাটিও হয়েছে। সেই সঙ্গে গোলাগুলি। টম একটাই গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেয়েছিল—কিন্তু খুনী ওকে মেরে ফেলেছে।'

'জনসনকে কে হত্যা করতে চাইবে?' প্রশ্ন করল মরিস। 'আমি শপথ করে বলছি, আমি—'

'রাখো তোমার শপথ। ওতে কিচ্ছু আসেযায় না,' বলে উঠল টিমোথি। 'তুমি বাইবেল ছুঁয়েও প্রতিজ্ঞা করতে পারো, কিন্তু এই উপত্যকার সবাই জানে আমার বাবার মৃত্যুতে তুমি আর তোমার বন্ধুরা খুশিই হয়েছ।'

জিনের ওপর কিছুটা ঘুরে টিমোথির দিকে ফিরে তাকাল হেনরি। 'মুখ সামলে কথা বলো, টিমোথি!' ধমক দিল সে। ঠোঁট কামড়ে চুপ হয়ে গেল ছেলেটা। আবার মরিসের দিকে ফিরল মার্শাল।

'কার্ল, খুব খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এখানে। কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। খেপে যেয়ো না, কিন্তু কিছু অপ্রীতিকর প্রশ্ন আমাকে করতেই হবে। গতকাল সকালে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তোমরা কে কোথায় ছিলে বলতে পারো?'

'আমি সারা সকাল বাড়িতেই ছিলাম,' বলল কার্ল। 'সুজান আর ছেলেটা তোমাকে একই কথা বলবে। অ্যালেক্স আর ব্র্যাডলে রানিঙ কে র‍্যাঞ্চে গরু-ঘোড়া খাওয়াচ্ছিল। ওরা প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে এখান থেকে গেছে।'

'সময়ে মিলছে না, ওরাও তাই সন্দেহের অতীত। ইয়াভাপাই ট্রেইলের কাছে জনসনের মৃত্যু হয়েছে।' এবার কার্লের পিছনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল মার্শাল। 'আর জেসাপ কোথায় ছিল?'

'আমি শহরে যাওয়ার পথে ছিলাম,' শান্ত স্বরে বলল এরফান।

পাসির দলে কথার গুঞ্জন উঠল। যখন টম জনসন খুন হয়েছে ওই সময়ে জেসাপ ওই জায়গাতেই ছিল। সময়টাও মিলে যাচ্ছে।

'তাহলে জনসনের সাথে মেসকিটে তোমার দেখা হয়ে থাকতে পারে।'

'পারে, কিন্তু আমাদের দেখা হয়নি,' জানাল এরফান।

'কাজটা তোমার দ্বারা হয়ে থাকতে পারে,' বলে উঠল পাসিদের একজন। 'এটা খুবই অস্বাভাবিক জনসন যেদিন মারা পড়ল সেদিনই তুমি শহরে ক্যামেরনের সাথে লড়লে!'

বিজয় উল্লাসে হেনরি ডেভিসের চোখ চকচক করছে। 'তুমি শহরে কয়টার দিকে পৌছেছিলে?'

'দুটোর দিকে,' শান্ত স্বরেই জবাব দিল জেসাপ। কিন্তু ওর মাথার ভিতর দ্রুত চিন্তা চলছে। বুঝতে পারছে মার্শালের চিন্তার স্রোত কোনদিকে বইছে। আগেই কিছু সাবধানতার চাল চেলে রেখেছে বলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল সে।

'এখান থেকে ক'টায় বেরিয়েছিলে তুমি?'

'আটটার দিকে।'

'তোমার এত সময় লাগল কেন? এখান থেকে শহর মাত্র তিন ঘণ্টার পথ।' [illegible] যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছে হেনরি।

'আমি একটু ঘোরাপথে গেছিলাম,' ব্যাখ্যা দিল জেসাপ। 'ক্লাইড আর [illegible] র‍্যাঞ্চে সব ঠিক আছে কিনা দেখতে গেছিলাম।'

'কেউ তোমাকে দেখেছে?' পাসিদের একজন প্রশ্ন করল। মাথা নাড়ল এরফান।

'তাহলে তোমার মুখের কথা ছাড়া আর কোন সাক্ষী বা প্রমাণ তোমার নেই। অন্তত পক্ষে এক থেকে দুই ঘণ্টার কোন হিসাব নেই। জনসনের সাথে দেখা হওয়া আর ওকে খুন করে লাশ লুকানোর জন্যে যথেষ্ট সময় তুমি পেয়েছ।'

'এক মিনিট, হেনরি,' প্রতিবাদ করল মরিস। 'টম জনসনকে হত্যা করার কোন কারণ এরফানের নেই।'

'আমি তোমাকে একটা কারণ দর্শাতে পারি,' হিসহিসিয়ে বলল ডেভিস। 'তুমি জানো এই লোকটা কে?'

'নিশ্চয়, ও এরফান জেসাপ,' জবাব দিল কার্ল।

'এরফান জেসাপ, না?' রোষের সাথে বলল সে। 'জানো টেক্সাসে খুনের দায়ে ওর নামে ওয়ারেন্ট আছে? ওখানে সে অন্য একটা নামে পরিচিত, তাই না জেসাপ? নাকি "বিদ্যুৎ" বলব?'

বিদ্যুৎ! অ্যালেক্স আর ব্র্যাডলে বিস্মিত চোখে জেসাপকে দেখল, যেন ওকে [illegible] মত দেখছে। এই শান্ত স্বরে কথা বলা লম্বা লোকটাই তাহলে বিখ্যাত বা কুখ্যাত বিদ্যুৎ।

'আরে সেটা তো আমি আগেই জানি!' হেসে বলল মরিস। 'সে আমাকে যেদিন কাজে যোগ দেয় সেদিনই বলেছে।'

জবাব শুনে চুপসে গেছিল হেনরি। নিজেকে সামলে নিয়ে এবার সে গম্ভীর স্বরে বলল, 'কার্ল, তুমি কি বলছ জেনেশুনে তুমি একজন খুনীকে কাজে নিয়েছ?' পাসির সদস্যদের চেহারা গম্ভীর হলো। কয়েকজন অর্থপূর্ণ ভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। মরিস বুঝল হেনরি তার কথাটাকে ঘুরিয়ে কিভাবে স্বপক্ষে নিয়ে গেল। পাসির লোকজনের দিকে অবজ্ঞার সাথে চেয়ে রইল কার্ল।

'কার্ল,' বলে চলল হেনরি, 'নিন্দুকরা হয়তো বলবে তুমি এই লোকটাকে তোমার কুকর্ম করার জন্যেই কাজে নিয়েছ। ওরা এও বলতে পারে তুমিই জনসনকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে খুন করিয়েছ।'

'আমার মেয়ে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে না থাকলে হয়তো সেই নিন্দুকের দাঁত আমি ভেঙে দিতাম,' ঠাণ্ডা স্বরে ঘোষণা করল কার্ল। 'তুমি ভাল চাইলে কথাগুলো ফিরিয়ে নাও, মার্শাল।'

'আরে, আমি তো কেবল লোকে কি বলতে পারে সেটাই বলেছি,' প্রতিবাদ করল ডেভিস। 'আমি বলিনি তুমি তাই করেছ!'

'ভাল, আমি এরফানের ব্যাপারে জানতাম, এবং আমার বিশ্বাস ওর সম্পর্কে লোকে খারাপ যা কিছু বলে তার কানা-কড়িও সত্যি নয়।'

'তা হয়তো হতে পারে,' বলে চলল ডেভিস। 'কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ভিন্ন। জেসাপ, তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে। তুমি যদি জনসনকে হত্যা নাও করে থাকো, ফোরওয়েজ, টেক্সাসের শেরিফ তোমাকে খুঁজছে।'

টিমোথি জনসন স্পারের খোঁচায় তার ঘোড়াটাকে এগিয়ে আনল।

'আমার বিশ্বাস ওর ওপর ইয়াভাপাই-এর দাবি প্রথম,' চিকন গলায় চিৎকার করে বলল সে। 'এই—এই শয়তানটা আমার বাবাকে খুন করার দায়ে এখানেই কাঠগড়ায় দাঁড়াবে!'

পাসিদের মধ্যে সমর্থনের গুঞ্জন উঠল। দু'একজন এরফানের দিকে এগিয়ে আসারও চেষ্টা করল। হাত তুলে ওদের থামাল ডেভিস।

'তোমার কোন গোলমাল না করে আমাদের সাথে আসাই ভাল, জেসাপ,' কঠিন স্বরে বলল সে।

মৃদু হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল জেসাপ। ওর হাত দুটো পিস্তলের বাঁটের পাশে অলস ভাবে ঝুলছে। কথা বলার সময়ে এরফানের স্বরটা আশ্চর্য রকম নরম শোনাল।

'আমার বিশ্বাস আমাকে মারার আগে তোমাকে সহ আরও ছয়জনকে আমি সাথে নিয়ে যেতে পারব।' একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াল সে—চোখ দুটো সরু আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে। টিমোথি পিছিয়ে গেল। ওর সাথে আরও কয়েকজন, যারা ওকে অ্যাকশনে দেখেছে, তারাও পিছাল। ওরা জানে এরফান মিথ্যা বড়াই করছে না। কিন্তু ডেভিস নির্বিকার।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বিদ্যুৎকে বলল সে। 'কিন্তু ভেবে দেখো তুমি গোলাগুলি আরম্ভ করলে ঘরের ভিতর ওই ছেলে আর মেয়েটার কি দশা হবে।' কথাগুলোর মর্ম সবার কাছে পৌছবার জন্যে কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকল ডেভিস। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল জেসাপ। ওর দেহের পেশীগুলো ঢিলে হলো। ঝুঁকি নিতে পারে না সে।

'এবার তুমি জিতলে, মার্শাল,' বলল জেসাপ। 'কিন্তু মনে রেখো খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

ভয়ঙ্কর একটা হাসিতে বিকৃত হলো ডেভিসের মুখ। 'ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করল সে। 'কিন্তু আমি দেখতে চাই ধাপ্পা দিয়ে তুমি জিততে পারো কিনা।'

'হেনরি,' প্রতিবাদ জানাল মরিস। 'এমন একটা আষাঢ়ে গল্প তুমি কোর্টে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না।'

'আমি এমন একটা লোককে পেয়েছি, যার সুযোগ, সময় আর কারণ, তিনটেই ছিল। আমাকে আর একটা লোক দেখাও যার পক্ষে এটা সম্ভব ছিল—তার সাথে গিয়ে আমি কথা বলব। যতক্ষণ সেটা না দেখাতে পারছ, তোমার চুপ করে থাকাই ভাল। কারণ আমি এখনও পুরো নিশ্চিত নই যে এর পিছনে তোমার কোন হাত ছিল না। কেবল সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলেই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এর চেয়ে কম অপরাধেও মানুষকে আমি ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছি,' বলে উঠল

মার্শাল। এরফানকে ঠাণ্ডা হতে দেখে ওর সাহস কিছুটা ফিরেছে।

'তুমি একটা ভুল করছ, হেনরি। বিরাট একটা ভুল,' বলল কার্ল।

'এটা এখন আর আমার হাতে নেই,' জবাব দিল মার্শাল। 'কথাটা জুরিকে বুঝিও। এবার : জেসাপ! খুব ধীরে হাত নামিয়ে তোমার গানবেল্টটা মাটিতে ফেলে ওটা থেকে পিছিয়ে যাও।'

আদেশটাকে জোরদার করতে পিস্তল বের করে কক করল হেনরি। কাঁধ উঁচিয়ে যা বলা হয়েছে তাই করল এরফান। পসির দু'জন লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওর হাত দুটো বেঁধে ফেলল।

'ওর ঘোড়াটা নিয়ে এসো,' ডেভিস আর একজনকে আদেশ করল। জেসাপ ঘোড়ার পিঠে চড়ার পর ওর হাত দুটো পমেলের সাথে বেঁধে দেয়া হলো। রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হলো পসি। মরিস ওখানে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চাপা একটা গর্জন করে ছুটে আস্তাবলে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘোড়ার পিঠে শহরের দিকে ছুটল। অ্যালেক্স আর ব্র্যাডলে মাত্র দুই সেকেন্ড পিছনেই ওকে অনুসরণ করল। সিকি মাইল দূরে গিয়েই পসিকে ধরে ফেলল ওরা।

'আমরাও তোমাদের সাথে ইয়াভাপাই-এ যাচ্ছি,' উদ্ধত স্বরে হেনরিকে জানাল কার্ল।

কাঁধ উঁচাল শেরিফ। 'এর কোন প্রয়োজন ছিল না,' বলল সে। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর থেকে বিষ ঝরে পড়ল।

'আমি বলিনি প্রয়োজন আছে,' বলল কার্ল। 'কিন্তু আমরা এরফানের পাশে থাকলে হয়তো বোকার মত সে ছুটে পালাবার চেষ্টা করবে না।'

এরফান হাসল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ডেভিস।

কার্লের মন্তব্যটা পাসির কেউ না বুঝলেও মার্শাল এর মানেটা পরিষ্কার বুঝল। ডেভিসকে বিশ্বাস করেনি মরিস। কারণ অনেক বন্দীকেই লে ডেল ফুয়েগোর (Ley del fuego) ছত্রছায়ায় মৃত নিয়ে যাওয়া হত। বলা হত পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছে। এটা নিষ্ঠুর খুন হলেও আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য ছিল।

'তোমাদের খুশি,' মুখ বাঁকিয়ে বলল ডেভিস। 'তবে আমি পিঠে গুলি করে কাউকে মারি না।'

'আমি বলিনি তুমি তাই করো,' শান্ত স্বরে জবাব দিল কার্ল।

ট্রেইলে ধুলো উড়িয়ে শহরের পথে এগিয়ে গেল পাসির দল।

ছাব্বিশ

বিচারের দিন ভোর বেলা সেলের গারদের ওপর টিন-কাপের আঘাতের শব্দে এরফানের ঘুম ভাঙল।

'উঠে পড়ো, মিস্টার বিদ্যুৎ,' খ্যাকখ্যাক করে হেসে বলল ফ্রেডি। 'আজকের

দনের পুরো মজা মিস করলা তোমার ঠিক হবে না—তাই না?' লোকটা অবৈতনিক জলরক্ষক। খাওয়া, থাকা আর ড্রিঙ্কের জন্যে কয়েক ডলারের বিনিময়ে বুড়ো লাকটা জেল ঝাড়া-মোছা থেকে শুরু করে প্রায় সব কাজই করে। নিজের রসিকতায় নিজেই প্রাণখুলে একচোট হাসল। 'কফি দেব?'

'এতদিন ঘোড়ার মুতের মত যা খাইয়েছ সেটাই যদি তোমার কফি হয়, তবে দরকার নেই,' হেসে বলল এরফান।

বিদ্যুৎ-এর মত একজন বিখ্যাত লোক তার চার্জে আছে বলে তার দম্ভের অন্ত নেই। জীবনে এই প্রথম গৌরব করে বলার মত একটা কাজ সে হাতে পেয়েছে।

মরিস কয়েকবার এসে এরফানকে দেখে গেছে। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনজনই শহরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্কট আর পিটার্স রয়েছে মরিসের র‍্যাঞ্চে। সুজান, ফিলাডেলফিয়া আর রবকে দেখে রাখার ভার দেয়া হয়েছে ওদের ওপর। বিচারে রব হচ্ছে এরফানের প্রধান তুরুপের তাস। ওর কিছু হলে বিপদ আছে।

'আইনসম্মত ভাবেই বিচার করা হবে বলে ওরা আমাকে জানিয়েছে,' উদ্বিগ্ন কার্লকে প্রবোধ দিয়েছিল এরফান। 'ডেভিস সান্তা ফে থেকে একজন সারকিট জাজকে আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছে।'

'লোকটা তোড়জোড়ের সাথে তোমার বিরুদ্ধে লেগেছে,' রাগের সাথে বলল কার্ল। 'আর জনসন তো আছেই। তোমাকে দোষী প্রমাণ করতে পারলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে, এরফান।'

'আমি সেটা আশা করছি না,' জবাব দিয়েছিল জেসাপ। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে'ও একটু চিন্তিত। ডেভিস আর টিমোথি যদি শহরবাসীকে ওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে, তাহলে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও একটা ফাইট অনিবার্য। এতে তার বন্ধুদের ক্ষতি হবে।

'তোমার আচার-আচরণ দেখে মনে হয় আজ সন্ধ্যায় তোমার ফাঁসি হতে পারে জেনেও তুমি নিশ্চিন্ত,' মন্তব্য করল ফ্রেডি।

ফ্রেডির গরম করে আনা মাংস আর বীন খেতেখেতে সে হেসে জবাব দিল, 'ফাঁসি, আমার হবে না, অন্য কারও হতে পারে।'

'কিন্তু ওরা বলে তুমিই পুরোপুরি দোষী।'

'তাহলে জনসনের লাশ এখনও পাওয়া যায়নি?'

'কোন খবর নেই। ডেভিস প্রত্যেকদিন মেসাকিটে খোঁজ করার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। কিন্তু বুড়ো টম জনসন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'টম জনসনকে তুমি চেনো?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'এখানকার সবাইকেই আমি চিনি,' গর্বের সাথে বলল ফ্রেডি। 'আমি অনেক বছর এখানে আছি। হেনরি ডেভিসের আগে যে মার্শাল ছিল তার হয়েও আমি কাজ করেছি। লোকটা ভাল ছিল, কিন্তু মারা গেল।'

'এটা কতদিন আগের কথা?'

'দু'বছরের কিছু আগে। ইয়াভাপাই পাহাড়ে পাথর চাপা পড়ে বেচারা মারা গেল।'

'ডেভিস কিভাবে মার্শাল হলো?'

'ঠিক মনে নেই,' মাথা চুলকে জবাব দিল ফ্রেডি। 'শহরে এসে পৌঁছে কাজটার জন্যে দরখাস্ত করেছিল। টিমোথি ওর জন্যে সুপারিশ করল—সান্তা ফে বা ওইরকম কোন জায়গায় ওদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। ভাল মার্শাল হেনরি। কিন্তু তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন?'

'উত্তর পাওয়ার ওটাই একমাত্র উপায়,' হেসে বলল জেসাপ।

'আশা করি বিচারের জন্যেও কিছু ভাল জবাব তোমার আছে,' মুচকি হেসে বলল সে। 'ওগুলো অবশ্যই তোমার প্রয়োজন হবে।'

বিচারের ধার্য সময় দশটার আগেই শহরের প্রত্যেকটা মানুষ জড়ো হয়েছে টেলরের সেলুনে। আসেনি কেবল সুজান আর ফিলাডেলফিয়া।

দুই সারি চেয়ারে বসেছে জুরির দল। পাশে একটা টেবিল আর গদিওয়ালা একটা চেয়ার। ওখানে জাজ ম্যাটসন বসবে।

সাড়ে নয়টার কিছুক্ষণ পরেই ধুলো উড়িয়ে একটা কোচ মার্শালের অফিসের সামনে এসে থামল। একজন ছোটখাট মানুষ কোচ থেকে নামল। একজন ছুটে সেলুনে ঢুকে খবর দিল জাজ এসে পৌঁছেছে। ছোটখাট মানুষটা ডেভিসের অফিসে ঢুকল।

মুখে একটা অমায়িক হাসি ফুটিয়ে তুলে চেয়ার ছেড়ে অতিথির দিকে এগিয়ে এল মার্শাল।

'তুমি নিশ্চয় জাজ ম্যাটসন,' বলল সে। 'আমি ডেভিস; টাউন মার্শাল।'

হ্যান্ডশেক করার জন্যে বাড়িয়ে দেয়া হাত নবাগত লোকটা যেন দেখতেই পেল না। সে বলল, 'জাজ ম্যাটসন আসতে পারেনি, তার বদলে আমি এসেছি। আমার নাম ব্লেক।'

ডেভিসের মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। এই ধূসর তীক্ষ্ণ চোখের ছোট্ট শান্ত লোকটা একজন প্রতাপশালী নীতিবান লোক। অ্যারিজোনার গভর্নর স্বয়ং এই বিচারে সভাপতিত্ব করতে আসবে, এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কথা বেরোচ্ছে না ওর মুখ থেকে।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেক না,' ধমকে উঠল গভর্নর ব্লেক। 'বিচারটা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?'

ডেভিস নিজেকে সামলে নিল। হয়তো এটাকে সে নিজের সুবিধার জন্যে কাজে লাগাতে পারবে। জুরিকে সে আগেই সব বুঝিয়ে ঠিক করে রেখেছে। এখন গভর্নর যদি জুরির সাথে একমত হয় তবে মরিসকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর জেসাপের ফাঁসি একটা উপরি পাওনা হবে। যদিও এতে তার কোন স্বার্থ নেই, শুধু এতে তার সন্তুষ্টি হবে।

'এই পথে, গভর্নর,' মিষ্টি সুরে বলল সে। 'আমরা সেলুনটাকেই যথাসম্ভব যোগ্য করে এই বিচারের জন্যে সাজিয়েছি। ওরা তোমার আদেশ পেলেই বিদ্যুৎকে হাজির করবে।'

ছোট্ট একটা নড করে মার্শালের সাথে টেলরের সেলুনে পৌঁছল ব্লেক। ওদের ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে দর্শকদের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। মার্শাল ইশারায় ফ্রেডিকে

আসামী হাজির করার নির্দেশ দিল। ব্লেক নিজের আসনে বসে ঠাণ্ডা চোখে দর্শকদের খুঁটিয়ে দেখল।

'আমার নাম ব্লেক,' বলল সে। 'আমি এই বিচার পরিচালনা করব। কোন হৈহল্লা বা বিশৃঙ্খলা আমি সহ্য করব না। পরিষ্কার বলে রাখছি প্রয়োজনে আমি অত্যন্ত কঠিন হতে পারি।' একটু থেমে কথাগুলো দর্শকদের হজম করার সময় দিয়ে ডেভিসের দিকে ফিরল সে।

'প্রিজনার কোথায়?'

'এইখানে, গাভর্নর,' খনখনে গলায় ঘোষণা করে শক্ত বাঁধনে বাঁধা জেসাপকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ফ্রেডি। ব্লেকের চেহারা শক্ত হলো।

'লোকটা বাঁধা কেন?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'কেন...মানে...খুনের আসামী সে, গভর্নর,' তোতলাল মার্শাল।

'আমি জানি খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু এখনও দোষী প্রমাণিত হয়নি,' টেবিলে কাঠের হাতুড়ি ঠুকে বলল সে। 'নাকি তোমরা আগেই বিচার করে ফেলেছ?'

বোকার মত মাথা নাড়ল ডেভিস। ওর বাঁধন কেটে দেয়ার আদেশ দিল ব্লেক।

'ইশ্, বুড়ো তো না, যেন একটা বাঘ!' ফিসফিস করে একজন দর্শক পাশের লোকটাকে বলল।

সবার মনোযোগ আবার ব্লেকের দিকে ফিরল।

'তুমি কি বিদ্যুৎ, দি আউটল?' একটু সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করল গভর্নর।

'মানুষে আমাকে ওই নামেও ডাকে, স্যার।'

'এরফান জেসাপ তোমার আসল নাম?'

'আমি ওটাই ব্যবহার করি,' জবাব দিল জেসাপ।

'তুমি হয়তো জানো টেক্সাসের কোন ঘটনার বিচার আমরা এখানে করতে বসিনি।' চোখ নিচু করে মাথা ঝাঁকাল। ব্লেক এবার তাকে জিজ্ঞেস করল তার পক্ষে কে ওকালতি করবে।

'আমার নিজেকেই নিজের ওকালতি করতে হবে, স্যার,' জবাব দিল জেসাপ। মার্শালের দিকে চেয়ে নড করল গভর্নর।

'আমরা তৈরি, মার্শাল।'

এগিয়ে এল ডেভিস। 'আসামী এরফান জেসাপ, ওরফে বিদ্যুৎ যে টম জনসনকে খুন করেছে এটাই আমি এখানে প্র—'

'ভূমিকা বাদ দাও, মার্শাল,' একটু অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল ব্লেক।

এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চমকে ব্লেকের দিকে ফিরল ডেভিস। 'এটা প্রচলিত নিয়ম নয়, গভর্নর,' প্রতিবাদ জানাল সে।

'প্রচলিত নিয়মে আমি চলি না,' গম্ভীর স্বরে বলল ব্লেক। 'শুরু করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে টিমোথি জনসনকে কাঠগড়ায় আসার জন্যে ডাকল ডেভিস।

'কোর্টকে বলো তোমার বাবা যেদিন অদৃশ্য হয় সেদিন সকালে কি ঘটেছিল।'

সেবার র‍্যাঞ্চ থেকে নিয়মিত গরু চুরি যাওয়ায় বাবা দিন দিন আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তার সব সময়েই ধারণা ছিল মেসকিটের র‍্যাঞ্চাররাই এর পিছনে

আছে। প্রমাণ না থাকায় রেঞ্জ ওয়ার শুরু করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এটা সে চায়নি। ওইদিন সকালে সে আমাকে বলেছিল তার ধারণা কার্ল মরিসের সাথে সামনা-সামনি কথা বললে হয়তো এর একটা নিষ্পত্তি করতে পারবে সে।'

'সে কি কথাটা আর কাউকে বলেছিল?' প্রশ্ন করল মার্শাল।

'না, আর কাউকে বলেনি।'

'আর কেউ তাকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যেতে দেখেছে?'

'জেরি লোগান, আমাদের—আমার ফোরম্যান দেখেছে।'

ডেভিস ঘুরে গভর্নরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। 'লোগানও একই সাক্ষ্য দেবে, গভর্নর,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল ব্লেক। 'বলে যাও।'

'তোমার বাবা যখন র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যায় তখন ঘড়িতে কয়টা বাজে?'

'নাস্তা খাওয়ার পরপরই—হয়তো সাতটা বা সাড়ে সাতটা হবে।'

'তুমি তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করোনি?'

'আমি বলেছিলাম তার একা যাওয়াটা পাগলামি হবে। সে বলল, ওখানে লোকজন নিয়ে গেলে ওরা ভাববে সেবার র‍্যাঞ্চ দাঙ্গা করতে এসেছে। কিন্তু সে কোন গোলাগুলি চায়নি।'

'তারপর কি ঘটল?'

'বাকিটা তো তুমিই জানো,' প্রতিবাদ করল টিমোথি।

'নিশ্চয়, আমি ওখানেই ছিলাম।' মাথা ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু গভর্নরকে জানাও কি ঘটল। ঠিক যা ঘটেছিল তাই বলো।'

'ঠিক আছে। তুমি যখন এলে তখন প্রায় দশটা বাজে। আমরা কফি খাচ্ছিলাম, এই সময়ে চিৎকার করতে করতে কোরাল থেকে ছুটে এল লোগান। সে বলল, বাবার ঘোড়াটা ফিরে এসেছে—ওটার জিনে রক্ত।'

জাজের দিকে ফিরল ডেভিস। 'জিনের ওপর অনেক রক্ত ছিল,' গভর্নরকে জানাল সে। 'ঘোড়ার খুরে অনেক পাইনের কাঁটা ছিল। তাতেই বুঝলাম টম জনসন মেসকিটেই গেছিল— কারণ একমাত্র ওখানেই পাইনের কাঁটা এত মোটা হয়। আমরা বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটেছে জানতাম না। আমি জেরি লোগানকে ব্যাক ট্র্যাক করে বুড়োকে খুঁজে বের করার জন্যে পাঠালাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। সে কিছুই খুঁজে পায়নি। তখন আমি সাহায্যের আশায় শহরে এলাম।'

'তুমি সেবার রাইডার ফেরার অপেক্ষায় না থেকে শহরে কেন এলে?' ওকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল ব্লেক। ভাবলাম সেবার রাইডারদের নিয়ে আমরা যদি দলবলে মেসকিটে যাই তবে টম যা ভয় করেছিল তাই ঘটবে। তাছাড়া ওদের নিয়ে মেসকিটে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে—ওটা বিরাট এলাকা। কোথায় খুঁজতে হবে কিছুই আমরা জানি না।'

টিমোথির দিকে চেয়ে নড করে এরফানের দিকে ফিরে মার্শাল বলল, 'তোমার কিছু প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

উঠে কাঠগড়ার কাছে টিমোথির দু'ফুট দূরে এসে দাঁড়াল জেসাপ। চোখ সরু করে ওর দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

'তোমার বাবার মৃত্যুর পর সেবার-এর মালিক এখন কে?'

'সম্ভবত আমি···কিন্তু এর সাথে—'

'সেবার-এর দাম কত হবে?'

জনসন গভর্নর ব্লেকের দিকে তাকিয়ে তার সমর্থন খুঁজল টিমোথি।

'আমি বুঝতে পারছি না বর্তমান বিচারের সাথে এর কি সম্পর্ক?'

ব্লেকের মুখের ভাব একটুও বদলাল না। 'উত্তর দাও,' আদেশ করল সে।

'ওহ, এতে কিছু আসে যায় না।' নাক টানল টিমোথি। 'প্রায় এক লক্ষ বা দেড় লক্ষ ডলার হবে। হিসেব না করে বলা মুশকিল।'

'তাহলে বাবার মৃত্যুতে এখন তুমি অনেক ধনী হলে?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'তোমার প্রশ্নের ধারা বুঝতে পারছি না আমি।'

'আমি বলতে চাই টম জনসনের মৃত্যুতে তুমিই যখন সবথেকে লাভবান হচ্ছ, হয়তো তুমিই তাকে খুন করেছ!'

চমকে উঠল টিমোথি। 'একথা কেন বলছ তুমি!' আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি···আমি—'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়ে চিৎকার করে জেসাপের প্রশ্ন পদ্ধতির প্রতিবাদ জানাল ডেভিস। টেবিলের ওপর হাতুড়ি ঠুকল জাজ। সবাই চুপ হলে ব্লেক মুখ খুলল।

'এমন অভিযোগের কোন প্রমাণ তোমার কাছে আছে, জেসাপ?'

মাথা নাড়ল এরফান। 'প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই, স্যার।' আবার নিজের আসনে গিয়ে বসল সে। টিমোথির প্রতিক্রিয়া সবাই দেখেছে। দর্শকদের মনে সন্দেহের বীজ বুনতে পেরেই সে সন্তুষ্ট।

ডেভিস ইশারায় লোগানকে কাঠগড়ায় যেতে বলায় লোকজনের ভিতর কথার গুঞ্জন উঠল। কিন্তু ব্লেকের হাতুড়ির বাড়িতে তা সঙ্গেসঙ্গেই থেমে গেল।

'তুমি টম জনসনকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যেতে দেখেছ?' প্রশ্ন করল ডেভিস। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ফোরম্যান। 'এবার বলো, টিমোথি জনসন কি আমি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়েছিল?'

মাথা নাড়ল জেরি। 'না, কোথাও যায়নি।'

'সে কি তোমার অজান্তে লুকিয়ে বেরোতে পারত?'

'অসম্ভব,' জোর দিয়ে বলল লোগান।

বসে পড়ল হেনরি ডেভিস। আবার উঠে দাঁড়াল এরফান।

'তুমি কি কখনও টম জনসনকে ওয়েজ ক্যামেরনের কথা বলতে শুনেছ?'

'যতদূর মনে পড়ে, শুনিনি,' জবাব দিল জেরি।

'তুমি জানো ক্যামেরন মেসকিটের দুজন র‍্যাঞ্চারকে এই শহরে হত্যা করেছে?'

'হ্যাঁ, জানি। এবং এটাও জানি এর জন্যে ক্যামেরনের কি হয়েছে।'

লোগানের পাল্টা জবাবে কথার গুঞ্জন ওঠায় আবার হাতুড়ি ঠুকল ব্লেক।

'তাহলে তোমার ধারণা টম ওকে ভাড়া করেনি?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'আমি জানি না,' বলল লোগান। 'হয়তো করেও থাকতে পারে।'

টিমোথির দিকে ঘুরে দাঁড়াল জেসাপ। নিজের আসনে ফিরে গেছিল সে। 'তুমি এখনও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, জনসন,' বলে উঠল এরফান। 'তোমার বাবা কি ওই দুজনকে মারার জন্যে ক্যামেরনকে আনিয়েছিল?'

'অবশ্যই না!' জোর দিয়ে অস্বীকার করল টিমোথি। গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল জেসাপ। তারপর কার্ল মরিসকে কাঠগড়ায় আসতে বলল সে।

'একটা প্রশ্ন, মিস্টার মরিস,' ওকে বলল জেসাপ। 'তুমি কি ওয়েজকে আনিয়েছিলে তোমার প্রতিবেশী বন্ধুদের হত্যা করার জন্যে?'

'খোদার কসম, এরফান, তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে ওই প্রশ্ন করলে তাকে আমি খুন করে ফেলতাম। কোর্টই হোক আর না'ই হোক। উত্তরটা হচ্ছে, না! কক্ষনো না!'

একটু সামনে ঝুঁকল ব্লেক। 'প্রশ্নটা তোমাকে যেভাবে করা হয়েছে তাতে তোমার রেগে ওঠার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে, মিস্টার মরিস। কিন্তু আমি আমার কোর্টে এমন রাগে ফেটে পড়া দ্বিতীয়বার সহ্য করব না।'

মার্শাল এগিয়ে এল। 'এক মিনিট, কার্ল, আমারও একটা প্রশ্ন আছে।' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে উত্তেজনা বেড়ে ওঠার সুযোগ দিল সে। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বিদ্যুৎ-এর পরিচয় আর অপকীর্তির কথা জেনেও ওকে কাজে নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, তাই। কারণ আমার বিশ্বাস লোকে ওকে যত অপবাদ দিয়েছে তার বেশিরভাগই মিথ্যা।'

'সে যা'ই হোক, তুমি খুনী বলে পরিচিত একজন লোককে চাকরি দিয়েছিলে। মিস্টার জেসাপ যে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি। তুমি কি টম জনসনকে হত্যা করার জন্যে ওকে কাজে নিয়েছিলে?'

এবার নিজের রাগটাকে সংযত রাখল কার্ল। কিন্তু ওর কপালের একটা শিরা দপদপ করছে রাগে।

'নিশ্চয় না,' বলল সে।

'করে থাকলেও এখন তা স্বীকার করবে না,' অবজ্ঞার সাথে বলল টিমোথি।

টেবিলের ওপর আবার হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। 'এমন আরেকটা মন্তব্য করলে কোর্টকে অমান্য করার অপরাধে তিরিশ দিন তোমাকে জেল খাটতে হবে।' ব্লেকের স্বর কঠিন শোনাল।

বসে পড়ল টিমোথি। কিন্তু এরফান জানে ওই চতুর মন্তব্যে মরিসের অস্বীকার করার কোন মূল্যই আর থাকল না। মার্শালের দিকে ফিরল সে।

'এবার তুমি একটু কাঠগড়ায় দাঁড়াবে, ডেভিস?'

অবাক হলো সে। কিন্তু নিজের প্রতি দৃঢ় আস্থা আছে ওর। ভাল মতই তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছি, মিস্টার বিদ্যুৎ; এখন আর তোমার বাঁচোয়া নেই: মনেমনে ভেবে বিজয় উল্লাসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আড়চোখে জেসাপের দিকে চাইল মার্শাল।

'তুমি আগেই শুনেছ টিমোথি বলেছে তার বাবা ক্যামেরনকে ভাড়া করেনি, কার্ল মরিসও শপথ করে বলল সে তাকে নিয়োগ করেনি। ওদের কেউ যদি ওকে না

আনিয়ে থাকে তবে কে আনাল?'

'আমি কাউকে এমন কথা বলতে শুনিনি যাতে বোঝা যায় তাকে কেউ হায়ার করেছিল,' ঠাণ্ডা হাসির সাথে জবাব দিল হেনরি।

'তোমার ধারণা সে দৈবাৎ এখানে এসে ক্লাইড আর নেওয়াটের সাথে গায়ে-পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে বিনা কারণেই ওদের মেরেছে?'

'আমার যতদূর মনে পড়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই সে ওদের মেরেছিল,' স্মরণ করিয়ে দিল ডেভিস। 'তাহলে এতে তোমার অবস্থা কি দাঁড়াল?' লোকটার স্বর আনন্দে গদগদ।

'আসলে তোমার যা অবস্থা, আমারও তাই,' বলল জেসাপ। ওর হাসিটা ঠাণ্ডা আর নিরানন্দ। মুহূর্তের জন্যে ডেভিসের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ, জেসাপ?' প্রশ্ন করল সে।

'তুমি মেসকিটের সবাইকে যে প্রশ্নটা করেছিলে সেটার জবাব তুমি নিজে দাওনি। টম জনসনের মৃত্যুর সময়টাতে তুমি কোথায় ছিলে?'

হতভম্ব হয়ে গেল ডেভিস। অনেক দেরিতে নিজের চতুর প্ল্যানের ফাঁকটা ওর চোখে পড়ল। যেটা এই লোকটার চোখ এড়ায়নি। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়। একই সাথে জেসাপের পরবর্তী প্রশ্ন আর তার জবাব ভেবে ঠিক করার চেষ্টা করছে সে।

'তুমি মরিসের র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যখন সেবার-এর দিকে রওনা হচ্ছিলে, টম জনসন ওই সময়েই মেসকিটের দিকে রওনা হয়েছে। তোমরা দুজনেই একই ট্রেইল ব্যবহার করেছ। অথচ তোমাদের দেখা হলো না—এটা কিভাবে সম্ভব?'

কাঁধ উঁচাল ডেভিস। বাইরের চেহারাটা শান্ত রেখে ভিতরের মরিয়া ভাবটা ঢাকার চেষ্টা করছে সে।

'জানি না,' জবাব দিল মার্শাল। 'হয়তো সে ট্রেইল ধরে আসেনি। কিংবা হয়তো সে আমাকে দেখে মেসকিটের লোক মনে করে আমাকে এড়িয়ে গেছে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার,' বলে উঠল জেসাপ। 'তুমি আমাকে এই দাবিতে গ্রেপ্তার করলে যে আমার সাথে তার হঠাৎ দেখা হলে আমি ওকে মেরে ফেলেছি—সে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না—অথচ তুমি বলছ তোমাকে দেখে সে এড়িয়ে গেছে—যাকে সে ভাল করেই চেনে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?'

কামরার সবাই ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করা শুরু করেছে। এই প্রথম ওরা বুঝতে পারছে মার্শাল এমন একটা ফাঁদে পড়ে গেছে যার থেকে তার মুক্তি নেই। কালো চুলের কাউবয় কৌশলে পরিস্থিতিটাকে সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছে। এখন মার্শালেরই বিচার হচ্ছে, জেসাপের নয়।

'তুমি যে কথাটা বলেছিলে সেটারই পুনরাবৃত্তি করছি আমি। এগিয়ে ডেভিসের মুখোমুখি দাঁড়াল এরফান। 'আমি একজন মানুষ পেয়েছি যার সময়, সুযোগ আর খুন করার কারণ ছিল।'

বুনো চোখে সমর্থনের আশায় উপস্থিত দর্শকদের দিকে তাকাল হেনরি। কিন্তু কারও চেহারায় সহানুভূতির চিহ্ন দেখতে পেল না। ভয়ে ওর গলা বুজে আসছে; তবু

সেই আগে কথা বলল।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে,' কোনমতে বলল মার্শাল। 'আমি কেন টম জনসনকে মারতে যাব?'

'আমার একজন সারপ্রাইজ উইটনেস আছে, স্যার,' জাজ ব্ল্যাকের দিকে ফিরে বলল এরফান। 'তোমার অনুমতি পেলে তাকে ডাকতে পারি।' গভর্নরের সম্মতি পেয়ে কারসনকে ইঙ্গিত দিল জেসাপ। বাইরে বেরিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই রবকে নিয়ে ফিরে এল সে।

রবকে দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টিমোথি। অদ্ভুত রকম একটা গোঙানির শব্দ বেরোল ওর গলার ভিতর থেকে। ডেভিস ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ওর চোখ দুটো কেবল একটু বিস্ফারিত হলো।

নবাগত লোকটার পরিচয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় দর্শকদের মধ্যে কথার গুঞ্জন উঠল। এরফান কথা শুরু করতেই সবাই আবার নীরব হলো।

'এই লোক হচ্ছে রব উইলস,' ব্লেককে জানাল জেসাপ। 'তোমার বক্তব্য আমাদের শোনাও, রব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে খনখনে গলায় ইয়াভাপাই পাহাড়ের ক্যানিয়নে কি কি ঘটেছে তার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে চলল বুড়ো। কোর্টের সবাই নিশ্চুপ হয়ে ওই আশ্চর্য বিশ্বাসঘাতী ঘটনার বিবরণ শুনল। এবার টিমোথির দিকে চেয়ে জেসাপ প্রশ্ন করল, 'তোমার কি বলার আছে, জনসন?'

টিমোথির মুখ খুলল কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই কর্কশ স্বরে জেরি লোগান কথা বলে উঠল।

'ওই বুড়ো শয়তানটা!' হাসল সে। 'ওকে আমাদের কিছু গরু দেখাশোনার ভার দেয়া হয়েছিল। যখন জানলাম সে আমাদের গরু বিক্রি করছে, দশ মাস আগে আমি ওকে বরখাস্ত করি। ওকে আমি ফাঁসিই দিতাম, কিন্তু দিইনি কারণ সে আধপাগলা। ওর কথা যে বিশ্বাস করবে সেও পাগল।'

ব্লেক একটু ঝুঁকে রবকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি যা বললে তার কোন প্রমাণ দিতে পারো?'

মাথা নাড়ল রব। 'তবে গরুগুলো ইয়াভাপাই ক্যানিয়নে আছে।'

'সেবার র‍্যাঞ্চের কোন গরু ইয়াভাপাই ক্যানিয়নে নেই!' ঘোষণা করল জেরি।

এরফান বুঝল গরুগুলোকে বিপদ বুঝে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 'থামো লোগান!' ধমকে উঠল জেসাপ।

'কেন? আরও কিছু উদ্ভট অভিযোগ আনবে আমার বিরুদ্ধে?'

'অপেক্ষা করো দেখতে পাবে।' সুজান আর ফিলাডেলফিয়াকে অ্যামবুশ করা থেকে শুরু করে টম জনসনের সাথে দেখা করা পর্যন্ত সব বর্ণনা দিল জেসাপ।

'হ্যা, শেষে জনসন তোমাকে খেদিয়ে দিয়েছিল!' অবজ্ঞার সাথে বলল জেরি।

'কিন্তু একটা ব্যাপার তুমি জানো না। আমি আবার ফিরে গিয়ে আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়াটার গায়ে আমার চিহ্ন রেখে এসেছিলাম, যেন ঘোড়াটাকে আবার দেখলে অ্যামবুশকারীকে চিনতে পারি।'

মুহূর্তের জন্যে একটু বিচলিত হলো লোগান। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে

নিয়ে বলল, 'তাতে কি?'

একজন দর্শকের দিকে ফিরে এরফান বলল, 'তুমি বাইরে লোগানের সোরেলটা একটু পরীক্ষা করে দেখবে? জিনের তলায় আমার নামের আদ্যাক্ষর EJ লেখা আছে কিনা?'

বাইরে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল লোকটা। দরজার কাছ থেকেই সে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'মিস্টার জেসাপের কথাই ঠিক! ওখানে EJ লেখা আছে!'

কোর্টে উত্তেজিত কথাবার্তা শুরু হলো। কিন্তু ব্লেকের হাতুড়ি ঠোকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবাই চুপ হলো। গভর্নর এবার জোরির দিকে ফিরল।

'তোমার কিছু বলার আছে, লোগান?' লৌহ-কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল ব্লেক।

'আমি বলছি না যে আমার ঘোড়ার ওপর ওর ব্র্যান্ড নেই, কিন্তু ওটা কখন হয়েছে কে জানে? ওর মুখের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নেই যে সে ওটা সেবার র‍্যাঞ্চেই করেছে।'

'আর কখন ওটা করতে পারতাম?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

'যখনই করে থাকো, এতে প্রমাণ হয় না যে আমিই ওদের অ্যামবুশ করেছি।'

এই সময়ে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'গভর্নর,' বলল সে, 'আমরা আমাদের এই বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য থেকে সরে যাচ্ছি। আমরা এখানে একজন খুনীর বিচার করতে এসেছি। কিন্তু আসামী বিভিন্ন অছিলায় আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বিচারটাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে চাইছে।'

'মার্শাল আমার বিশ্বাস এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জেসাপ এবং তোমার, দুজনেরই টম জনসনকে খুন করার সুযোগ ছিল,' কঠিন স্বরে বলল ব্লেক। 'তোমার কি জেসাপের বিরুদ্ধে আর কোন সাক্ষী বা প্রমাণ আছে? থাকলে সেটা তুলে ধরার এটাই সময়।'

বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ল ডেভিস। তিন কদম আগে বেড়ে জেসাপের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। 'মিস্টার বিদ্যুৎ, তোমাকে কিছু করা গেল না,' হিসহিসিয়ে বলল হেনরি, 'কিন্তু তুমিও কিছু করতে পারোনি। আমিই জনসনকে মেরেছি বলে তুমি অভিযোগ করেছ, অথচ এই শহরের প্রত্যেকে জানে আমি গত দু'বছরে সবার জন্যে কি করেছি। তোমার বিপদ এখনও কাটেনি বিদ্যুৎ। টম জনসনের খুনীকে আমি খুঁজে বের করবই, এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমিই তাকে খুন করেছ!'

'বাজিতে তুমি হেরে গেলে, ডেভিস!' দরজার দিক থেকে গমগমে একটা স্বর ভেসে এল। ঝট করে ঘুরে ওদিকে তাকাল মার্শাল। পরক্ষণেই পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। বাঁটের বদলে এক মুঠো বাতাস খামচে ধরল হেনরি। ওর পিস্তলের খাপটা শূন্য। ঘুরে চেয়ে দেখল জেসাপ ওর পিস্তলটাই তাক করে আছে ওর বুকের দিকে।

'কি হলো, ভূত দেখলে, মার্শাল?' বলল জেসাপ। স্বয়ং টম জনসন দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ওকে দুপাশ থেকে ধরে আছে সুজান আর ফিলাডেলফিয়া। উত্তেজনায় কামরার প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'একি! এ যে টম জনসন!' বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠল একজন।

দু'পাশে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এল টম জনসন। ওর

আধপাকা চুল এখন সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। গভর্নরের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে টিমোথির দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে।

'ওই যে তোমাদের খুনী: আমার নিজের ছেলে!'

ক্রোধে ক্ষিপ্ত জনতা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল টিমোথির ওপর। ওর লুকানো ডেরিঞ্জার আর কোমরের পিস্তল কেড়ে নেয়ার পর দুপাশে দু'জন করে চারজন ওর হাত শক্তভাবে ধরে ওকে বন্দী করল। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে টিমোথি।

'হ্যাঁ, আমার নিজের ছেলেই আমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। এবং প্রায় সফলও হয়েছিল। সে মনে করেছিল আমি নিশ্চয় মরে গেছি। আমাকে যে'লোকটা মেসকিটের খাদে ফেলে দিয়েছিল, আমি জীবিত কি মৃত পরীক্ষা করে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি সে। জেগে দেখলাম আমার চারপাশে শকুন ডানা ঝাপটাচ্ছে। সারাদিন পড়ে রইলাম খোলা জায়গায়। শেষ পর্যন্ত ক্রল করে পানির কাছে পৌঁছলাম। অনেকদূর ক্রল করেছি আমি। তারপর নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যাই। যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম আমি মরিসের বিছানায় শুয়ে আছি। এই দুই তরুণ তরুণী আমার ক্ষতের পরিচর্যা করছে। কি ঘটেছিল তা ওরাই জানাল।' বেদনার্ত চোখে ছেলের দিকে তাকাল সে। ওর মুখের প্রত্যেকটা ভাঁজে বেদনা। 'আমি জানি তুমি কোনওদিনই আমাকে ভালবাসনি। কিন্তু আমাকে মারতে কেন চেষ্টা করলে?'

বাবার অভিযোগযুক্ত চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছে না সে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওদের বজ্রমুঠি থেকে ছাড়া পেল না। ওর ঠোঁটের কোণে ফেনা দেখা দিয়েছে, পাগলের মত ঘুরছে চোখ। 'করতেই হলো!' চিৎকার করল সে। 'করতেই হলো! তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে থাকলে কিভাবে আমি জানলাম ক্যামেরনকে তুমি নিযুক্ত করোনি। আমি ভয় পেলাম তুমি বুঝে ফেলবে ডেভিস...'

'চুপ করো, বোকা গাধা!' গর্জে উঠল মার্শাল। 'মুখ বন্ধ রাখো!'

'তুমিও তাই করো, মার্শাল,' একটা ঠাণ্ডা স্বর ওকে সাবধান করল। জেসাপের পিস্তলের ইশারায় চুপ হয়ে গেল সে।

'এখানে আসার পর থেকেই সে আমাকে কব্জায় রেখেছে!' খেপে গেছে টিমোথি জনসন। 'সান্তা ফেতে আমি ঝামেলায় পড়েছিলাম...তাস। একটা মেয়ে। গোলাগুলি হলো...আমি...পালালাম...আমাকে অনুসরণ করল সে। বলল সে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে...ও আমাকে যা বলবে তাই করতে হবে। সে বলেছিল...ওর কথামত চললে...সে আমাকে ধনী করে দেবে।'

'ধনী?' কাশল টম। 'সে তোমাকে কিভাবে আমার চেয়ে ধনী করবে?' টলছে বুড়ো। পিস্তলটা পাশের একজনের হাতে তুলে দিয়ে মার্শাল একটু নড়লেই গুলি করার নির্দেশ দিল। পড়ে যাচ্ছে জনসন—ওকে ধরে ফেলল জেসাপ। নিচু করে যত্নের সাথে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। কথা বলে চলল টিমোথি। ওর মুখ খুলে গেছে এখন আর থামবে না সে।

'ও জানে...লুটের টাকা...জেফারসন গ্যাঙ...মেসকিটে একটা কেবিনের নিচে...দু'শো হাজার ডলার।'

'তাই মেসকিটের র‍্যাঞ্চারদের তাড়াবার এত চেষ্টা—যেন কেবিন খুঁড়ে সে

টাকাগুলো বের করতে পারে, তাই না?' যোগান দিল জেসাপ।

হাসি শুনে ফিরে তাকাল বিদ্যুৎ। দুর্বল হলেও কৌতুকে খলখল করে হাসছে টম জনসন। 'সে ওই পুরানো রূপকথা বিশ্বাস করে?' কাশল বুড়ো। ব্যথায় কুঁচকে গেল ওর মুখ। 'না, বাছা, ওখানে কোন টাকা নেই! কখনও ছিল না।'

ডেভিস বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা! আমি জানি ওখানে টাকা আছে।'

'ঠিকই বলেছ, মার্শাল,' বলল জেসাপ। 'ওখানে টাকা ছিল ক্লাইডের কেবিনের নিচে। মোট…কত যেন মিস্টার রজার্স?'

'দু'লাখ তেইশ হাজার ছয়শো চল্লিশ ডলার, স্যার,' ঘোষণা করল ব্যাঙ্কার। একটা বড় ঝুলি এরফানের দিকে বাড়িয়ে দিল রজার্স। ঝুলিটা নিয়ে ডেভিসের দিকে এগিয়ে গেল জেসাপ।

'যেদিন তুমি ক্যামেরনকে মারলে সেদিন থেকেই এটা ব্যাঙ্কে জমা ছিল,' বলল সে। 'এর জন্যেই তুমি খুন করেছ, মিথ্যা বলেছ আর চক্রান্ত করেছ।' ঝুলিটা মেঝের ওপর খালি করল এরফান। লোকজন টাকাগুলো এক ঝলক দেখার জন্যে গলা বাড়াল—ওগুলো মার্শালের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

'চেয়ে দেখো,' কর্কশ স্বরে আদেশ করল জেসাপ। এক মুঠো টাকা তুলে নিয়ে ডেভিসের মুখের সামনে ধরল সে। 'ভাল করে চেয়ে দেখো! জানো জেফারসন গ্যাঙ কি চুরি করেছিল? ওরা যে ট্রেনে ডাকাতি করেছিল সেটা এই বাতিল নোটগুলো ওয়াশিংটনে নিয়ে যাচ্ছিল পোড়াবার জন্যে। এগুলোর মূল্য যে কাগজে এগুলো ছাপা হয়েছে, তারচেয়েও কম।'

'না…!' ডেভিসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'না। তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি মিথ্যা বলছ!' ওর স্বরটা চিকন সুরে চিৎকারের মত শোনাল।

টিমোথি জনসনও খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একেবারে ভেঙে পড়েছে—বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছে সে।

ধীরে উঠে দাঁড়াল টম জনসন। গভর্নরের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'তুমি ব্লেক,' ক্ষীণ স্বরে বলল টম।

'হ্যাঁ, জনসন। আমিই ব্লেক।'

'তোমার আসতে অনেকদিন লাগল।'

হাসল ব্লেক। 'সেটা ঠিক নয়, আমি এখানে অনেকদিন থেকেই আছি,' বুড়ো র‍্যাঞ্চারকে বলল সে। 'নিজে আসিনি বটে, কিন্তু তোমার প্রথম চিঠি পাওয়ার পরই আমি আমার স্পেশাল ডেপুটিকে পাঠিয়েছিলাম।'

ডেভিস ওদের কথা শুনে বিভ্রান্ত ভাবে ব্লেক আর জনসনের দিকে তাকাল। 'ও তোমার কাছে চিঠি লিখেছিল…ইয়াভাপাই-এর সমস্যা সমাধানের জন্যে!?'

মাথা ঝাঁকাল ব্লেক। 'তুমি নিজেকে যত চতুর মনে করো, আসলে তুমি ততটা নও। জেসাপ তোমাকে খুব জলদি চিনে ফেলেছিল।'

'জেসাপ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মার্শাল। 'এর সাথে ওর কি সম্পর্ক?'

'সবটাই,' বলল ব্লেক। 'সে আমার স্পেশাল ডেপুটি। আমার নির্দেশেই সে সর্বক্ষণ কাজ করছিল।'

কার্ল মরিস এগিয়ে এল, ওর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করছে—হাত বাড়িয়ে

দিল সে। 'আমি কোনদিন ভাবিনি এমন দিনও আসতে পারে যেদিন আমি তোমার সাথে হাত মেলাতে চাইব, জনসন। কিন্তু খোদার কসম, আজ আমি তাই করতে চাই। তুমি যদি দাঙ্গায় না গিয়ে সাহায্যের জন্যে গভর্নরের কাছে চিঠি লিখে থাকো, তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে ভবিষ্যতে আমরা বন্ধুর মত শান্তিতে পাশাপাশি বাস করতে পারব।'

দুজনে আন্তরিকতার সাথে হ্যান্ডশেক করল। বাইরে বজ্রপাতের সাথে বারের জানালা মৃদু শব্দে কেঁপে উঠল। সূর্যের আলো মেঘে ঢেকে একটু লালচে রূপ নিয়েছে।

'ইয়াভাপাই-এ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল রব।

'বছরের এই সময়টাই ঝড়-বৃষ্টির সময়,' মন্তব্য করল আরেকজন বুড়ো।

ওদিকে হাতের ইশারায় জেসাপ আর জনসনকে ডাকল ব্লেক। 'একটা জিনিস পুরোপুরি পরিষ্কার হলো না; ছোট র‍্যাঞ্চারদের ওপর এসব হামলার মূলে কে ছিল?'

'ডেভিস ছিল বুদ্ধিদাতা,' বলল জেসাপ। 'কিন্তু তার আদেশ পালন করত জেরি লো—'

'সবাই স্থির থাকো! কেউ নড়বে না!' আদেশটা এল জেরি লোগানের কণ্ঠ থেকে। এরফানের কথায় বুঝতে পেরেছে সে ফেঁসে যাচ্ছে। তিন লাফে দরজার কাছে পৌঁছে গেল জেরি। ওর হাতে একটা নল কাটা শটগান। কক করা—মারাত্মক!

'কেউ চোখের পাতাও ফেলবে না!' সাবধান করল লোগান। 'ওকে ছেড়ে দাও,' ডেভিসকে যারা ধরে রেখেছিল তাদের আদেশ করল লোগান। দ্রুত ডেভিসকে ছেড়ে দিয়ে ওরা সরে দাঁড়াল। লোগানের পাশে আসার পথে, সুজান মারসকে টেনে তুলে নিল ডেভিস। নিজেকে মেয়েটার আড়ালে রেখেছে সে। কাছের একজন দর্শকের খাপ থেকে পিস্তল বের করে নিল মার্শাল। নারকীয় হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে। জেসাপ নিরস্ত্র অবস্থায় অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছে। টিমোথি করুণ স্বরে ককিয়ে উঠল, 'লোগান! আমার কি হবে?'

'ফাঁসি হবে! বোকা পাঁঠা!' রোষের সাথে বলল লোগান।

দরজার কাছে সরে গেছে ডেভিস; ওর সামনে জেরি। নেকড়ের মত সাদা দাঁত বের করে হাসছে মার্শাল। 'তোমার জন্যে একটা শেষ উপহার, বিদ্যুৎ,' হিসহিসিয়ে বলল সে। তারপর পিস্তলটা তুলেই ট্রিগার টিপে দিল। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে গা মোচড় দিল সুজান। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টিমোথির বুকে লাগল। পড়ে গেল টিমোথি। হার্ট ফুটো হয়ে গেছে ওর।

গুলিটা কোথায় লাগল দেখার জন্যে দাঁড়াল না ডেভিস। সুজানকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। লোগানও বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পিছাচ্ছে। ব্যাটউইঙ দরজা দুলে ফিরে আসার সময়ে ওর ডান কাঁধে আঘাত লাগল। মুহূর্তের জন্যে অসাবধান হলো সেবার ফোরম্যান। ওই মুহূর্তে তরুণ ফিলাডেলফিয়ার পিস্তল গর্জে উঠল। উলটে দরজার বাইরে পড়ল লোগান। ওর লোগানের গুলি নিষ্ফল ভাবে ছাদে গিয়ে লাগল। ফ্রেডির হাত থেকে নিজের গানবেল্ট গায়ে ঝুলিয়ে নিয়ে দ্রুত পরে নিল এরফান। ছুটে বাইরে এসে দেখল লোগান মরে

পড়ে আছে, আর ডেভিস ঘোড়া ছুটিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে। অর্ধচেতন অবস্থায় আড়াআড়ি ভাবে সুজানকে জিনের সামনে শুইয়ে রেখেছে হেনরি। সেলুন থেকে লোকজন ছুটে বেরিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মরিস ওদের থামাল—কারণ সুজান চোট পেতে পারে। জেসাপ ইতোমধ্যেই যে ঘোড়াটা সামনে ছিল সেটা নিয়েই পলায়নরত ডেভিসের পিছু নিয়েছে। অন্যান্য আরোহীরাও পিছু নিল, কিন্তু ততক্ষণে এরফান শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

ইয়াভাপাই মেঘের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওদিকে তুমুল বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

সামনে দূরে বিন্দুর মত ডেভিসকে দেখা যাচ্ছে। পিছন দিকে এক ঝলক চেয়ে দেখল বাকি অনুসরণকারীরা অনেক দূরে লম্বা সারিতে এগোচ্ছে। প্রায় দু'শো গজ পিছনে ওর কিছুটা ডান দিক দিয়ে একজন আরোহী দ্রুত পুব দিকে এগোচ্ছে। বৃষ্টির একটা ভারি ফোঁটা পড়ল এরফানের মুখে। স্পারের খোঁচায় ঘোড়ার গতি বাড়াল সে। ধীরে সামনের ঘোড়াটার সাথে দূরত্ব কমে আসছে, কারণ সামনের ঘোড়াটার দুজনকে বইতে হচ্ছে। এখন ওরা ট্রেইল ধরে মেসকিটের দিকে এগোচ্ছে।

সামনের দিকে চেয়ে দেখল এখন ডেভিসের সাথে তার দূরত্ব মাত্র পাঁচশো গজ। ভাবল নিগার থাকলে এতক্ষণে ওকে ধরে ফেলতে পারত—কিন্তু নিগারকে আস্তাবলে রাখা হয়েছে। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রওনা হতে অনেক সময় লেগে যেত বলেই প্রথম যে ঘোড়াটা পেয়েছে সেটা নিয়েই রওনা হয়েছে সে।

সামনে বুররাচো ক্রীকের ঢাল আর কাঠের ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে। এরফান ভাবল ডেভিসকে ঘোড়ার গতি কমাতেই হবে এবার। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে একই গতিতে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল আতঙ্কিত ডেভিস। বৃষ্টিতে ঢালটা পিছল হয়ে আছে। ঘোড়াটা সামলাতে পারল না। সামনের পা দুটো পিছলে পড়ে গেল সে। ডেভিস আর সুজান ওর মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল। সুজান অর্ধচেতন অবস্থায় বিবশ হয়ে ওখানেই পড়ে রইল। কিন্তু আশ্চর্য কপাল গুণে অক্ষত অবস্থায় সে ছুটে কয়েকটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল।

লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামাল জেসাপ। পিছলে কিছুটা এগিয়ে থামল ঘোড়াটা। মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরফান। ডেভিসের একটা গুলি ওর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ধীরে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে এরফান। নিচে সুজান মরিসকে দেখতে পাচ্ছে এখন। যে পাথরগুলোর আড়ালে সে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে মুখ বের করে উঁকি দিয়ে দেখল ডেভিস ছুটে ক্রীকের উজানের দিকে আরও কতগুলো পাথরের আড়ালে লুকাবার জন্যে এগোচ্ছে। দ্রুত একটা গুলি ছুঁড়ে সামনে এগোল জেসাপ। বৃষ্টির বেগ কিছুটা বেড়েছে এখন। মুখের ওপর বৃষ্টির ঝাপটায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে নড়ে উঠল সুজান। পিছলে ঢাল বেয়ে সুজানের কয়েক ফুটের মধ্যে পৌঁছল সে।

'তুমি ঠিক আছ, ম্যাম?'

'হ্যাঁ···আমার তাই মনে হয়···লোকটা কি···?'

'না, এখনও মরেনি। ওই পাথরগুলোর আড়ালে কোথাও আছে। তুমি হাঁটতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখছি,' বলল সে। কিন্তু পা নাড়তে গিয়ে ব্যথায় কুঁচকে ফেকাসে হলো ওর মুখ। 'মনে হচ্ছে আমার পা মচকে গেছে।'

বাম হাতে ওকে তোলার চেষ্টা করল এরফান। কিন্তু বুঝল পিছলে ঢালে এক হাতে মেয়েটাকে তোলা অসম্ভব।

'চমৎকার!' বলে উঠল ডেভিস। 'বিপদে মেয়েদের সাহায্য করা দেখছি তোমার বৈশিষ্ট্য!' ওর হাতের পিস্তলটা এরফানের দিকে তাক করা। প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূরে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ডেভিস—ওর মুখটা আক্রোশে বিকৃত। 'তোমার কবরের স্মৃতিপাথরে কথাটা খোদাই করে দেব।'

মরিয়া হয়ে গড়িয়ে পাশে সরে গেল এরফান। কোমরের পাশ থেকে ওর পিস্তলটা গর্জে উঠল। হেনরি ডেভিসের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। যে গুলিটা এরফানের বুকে বেঁধার কথা, সেটা একটা পাথরে লেগে শব্দ তুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মেঘের গর্জন এখন যেন ক্রীক থেকেই আসছে। তাকিয়ে দেখল বুররাচো ক্রীক সত্যিই মাতাল হয়েছে এখন—বিশ ফুট উঁচু হয়ে তেড়ে আসছে পানির তোড়। পিস্তল খাপে ভরে তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সে। পিছলে যাচ্ছে পা—পিছল ঢাল বেয়ে বাড়তি ওজন নিয়ে উপরে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরফানের মনে হলো কে যেন ওকে গালি দিল। ওই মুহূর্তে ঢালের মাথায় সে ফিলাডেলফিয়ার মাথা দেখতে পেল। ছেলেটা চিৎকার করল, 'এরফান! জলদি উঠে এসো! উঠে এসো! দৌড়াও!' কাছে এসে পড়েছে মাতাল ক্রীকের দেয়ালের মত উঁচু পানি। দেয়ালের মাথায় বড় বড় গাছের গুঁড়ি। ওর একটার বাড়ি খেলে আর বাঁচার উপায় নেই। আতঙ্কিত জেসাপ প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পা পিছলে যাচ্ছে। শেষে মেয়েটাকে দুই কনুইয়ের ভাঁজে রেখে হাতের আঙুলগুলোকে বাঘের থাবার মত ব্যবহার করে মাটি খামচে তিন হাত পা কাজে লাগিয়ে কোনমতে ঢাল বেয়ে উপরে উঠল সে। ওর বুট ছুঁয়ে নিচে দিয়ে এগিয়ে গেল পানির তোড়। আরও উপরে উঠে মেয়েটাকে বসিয়ে দিয়ে অবসন্ন দেহে ওর পাশে শুয়ে পড়ল এরফান। এক হাতে সুজানকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে ফিলাডেলফিয়া। মেয়েটা ওর কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ও কিছুটা শান্ত হলে ছেলেটা জেসাপের দিকে তাকাল।

'ডেভিস হয়তো বুঝতেও পারেনি কিসের আঘাতে মরল, তাই না এরফান?' মন্তব্য করল সে।

উঠে বসে মাথা ঝাঁকাল এরফান। গুলির আঘাতে ডেভিসের অন্তিম আর্তনাদ ছেলেটা শুনতে পায়নি বুঝে খুশিই হলো। 'মনে হয় না,' বলল সে। কথাটা দুই অর্থেই ঠিক।

দু'মিনিট পরে শহরের লোকগুলো এসে পৌঁছল।

বাইশ

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে—এরমধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে। গভর্নর ব্রেক টুসনে ফিরে গেছে। তার নির্বাচিত নতুন মার্শাল ইয়াভাপাই-এ এসে পৌঁছেছে। শহর থেকে পসির একটা দল আর জনসনের লোকজন রিভারটনে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে ভান্স বুলককে ধাওয়া করে আটক করেছে। মোটা লোকটা শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি চালিয়ে পসির গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে। বুলককে উঁচু একটা গাছে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। জেরি লোগানকে তার ক্রাইম পার্টনার টিমোথি জনসনের পাশেই বুট হিলে কবর দেয়া হয়েছে। (তখনকার দিনে ক্রিমিনাল আর দাঙ্গা করে যাদের মৃত্যু হত তাদের বুট হিলে অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে কবর দেয়া হত। যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হত তাদের জন্যে অন্য কবরখানার ব্যবস্থা ছিল।) মার্শালের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। হিউবার্ট পালিয়েছে। ওকেই এরফান দ্রুতবেগে পুবে যেতে দেখেছিল।

বুড়ো জনসন এখন দ্রুত সেরে উঠছে। টম জনসনের আমন্ত্রণ পেয়ে জেসাপ আর ফিলাডেলফিয়া সেবার র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হলো। বুড়ো নিজে বেরিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানাল।

ওরা ভিতরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গেই রাঁধুনী কফি নিয়ে এল। পরিবেশন করার সময়ে মুচকি হেসে সে মন্তব্য করল, 'বস্, আমি ভাবতেই পারিনি মেসকিটের কাউকে এই র‍্যাঞ্চে আমার খাওয়াতে হবে।'

'এখন থেকেই নিজেকে তৈরি করো,' বলল টম, 'কারণ ভবিষ্যতে তোমাকে এটা ঘনঘন করতে হবে।'

কফিতে চুমুক দিয়ে ফিলাডেলফিয়ার দিকে ফিরল জনসন।

'একটা ব্যাপারে তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার,' বলল সে। 'তুমি যখন মরিসের ওখানে আমার সেবা করছিলে, তখন বারবার ঘুরেফিরে একটা স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দিয়েছে···যখন তোমাকে প্রথম দেখি তখনও তাই ঘটেছিল। আমি সুজান মরিসকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি নিজের সম্পর্কে তাকে যা বলেছ সেটা সে আমাকে জানিয়েছে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ, স্যার।' হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

'বুঝবে, এক মিনিট পরেই বুঝবে,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'জানলাম তোমার নাম হ্যারি বুথবি। ফিলাডেলফিয়া নামটা কোত্থেকে এল?'

'ওটা আমার ডাক নাম, স্যার,' বলে উঠল এরফান। 'ওখান থেকে এসেছে জেনেই আমি ওকে ওই নামে ডাকি।'

ছেলেটার দিকে তাকাল টম। 'মায়ের নাম মনে আছে তোমার?'

'নিশ্চয়,' একটু উষ্মার সাথেই বলল সে। 'মায়ের নাম ছিল—'

'ডায়ানা—তাই না?' হাসিতে ভরে উঠল র‍্যাঞ্চারের মুখ।

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কিভাবে—'

'কিভাবে জানি? আমি আরও জানি, বাছা, বলছি, শোনো। বিয়ের আগে তার নাম ছিল ডায়ানা লেজলি বুথবি। একজন অপদার্থ কাউবয়কে সে বিয়ে করেছিল। প্রেসকটে একটা ছোট্ট এলাকা নিয়ে সংসার পেতেছিল ওরা—'

'আমি সারা প্রেসকট তন্নতন্ন করে খুঁজে এসেছি, কেউ আমার বাবার খোঁজ দিতে পারল না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ছেলেটা। 'অবশ্য আমি বাবার নাম বলতে পারিনি, কারণ মা কিছুই বলত না। মায়ের মৃত্যুর পর চিঠির ওপর সীল দেখে জেনেছি বাবা প্রেসকটে থাকত। কিন্তু নামটা জানতে পারিনি, কারণ কোন চিঠিতেই নাম ছিল না—চিঠির শেষে ছিল, ইতি, তোমার প্রিয় স্বামী। আমি কেবল জানতাম আমার একটা ভাই ছিল। কিন্তু তুমি এতকিছু জানলে কিভাবে?'

'সহজ ব্যাপার, ডায়ানা বুথবি ছিল আমার স্ত্রী! পরিবারের লোকজন আমাদের বিয়েটা মেনে নিতে পারেনি। ওরা যখন তাকে বুঝিয়ে ফিলাডেলফিয়াতেই রেখে দিল, তখন সে আবার বুথবি নামটাই ব্যবহার করা শুরু করল।···তুমি সত্যিই আমাকে খুঁজেছিলে, বাছা? তুমিই আমার ছোট ছেলে হ্যারি! টিমোথি ছিল তোমার বড় ভাই।'

বুড়োর চোখ ছলছল করছে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে হ্যারি। এতদিন পরে বাবাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ আর আবেগে ওর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে গাল বেয়ে। এরফান ওদের একা থাকার সুযোগ দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভাবছে, এটা ভালই হলো, ছেলেটারও একটা হিল্লে হলো, আর বুড়ো জনসনও একটা ছেলে হারিয়ে আরেকটাকে খুঁজে পেল। সিগারেট ধরাল এরফান। হ্যাঁ, সবদিক থেকেই এটা ভাল হয়েছে মরিসের সাথেও জনসনের ভাব হয়েছে। ইয়াভাপাই-এর সবাই এখন শান্তিতে বাস করতে পারবে। সিগারেটে একটা সুখ টান দিয়ে ফেলে দিল এরফান।

আবার কামরায় ঢুকল জেসাপ। দেখল বাপ-বেটা দুজন দুজনের দিকে কটমট করে চেয়ে বসে আছে।

'আরে!' প্রতিবাদ করল সে। 'এতদিন পরে পুনর্মিলনের একি পরিণাম!'

'আমি এইমাত্র ওকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমার ছেলে কোন চাষা-ভূষার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। যদি করে তাহলে আমার একটা পয়সাও সে পাবে না।'

'কে চায় তোমার পয়সা? এতদিন যদি তোমাকে ছাড়া আমার চলে থাকে, তাহলে বাকি জীবনটাও চলবে। সুজান যদি আমাকে গ্রহণ করে তবে আমি ওকেই বিয়ে করব!' রাগে লাল হয়ে উঠে জেসাপকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো সে। কিন্তু পিছন থেকে টম জনসনের প্রাণখোলা হাসির শব্দে থামতে বাধ্য হলো। অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সে।

'তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম, বাছা,' হাসতে হাসতে বলল বুড়ো। 'এসো, এখানে এসে বসো!' আদেশ করল সে। 'জানো, মরিসের মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে আনতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। মেয়েটা বড় ভাল।'

'তুমি—তুমি একটা বুড়ো শয়তান!' বলল হ্যারি। 'তুমিই জিতলে!'

যখন আমরা হয়াভাপাহ যাব, সব ড্রিঙ্ক আমার ওপর।' বন্ধু এরফানের দিকে তাকাল সে। 'তোমার কি মনে হয় এই বুনো মাসট্যাঙটা ট্রেইনিঙ দিয়ে আমি পোষ মানাতে পারব?'

মাথা নাড়ল এরফান। 'সে'ই তোমাকে পোষ মানিয়ে ছাড়বে। যে সীসার গুলি পর্যন্ত হজম করে ফেলতে পারে সে কেমন কঠিন লোক বুঝতেই পারো!'

'আমার ইচ্ছা,' শুরু করল হ্যারি, 'হয়তো আমার···আমার বাবাও এটা অনুমোদন করবে—'

'বলো, বাছা,' গমগমে স্বরে বলল জনসন, 'অল্পদিনের মধ্যে তুমিই সেবার চালাতে শুরু করবে—এখন থেকেই নাহয় শুরু করো।'

উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের কাঁধে হাত রাখল র‍্যাঞ্চার।

'এরফান,' শুরু করল হ্যারি, 'জেরি লোগানকে আমি নিজের হাতেই গুলি করে মেরেছি, আমি নিজে এখনও র‍্যাঞ্চের কাজ বুঝে উঠতে পারিনি, আমাদের একজন ফোরম্যান দরকার—তুমি যদি কাজটা নিতে রাজি হও তবে আমি খুব খুশি হব। আমার বিশ্বাস এতে বাবারও অমত হবে না।'

'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস হ্যারি কিছুদিন অন্যত্র ব্যস্ত থাকবে,' দুষ্টু হাসি হেসে বলল জনসন। 'আমিও খুব খুশি হব—তুমি কি বলো, এরফান?'

'প্রস্তাবটা খুব লোভনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। আমার একটা অসমাপ্ত কাজ রয়ে গেছে। আমি দু'জন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি—ওদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত টেক্সাসে আমার আউটল বলে দুর্নাম ঘুচবে না। ওদের নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

বিদায় নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল জেসাপ। জনসন সাদরে গ্রহণ করল ওর হাত। হাত মিলিয়ে বেরিয়ে এল এরফান। হ্যারি ওর পিছন পিছন বারান্দায় এল।

'ফিলাডেলফিয়া, তুমি আমার হয়ে একটা কাজ করলে আমি খুশি হব,' বলল এরফান।

ছেলেটা আগ্রহের সাথে মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চয়, এরফান—শুধু বলো কি করতে হবে।'

'তুমি আমার হয়ে মরিস আর বাকি সবার কাছে আমার "গুডবাই" পৌঁছে দিও। বিদায় নেয়াটা আমার ভাল আসে না।' ওর স্বরটা একটু ভারী শোনাল। হাত মেলাল ওরা।

'তোমার যখন খুশি এখানে ফিরে এসো,' আড়ষ্ট ভাবে বলল সে। 'অনেক কারণেই তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

নিগারের পিঠে উঠল এরফান।

'আমারও একই অনুভূতি,' ছেলেটাকে বলল সে। 'তুমি চিন্তা কোরো না। একদিন আমি ঠিকই ফিরে আসব।'

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ট্রেইল ধরে ইয়াভাপাই-এর দিকে এগিয়ে গেল সে। হ্যারি যতক্ষণ দেখা যায় ওদিকে চেয়ে রইল, তারপর নাক টেনে হাত দিয়ে চোখ মুছল।

'ঠাণ্ডা বাতাস,' অনুযোগ করল সে। 'চোখে পানি এনে দেয়।'

***

'ডায়ানা